রমা

পল্লী-সমাজ

আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত
প্রথম অভিনয়-রজনী—শনিবার ১৯ শ্রাবণ, ১৩৩৫

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা
১৩৪১

দুই টাকা

সপ্তম সংস্করণ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বেণী ঘোষাল	...	জমিদার
রমেশ ঘোষাল	...	ঐ খুল্লতাত পুত্র
মধু পাল	...	মুদী
বনমালী পাড়ুই	...	হেডমাষ্টার
যতীন	...	যদুনাথ মুখুয্যের কনিষ্ঠ পুত্র, রমার ভাই
গোবিন্দ গাঙুলী ধর্ম্মদাস চাটুয্যে ভৈরব আচার্য্য দীননাথ ভট্টাচার্য্য ষষ্ঠিচরণ পরাণ হালদার	..	গ্রামবাসিগণ
ভজুয়া	...	রমেশের হিন্দুস্থানী দরোয়ান
গোপাল সরকার	...	ঐ সরকার

দীনু ভট্টাচার্য্যের ছেলে-মেয়েরা, ময়রা, ভৃত্য, খরিদ্দারগণ, বাঁড়ুয্যে,
নাপিত, যাত্রী, কর্ম্মচারী ভিখারিগণ, কুলদা, কৃষকগণ
আকবর, গহর, ওস্‌মান, বৈষ্ণব, সরকার, সনাতন
হাজরা, জগন্নাথ, নরোত্তম, দরোয়ান ইত্যাদি

স্ত্রী

বিশ্বেশ্বরী	...	বেণীর মা
রমা	...	যদু মুখুয্যের কন্যা

রমার মাসী, সুকুমারী, ক্ষান্ত, খেঁদী, নন্দর মা, ভিখারিণীগণ
বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী ইত্যাদি

রমা

পল্লী-সমাজ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যদুনাথ মুখুয্যে মশায়ের বাটীর পিছনের দিক। খিড়কীর দ্বার খোলা, সম্মুখে অপ্রশস্ত পথ। চারিদিকে আম-কাঁঠালের বাগান। এবং অদূরে পুষ্করিণীর বাঁধানো ঘাটের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। সকাল বেলায় রমা ও তাহার মাসি স্নানের জন্য বাহির হইয়া আসিল এবং ঠিক সময়েই বেণী ঘোষাল আর একদিক দিয়া প্রবেশ করিলেন। রমার বয়স বাইশ তেইশের বেশি নয়। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল বলিয়া হাতে কয়েক গাছি চুড়ি ছিল, এবং থানের পরিবর্তে সরু পাড়ের কাপড় পরিত। বেণীর বয়সও পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের অধিক হইবে না

বেণী। তোমার কাছেই যাচ্ছিলেম রমা।

মাসি। তা' খিড়কীর দোর দিয়ে কেন বাছা?

রমা। তোমার এক কথা মাসি। বড়দা ঘরের লোক, ওঁর আবার সদর-খিড়কী কি? কিছু দরকার আছে বুঝি? তা ভেতরে গিয়ে একটু বসুন না, আমি চট্ ক'রে ডুবটা দিয়ে আসি।

বেণী। বস্‌বার যো নেই দিদি, ঢের কাজ। কিন্তু কি করবে স্থির করলে?

রমা। কিসের বড়দা?

বেণী। আমার ছোট খুড়োর শ্রাদ্ধের কথাটা বোন্। রমেশ ত কাল

এসে পৌঁছেছে। বাপের শ্রাদ্ধ নাকি খুব ঘটা করেই করবে। যাবে নাকি ?

রমা। আমি যাবো তারিণী ঘোষালের বাড়ী!

বেণী। সে ত জানি দিদি, আর যেই কেন না যাক্‌, তোরা কিছুতেই সে বাড়ীতে পা দিবি নে। তবে শুনতে পেলাম ছোঁড়া নিজে গিয়ে সমস্ত বাড়ী বলে আস্‌বে। বজ্জাতি বুদ্ধিতে সে তার বাপের ওপরে যায়। যদি সত্যই আসে কি বল্‌বে ?

রমা। আমি কিছুই বোলব না বড়দা,—বাইরের দরওয়ান তার জবাব দেবে।

মাসি। দরওয়ান কেন লা, আমি বল্‌তে জানি নে ? নচ্ছার ব্যাটাকে এম্‌নি বলাই বোল্‌ব যে, বাছাধন জন্মে কখনো আর মুখুয্যে-বাড়ীতে মাথা গলাবে না। তারিণী ঘোষালের ছেলে ঢুক্‌বে নেমতন্ন করতে আমার বাড়ীতে! আমি কিছুই ভুলি নি বেণীমাধব। তারিণী এই ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। তখনো ত যতীন জন্মায় নি, ভেবেছিল যদু মুখুয্যের সমস্ত বিষয়টা তা হলে মুঠো‍র মধ্যে আস্‌বে। বুঝ্‌লে না বাবা বেণী!

বেণী। বুঝি বই কি মাসি, সব বুঝি।

মাসি। বুঝ্‌বে বই কি বাবা, এ ত পড়েই রয়েছে। আর তা যখন হল না তখন ঐ ভৈরব আচায্যিকে দিয়ে কি সব জপ-তপ, তুক-তাক করিয়ে মায়ের কপালে আমার এম্‌নি আগুন জেলে দিলে যে ছ'মাস পেরুল না বাছার হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর ঘুচে গেল। ছোট জাত হয়ে চায় কিনা যদুমুখুয্যের মেয়েকে বৌ করতে। তেমনি হারামজাদার মরণও হয়েছে। সদরে গেল মকর্দ্দমা করতে আর ঘরে ফিরতে হ'ল না। এক ব্যাটা, তার হাতের আগুনটুকু পর্য্যন্ত পেলে না। ছোট জাতের মুখে আগুন।

রমা। কেন মাসি, তুমি লোকের জাত তুলে কথা কও? তারিণী ঘোষাল বড়দারই ত আপনার খুড়ো। বামুন মানুষকে ছোট জাত বল কি করে? তোমার মুখে যেন কিছু বাধে না।

বেণী। (সলজ্জে) না রমা, মাসি সত্যি কথাই বলেছেন। তুমি বড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আনতে পারি বোন? ছোট খুড়োর এ কথা মুখে আনাই বেয়াদপি। আর তুক-তাকের কথা যদি বলত সে সত্যি। দুনিয়ায় ছোট খুড়ো আর ভৈরবের অসাধ্য কাজ কিছু নেই। রমেশ আস্‌তে না আস্‌তে ঐ ব্যাটাই ত জুটে গিয়ে হয়েছে তার মুরুব্বি।

মাসি। সে ত জানা কথা বেণী। ছোঁড়া বছর দশ বারো ত দেশে আসে নি;—সেই যে মামারা এসে কাশী না কোথায় নিয়ে গেল আর কখনো এ মুখো হাত দিলে না। এতকাল ছিল কোথায়? কর্‌ছিল কি?

বেণী। কি ক'রে জান্‌বো মাসি। ছোট খুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব আমাদেরও তাই। শুন্‌চি, এতদিন বোম্বাই না কোথায় ছিল। কেউ বল্‌চে ডাক্তারি পাশ করেছে, কেউ বল্‌চে উকিল হয়েছে,—আবার কেউ বল্‌চে সব ফাঁকি। ছোঁড়া নাকি পাঁড় মাতাল। যখন বাড়ী এসে পৌঁছল, তখন চোখ দুটো ছিল নাকি জবা ফুলের মত রাঙা।

মাসি। বটে? তা'হলে ত তাকে বাড়ী ঢুকতে দেওয়াই যায় না।

বেণী। কিছুতে না। হাঁ রমা, তোমার রমেশকে মনে পড়ে?

রমা। (সলজ্জ মৃদু হাসিয়া) এ ত সেদিনের কথা বড়দা। তিনি আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়। এক পাঠশালায় পড়েচি, এক সঙ্গে খেলা করেচি,. ওঁদের বাড়ীতেই ত থাকৃতাম। খুড়িমা আমাকে মেয়ের মত ভালবাস্‌তেন।

মাসি। তার ভালবাসার মুখে আগুন। ভালবাসা ছিল কেবল

কাজ হাঁসিল করবার জন্যে। তাদের ফন্দিই ছিল কোন মতে তোকে হাত করা। কম ধড়িবাজ ছিল রমেশের মা!

বেণী। তাতে আর সন্দেহ কি। ছোটখুড়িও যে—

রমা। দেখো মাসি, তোমাদের আর যা ইচ্ছে বল, কিন্তু খুড়িমা আমার স্বর্গে গেছেন, তাঁর নিন্দে আমি কারও মুখ থেকেই সইতে পারবো না।

মাসি। বলিস্ কি লো? একেবারে এতো?

বেণী। তা বটে, তা বটে। ছোটখুড়ি ভাল-মানুষের মেয়ে ছিলেন। তাঁর কথা উঠলে মা আজও চোখের জল ফেলেন। তা সে যাক্, কিন্তু এই ত স্থির রইল দিদি, নড়চড় হবে না ত!

রমা। (হাসিয়া) না। বড়দা, বাবা বল্‌তেন আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিস্ নে রমা। তারিণী ঘোষাল জ্যান্তে আমাদের কম জ্বালা দেয় নি,—বাবাকে পর্য্যন্ত জেলে দিতে গিয়েছিল। আমি কিছুই ভুলি নি, বড়দা, যতদিন বেঁচে থাকবো ভুলবো না। রমেশ সেই শত্রুরই ছেলে। আমরা ত নয়ই—আমাদের সংস্রবে যারা আছে তাদের পর্য্যন্ত যেতে দেব না।

বেণী। এই ত চাই। এই ত তোমার যোগ্য কথা।

রমা। আচ্ছা বড়দা, এমন করা যায় না যে কোন ব্রাহ্মণ না তার বাড়ী যায়? তা হ'লে—

বেণী। আরে, সেই চেষ্টাই ত কর্‌চি বোন্। তুই শুধু আমার সহায় থাকিস্ আর আমি কোন চিন্তা করিনে। রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারি ত আমার নামই বেণী ঘোষাল নয়। তার পরে রইলাম আমি আর ঐ আচায্যি ব্যাটা। ছোটখুড়ো আর বেঁচে নেই, দেখি তাকে কে রক্ষা করে।

রমা। (হাসিয়া) রক্ষে করবেন বোধকরি রমেশ ঘোষাল। কিন্তু আমি বলে রাখ্‌লেম বড়দা, আমাদের শত্রুতা করতে ইনিও কম করবেন না।

বেণী। (এদিক ওদিক চাহিয়া এবং কণ্ঠস্বর আরও মৃদু করিয়া) রমা, আসল কথা হচ্চে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার সে আজও কিছুই বোঝে না। বাঁশ নুইয়ে ফেল্‌তে চাও ত এই সময়। পেকে উঠ্‌লে আর হবে না তা তোমাকে নিশ্চয় বলে দিচ্চি। দিন রাত মনে রাখ্‌তে হবে এ তারিণী ঘোষালের ছেলে আর কেউ নয়। চেপে বস্‌লে আর—

অন্তরাল হইতে গম্ভীর কণ্ঠের ডাক আসিল—"রাণী কইরে ?" রমা চকিত হইয়া উঠিল। এবং পরক্ষণেই দ্বারের ভিতর দিয়া রমেশ প্রবেশ করিল। তাহার রুক্ষ মাথা, খালি পা, উত্তরীয়টা মাথায় জড়ান। বেণীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই—

রমেশ। এই যে বড়দা এখানে ? বেশ, চলুন। আপনি নইলে করবে কে ? আমি সারা গাঁ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্চি। রাণী কৈ ? বাড়ীর মধ্যে দেখি কেউ নেই। ঝি বল্‌লে এই দিকে গেছে—

রমা নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল সহসা তাহাকে দেখিতে পাইয়া

রমেশ। আরে এই যে ! ইস্‌ ! কত বড় হয়েছো ? ভালো আছো ত ? আমাকে চিন্‌তে পারচো না বুঝি ? আমি তোমাদের রমেশদা।

রমা। (মুখ তুলিয়া চাহিল না, কিন্তু অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল) আপনি ভাল আছেন ?

রমেশ। হাঁ ভাই ভাল আছি। কিন্তু আমাকে 'আপনি' কেন রাণি ? (বেণীর দিকে চাহিয়া) রমার একটী কথা আমি কোন দিন ভুলতে পারি নি বড়দা। মা যখন মারা গেলেন তখন ত ও ছোট ; কিন্তু তখনি আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি কেঁদো না রমেশদা, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ ক'রে নেব। তোমার বোধ হয় মনে পড়ে না ? না ? আমার মাকে মনে পড়ে ত ?

রমা নিরুত্তর। লজ্জায় যেন তাহার মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল

রমেশ। কিন্তু আর ত সময় নেই ভাই। যা করবার করে দাও,— যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয় আমি তাই হয়েই আবার তোমাদের দোর

গোড়ায় ফিরে এসে দাঁড়িয়েছি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হয়ত হবে না।

মাসি। (কাছে আসিয়া রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি বাপু, তারিণী ঘোষালের ছেলে না ?

রমেশ নিঃশব্দে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল

মাসি। আগে ত দেখ নি, চিন্‌তে পার না বাছা,—আমি রমার আপনার মাসি। কিন্তু এমন বেহায়া পুরুষ মানুষ তোমার মত আর ত দেখি নি। যেমন বাপ তেম্‌নিই কি ব্যাটা ? বলা নেই কহা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ীর খিড়কীতে ঢুকে উৎপাত করতে সরম হয় না তোমার ?

রমা। কি বোক্‌চ মাসি, নাইতে যাও না।

বেণীর নিঃশব্দে প্রস্থান

মাসি। নে রমা বকিস্‌নে। যে কাজ কর্‌তেই হবে তাতে তোদের মত আমার চক্ষু-লজ্জা হয় না। বলি, বেণীর অমন কোরে পালানোর কি দরকার ছিল ? বলে গেলেই ত হোত আমরা বাপু তোমার গোমস্তাও নই, খাস-তালুকের প্রজাও নই যে তোমার কর্ম্মবাড়ীতে জল তুল্‌তে ময়দা মাখ্‌তে যাবো। তারিণী মরেছে লোকের হাড় জুড়িয়েছে। এ কথাটা বলবার বরাত আমাদের মত দুজন মেয়েমানুষের ওপর না দিয়ে নিজে বলে গেলেই ত পুরুষের মত কাজ হোতো।

রমেশ নির্ব্বাক পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল

মাসি। যাই হোক্, বামুনের ছেলেকে আমি চাকর-বাকর দিয়ে অপমান করতে চাই নে, একটু হুঁস্ করে কাজ কোরো। কচি খোকাটি নও যে লোকের বাড়ীতে ঢুকে আব্‌দার করে বেড়াবে। রাণী কি ? রাণী ওর নাম নাকি ? তোমার বাড়ীতে আমার রমা কখনো পা ধুতে যেতেও পারবে না। এই তোমাকে আমি বলে দিলাম।

রমেশ। তোমাকে মা বল্‌তেন রাণী, ছেলেবেলার সেই ডাক্‌টাই মনে

ছিল রমা। আমি ত জানতাম না যে আমাদের বাড়ীতে তুমি যেতেই পারো না। না জেনে যে উপদ্রব করে গেলাম সে আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো রমা।

রমেশের প্রস্থান ও বেণীর আবির্ভাব

বেণী। (তাহার সমস্ত মুখ খুসিতে ভরিয়া গিয়াছে) হাঁ, শোনালে বটে মাসি। আমাদের সাধ্যিই ছিল না অমন ক'রে বলা। একি চাকর-বাকরদের কাজ রমা? আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম কিনা, ছোঁড়া মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত করে বেরিয়ে গেল। এই ত ঠিক হ'ল।

মাসি। হ'ল ত জানি, কিন্তু মেয়ে মানুষের ওপর ভার না দিয়ে, না সরে গিয়ে নিজে বল্‌লেই ত আরোও ভাল হোতো। আর না-ই যদি বল্‌তে পারতে, আমি কি বল্‌লাম দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা?

রমা। দুঃখ কোরো না মাসি, উনি না শুনুন আমরা শুনেছি। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিভ দিয়ে ছড়াতে তোমার মত আর কেউ পেরে উঠ্‌ত না।

মাসি। কি বল্‌লি লা?

রমা। কিছু না। বলি, রান্না-বান্না কি আজ হবে না? যাও না ডুবটা দিয়ে এসো না।

পুষ্করিণীর উদ্দেশে রমার দ্রুতপদে প্রস্থান

বেণী। ব্যাপার কি মাসি?

মাসি। কি ক'রে জান্‌বো বাছা? ও রাজ-রাণীর মেজাজ বোঝা কি আমাদের মত দাসী-বাঁদীর কর্ম্ম?

প্রস্থান

গোবিন্দ গাঙ্গুলীর প্রবেশ

গোবিন্দ। ভ্যালা যা হোক্। সকাল থেকে সারা গাঁটা খুঁজে বেড়াচ্চি বেণীবাবু গেল কোথায়! বলি শুনেছ খবরটা? বাবাজী কাল ঘরে পা দিয়েই ছুটেছিলেন নন্দীদের ওখানে। এ যদি না দুদিনে উচ্ছন্ন যায় ত আমার গোবিন্দ গাঙ্গুলী নাম তোমরা বদ্‌লে রেখো। নবাবী কাণ্ড-কার-

খানার ফর্দ্দ শোন ত অবাক্ হয়ে যাবে। তারিণী ঘোষাল সিকি পয়সা রেখে মরেনি তা জানি, তবে এত কেন ? হাতে থাকে কর,না থাকে, বিষয় বন্ধক দিয়ে কে কবে ঘটা কোরে বাপের শ্রাদ্ধ করে তা ত কথনো শুনি নি বাবা। আমি তোমাকে নিশ্চয় বল্‌চি বেণিমাধব বাবু, এ ছোঁড়া নন্দীদের গদী থেকে অন্ততঃ পাঁচটি হাজার টাকা দেনা করেচে।

বেণী। বল কি ! তা হ'লে কথাটা ত বার করে নিতে হচ্ছে গোবিন্দ-খুড়ো ?

গোবিন্দ। (মৃদু হাস্য করিয়া) সবুর করোনা বাবাজী, একবার ভাল ক'রে ঢুক্‌তেই দাওনা। তার পরে নাড়ীর খবর ফেড়ে বার করে আন্‌বো —তথন বুঝবে গোবিন্দ গাঙুলীকে। এর মধ্যে অনেক কথাই শুন্‌তে পাবে বাবাজী, অনেক শালাই লাগিয়ে যাবে,—কিন্তু চেনো ত খুড়োকে ? সেইটুকু মনে মনে বুঝো, এখন আর কিছু ফাঁস কর্‌চিনে।

বেণী। রমার কাছে গিয়েছিলাম।

গোবিন্দ। তা জানি। কি বলে সে ?

বেণী। তারা ত নয়ই, তাদের সম্পর্কে যে-যেথানে আছে তারা পর্য্যন্ত নয়।

গোবিন্দ। ব্যস ! ব্যস ! আর দেখতে হবে না।

বেণী। কিন্তু তোমরা যে—

গোবিন্দ। উতলা হও কেন বাবাজী, আগে ঢুকি। উদ্যোগ আয়োজনটা একটু ভাল ক'রে করাই, তখন না,—ছাদ্দ গড়ানো কাকে বলে একবার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখো !

বেণী। তবে যে শুনি—

গোবিন্দ। অমন ঢের শুন্‌বে বাবাজী, অনেক ব্যাটা এসে অনেক রকম ক'রে লাগাবে। কিন্তু গোবিন্দ খুড়োকে চেনো ত ? ব্যস্ ! ব্যস্ !

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রমেশের বহির্বাটী। চণ্ডী-মণ্ডপের বারান্দার একধারে ভৈরব আচার্য্য থান ফাড়িয়া কাপড় পাট করিয়া গাদা দিতেছে। চণ্ডীমণ্ডপের অভ্যন্তরে বসিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলী ধূমপান করিতেছে এবং আড়চোখে চাহিয়া বস্ত্ররাশির মনে মনে সংখ্যা নিরূপণ করিতেছে। কর্ম্মবাড়ী। আসন্ন শ্রাদ্ধকৃত্যের বহুবিধ আয়োজন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। নানা লোক নানা কাযে ব্যস্ত। সময় অপরাহ্ণ

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। (গোবিন্দ গাঙ্গুলীর প্রতি সবিনয়ে) এই যে আপনি এসেছেন।

গোবিন্দ। আস্‌বো বই কি বাবা, আস্‌বো বই কি! এ যে আমার আপনার কাজ রমেশ।

নেপথ্যে কাশির শব্দ। কাশিতে কাশিতে ৪.৫টী ছেলে মেয়ে লইয়া ধর্ম্মদাস চাটুয্যের প্রবেশ। তাঁহার কাঁধের উপর মলিন উত্তরীয়, নাকের উপর এক জোড়া ভাঁটার মত মস্ত চস্‌মা পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। সাদা চুল, সাদা গোঁফ তামাকের ধূঁয়ায় তাম্রবর্ণ। অগ্রসর হইয়া রমেশের মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া কোন কথা না কহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমেশ চিনিল না ইনি কে। কিন্তু যেই হোন্, ব্যস্ত হইয়া হাত ধরিতেই

ধর্ম্মদাস। (কাঁদিয়া) না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন কোরে ফাঁকি দিয়ে পালাবে তা স্বপ্নেও জানিনে। কিন্তু আমারও এমন চাটুয্যে বংশে জন্ম নয় যে কারু ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরুবে। আসবার সময় তোমার আপন জাটতুতো ভাই বেণী ঘোষালের মুখের উপর কি বলে এলাম জানো? বল্‌লাম, রমেশ যেমন শ্রাদ্ধের আয়োজন করচে, এমন করা চুলোয় যাক্, এ অঞ্চলে কেউ চোখেও দেখেনি। আমার নামে অনেক শালা অনেক রকম তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো এই ধর্ম্মদাস শুধু ধর্ম্মেরই দাস আর কারও নয়।

এই বলিয়া গোবিন্দর হস্ত হইতে হুঁকোটা ছিনিয়া লইয়া এক টান দিয়াই প্রবল বেগে কাশিয়া ফেলিলেন

রমেশ। না না, বলেন কি, বলেন কি—

প্রত্যুত্তরে ধর্ম্মদাস ঘড় ঘড় করিয়া কত কি বলিলেন, কিন্তু কাশির ধমকে তাহার একটা বর্ণও বুঝা গেল না। গোবিন্দ সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিলেন, সুতরাং এই নবীন জমিদার-টিকে ভাল ভাল কথা বলিবার সুযোগ তাঁহারই ছিল, অথচ নষ্ট হইতেছে বুঝিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন

গোবিন্দ। কাল সকালে, বুঝলে ধর্ম্মদাসদা, এখানে আসবো ব'লে বেরিয়েও আসা হ'ল না। বেণীর ডাকাডাকি—গোবিন্দখুড়ো তামাক খেয়ে যাও। একবার ভাবলেম কাজ নেই,—তার পরে মনে হ'ল ভাবখানা বেণীর দেখেই যাইনে। বেণী কি বল্‌লে জানো বাবা রমেশ, বলে খুড়ো, তোমরা ত দেখচি হয়েছ রমেশের মুরুব্বি, বলি লোকজন খাবে টাবে ত? আমিই বা ছাড়ি কেন,—তুমি বড়লোক আছো না আছো, আমার রমেশও কারো চেয়ে খাটো নয়। তোমার ঘরে ত একমুঠো চিঁড়ের পিত্যেশ কারু নেই। বল্‌লাম, বেণীবাবু, এই ত পথ—দাঁড়িয়ে একবার কাঙ্গালী বিদেয়ের ঘটাটা দেখো। কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকের পাটা ত বলি একে। কিন্তু তাও বলি ধর্ম্মদাসদা, আমাদের সাধ্যই বা কি! যাঁর কাজ তিনিই ওপর থেকে করাচ্চেন। তারিণীদা শাপভ্রষ্ট দিক্‌পাল ছিলেন বই ত নয়।

ধর্ম্মদাসের কিছুতেই কাশি থামেনা, আর তাহারই সম্মুখে গোবিন্দ বেশ বেশ কথাগুলি এই অপরিপক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আরও ভাল বলি-বার চেষ্টায় ধর্ম্মদাস যেন আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল

গোবিন্দ। তুমি ত আমার পর নও বাবা, নিতান্ত আপনার। তোমার মা ছিলেন আমার সাক্ষাৎ পিসতুত বোনের আপনার ভগ্নী। রাধানগরের বাঁড়ুয্যেবাড়ী,—সে সব তারিণীদা জানতেন। তাই যে কোন কাজ-কর্ম্ম —মামলা-মোকর্দ্দমা করতে, সাক্ষী দিতে—ডাক গোবিন্দকে—

ধর্ম্মদাস। কেন বাজে বকিস্ গোবিন্দ? থক্ থক্ থক্—থ—আমি

আজকের নই, না জানি কি? সে বছর সাক্ষী দেবার কথায় বল্‌লি, আমার জুতো নেই খালি-পায়ে যাই কি করে? খক্ খক্—তারিণী অম্‌নি আড়াই টাকা দিয়ে জুতো কিনে দিলে। তুই তাই পায়ে দিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি কি না বেণীর হ'য়ে! খক্ খক্ খক্—খ—

গোবিন্দ। (চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া) এলুম?

ধর্ম্মদাস। এলিনে?

গোবিন্দ। দূর মিথ্যেবাদী!

ধর্ম্মদাস। মিথ্যেবাদী তোর বাবা!

গোবিন্দ। (ভাঙা ছাতি লইয়া লাফাইয়া উঠিল) তবে রে শালা!

ধর্ম্মদাস। (বাঁশের লাঠি উঁচাইয়া) ও শালার আমি—খক্ খক্ খক্—খ—ও শালার আমি সম্পর্কে বড় ভাই হই কি না, তাই শালার আক্কেল দেখ! (কাশি)

গোবিন্দ। ওঃ—শালা আমার বড় ভাই!

চারিদিকের লোক ছুটিয়া আসিল, ছেলে-মেয়েরা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, এবং রমেশ দ্রুতপদে তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল

রমেশ। এ কি এ! আপনারা উভয়েই প্রাচীন—ব্রাহ্মণ—এ কি কাণ্ড?

ভৈরব। (উঠিয়া আসিয়া রমেশের প্রতি) প্রায় শ' চারেক কাপড় ত হ'ল, আরও চাই কি?

রমেশ নিরুত্তর

ভৈরব। ছিঃ গাঙ্গুলীমশাই, বাবু একেবারে অবাক্ হয়ে গেছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের হয়। বৃহৎ কাজ-কর্ম্মের বাড়ীতে কত ঠ্যাঙা-ঠেঙি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হয়ে যায়,—আবার যেকে সেই হয়। নিন্ চাটুয্যেমশাই, দেখুন দিকি আরও থান ফাড়বো কি না?

গোবিন্দ। হয়ই ত! হয়ই ত! ঢের হয়। নইলে বিরদ কর্ম্ম বলেছে কেন। সে বছর তোমার মনে আছে ভৈরব, যদু মুখুয্যে মশাইয়ের কন্যা

রমার গাছ পিতিষ্ঠের দিন সিধে নিয়ে, রাঘব ভট্চায্যে আর হারান চাটুয্যেতে মাথা ফাটাফাটি হয়ে গেল। কিন্তু আমি বলি ভৈরব ভায়া, বাবাজীর এ কাজটা ভাল হচ্চে না। ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভস্মে ঘী ঢালা এক কথা। তার চেয়ে বামুনদের একজোড়া আর ছেলেদের একখানা করে দিলে নাম হোতো। আমি বলি বাবাজী সেই যুক্তিই করুন। কি বল ধর্ম্মদাসদা ?

ধর্ম্মদাস। গোবিন্দ মন্দ যুক্তি বলে নি বাবাজী। ওদের মিছে দেওয়া। নইলে আর শাস্তরে ব্যাটাদের ছোটলোক বলেছে কেন! বুঝলে না বাবা রমেশ ?

রমেশ। হাঁ, বুঝেছি বই কি।

ভৈরব। তা' হলে কি এই কাপড়েই হবে ?

রমেশ। বোধ হয় হবে না। বলা যায় না কত কাঙ্গালী আসবে, আপনি বরঞ্চ আরও দু'শ কাপড় ঠিক্ করে রাখুন।

গোবিন্দ। তা নইলে কি হয় ? তুমি একা আর কত পারবে ভায়া, চল আমিও যাই।

বলিতে বলিতে গোবিন্দ বস্ত্ররাশির কাছে অগ্রসর হইয়া গেল, এবং উপবেশন করিয়া কাপড় গুছাইতে লাগিল। ধর্ম্মদাস এই অবকাশে রমেশকে একধারে টানিয়া লইয়া গিয়া কানে কানে বলিতে লাগিল। ওদিকে গোবিন্দ উদগ্রীব হইয়া আড়্‌চোখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল

ধর্ম্মদাস। এ দেশ বড় খারাপ বাবা, ভাঁড়ার টাঁড়ার কাউকে দিয়ে বিশ্বেস কোরো না। তেল, নুন, ঘী, ময়দা অর্দ্ধেক সরিয়ে ফেলবে। আমি এখুনি গিয়ে তোমার পিসিমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি বাবা, একটি কুটো তোমার নষ্ট হবে না।

রমেশ। যে-আজ্ঞে—

মুণ্ডিত-শ্মশ্রু শীর্ণকায় ও প্রাচীন দীননাথ ভট্টাচার্য্য প্রবেশ করিলেন। ইঁহার সঙ্গেও দুই তিনটি ছেলে মেয়ে। মেয়েটী সকলের বড়, পরনে একখানি শতচ্ছিন্ন ডুরে কাপড়

দীননাথ। কৈ গো বাবাজী কোথায় গো?

গোবিন্দ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এস দীনুদা, বোস। বড় ভাগ্যি আমাদের যে আজ তোমার পায়ের ধূলো পড়্‌লো। ছেলেটা একা সারা হয়ে যায় তা তোমরা ত—

ধর্ম্মদাস কট্‌মট্‌ করিয়া তাহার প্রতি চাহিল

গোবিন্দ। তা তোমরা ত কেউ এদিক্ মাড়াবে না দাদা।

দীনু। আমি ত ছিলাম না ভায়া, তোমার বৌঠাকরুণকে আন্‌তে তাঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম। বাবাজী কোথায়? শুন্‌চি নাকি ভারি আয়োজন হচ্চে। পথে ও-গাঁয়ের হাটে শুনে এলাম খাইয়ে দাইয়ে ছেলে-বুড়োর হাতে নাকি ষোল পাত লুচি আর চার জোড়া করে সন্দেশ দেওয়া হবে।

গোবিন্দ। (গলা খাটো করিয়া) তা'ছাড়া হয় ত একখানা করে কাপড়ও—

রমেশের প্রবেশ

দীনুদা, এই আমার রমেশ। তা তোমাদের পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে যোগাড়-সোগাড় ত একরকম করচি, কিন্তু বেণী একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে। এই আমার কাছেই দুবার লোক পাঠিয়েছে। তা আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার নাড়ীর টান্ রয়েছে, কিন্তু এই যে দীনুদা, ধর্ম্মদাসদা এঁরাই কি বাবা তোমাকে ফেল্‌তে পারবেন? দীনুদা ত পথ থেকে শুন্‌তে পেয়ে ছুটে আস্‌ছেন। ওরে, ও ষষ্ঠিচরণ, তামাক দে না রে। বাবা রমেশ, একবার এদিকে এসো দিকি একটা কথা বলে নিই।

ভৃত্য আসিয়া দীনুর হাতে হুঁকা দিয়া গেল এবং গোবিন্দ রমেশকে আর একদিকে সরাইয়া লইয়া গিয়া চাপা গলায়

গোবিন্দ। ভেতরে বুঝি ধর্ম্মদাস-গিন্নি আস্‌চে? খবরদার বাবা, খবরদার—বিট্‌লে বামুন যতই ফোসলাক কখনো তার হাতে ভাঁড়ার-টাড়ার দিওনা, মাগী অর্দ্ধেক ফাঁক করে দেবে। বলি, তোমার ভাবনা কি বাবা? তোমার যে আপনার মামী রয়েছে! আমি গিয়েই তাকে পাঠিয়ে দিচ্চি, নাড়ীর টানে সে যেমন করবে আর কি কেউ তেমন পারবে? না, কখনো পারে?

শিশু দু'টা ছুটিয়া আসিয়া দীনুর কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িল

শিশুরা। বাবা, সন্দেশ খাবো।

দীনু। (একবার রমেশ ও একবার গোবিন্দর প্রতি চাহিয়া) সন্দেশ কোথায় পাব রে? সন্দেশ কই?

দীনুর মেয়ে অন্তরালে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া

দীনুর মেয়ে। কেন, ঐ যে হচ্চে বাবা—

বাকি ছেলে মেয়েরা নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া ধর্ম্মদাসকে ঘিরিয়া ধরিল

ছেলেমেয়েরা। আমরাও দাদামশাই—

রমেশ। (অগ্রসর হইয়া) বেশ ত, বেশ ত, ও আচায্যিমশাই, বিকেল বেলায় ছেলেরা সব বাড়ী থেকে বেরিয়েছে খেয়ে ত আসেনি। (অন্তরাল-বর্ত্তী ময়রার উদ্দেশে) ওহে, ও কি নাম তোমার? নিয়ে এস ত ঐ থালাটা এদিকে। আচায্যিমশাই, দেখুন ত যেন দেরি না হয়।

ভৈরব আচার্য্য ভিতরে চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরেই ময়রা সন্দেশের থালা আনিতেই ছেলেরা উপুড় হইয়া পড়িল। বাঁটিয়া দিবার অবকাশ দেয় না এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ছেলেদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে দীননাথের শুষ্কদৃষ্টি সজল ও তীব্র হইয়া উঠিল

দীনু। ওরে ও খেঁদি, খাচ্চিস ত খুব, সন্দেশ হয়েচে কেমন বল দিকি ?

খেঁদী। বেশ বাবা—

এই বলিয়া সে চিবাইতে লাগিল

দীনু। (মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া) হাঁঃ—তোদের আবার পছন্দ ! মিষ্টি হলেই হ'ল। হাঁ হে কারিকর, এ কড়াটা কেমন নাবালে ? কি বল গোবিন্দ ভায়া, এখনো রোদ একটু আছে বলে মনে হচ্চে না ?

ময়রা। আজ্ঞে, আছে বই কি। এখনো ঢের বেলা আছে, এখনো সন্ধ্যে আহ্নিকের—

দীনু। তবে কই দাও দিকি গোবিন্দ ভায়াকে একটা চেখে দেখুক, কেমন কলকাতার কারিকর তোমরা—

ময়রা গোবিন্দ ও দীনু উভয়কেই সন্দেশ দিতে গেল

দীনু। না না, আমাকে আবার কেন ? তবে, আধখানা—আধখানার বেশি নয় ! (হুঁকা রাখিয়া দিয়া) ওরে ও ষষ্ঠিচরণ, একটু জল আন্ দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি।

রমেশ। (ভিতরের দিকে চাহিয়া) ওরে, অম্নি ভিতর থেকে গোটা চারেক রেকাবি নিয়ে আসিস্ ষষ্ঠি।

গোবিন্দ। সন্দেশের চেহারা দেখেই বোধ হচ্চে হয়েছে ভাল। কি হে, ময়রার পো, পাক্‌টা একটু নরমই রাখ্‌লে বুঝি ?

ময়রা। আজ্ঞে হাঁ, এ কড়াটা একটু নরমই রেখেচি।

গোবিন্দ। (হাস্য করিয়া) আমরা বুঝি কিনা। তাকালেই ধরে দিতে পারি কোন্‌টা কেমন।

ময়রা। আজ্ঞে, আপনারা বুঝবেন না ত বুঝ্‌বে কারা !

ষষ্ঠিচরণ ও আর একজন ভৃত্য রেকাবি, জলের গ্লাস প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করিল, ময়রা সন্দেশের থালাটা সম্মুখে আনিয়া রাখিল, এবং ব্রাহ্মণদিগের পাত্রে তুলিয়া দিতে

লাগিল। কাহারও মুখে কথা নাই, ছেলেমেয়েরা এবং ধর্ম্মদাস, গোবিন্দ ও দীনু গোগ্রাসে গিলিতেছে এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত থালাটাই নিঃশেষিত হইয়া গেল

দীনু। হাঁ, কলকাতার কারিকর বটে। কি বল ধর্ম্মদাসদা ?

ধর্ম্মদাসের কণ্ঠস্বর সন্দেশের তাল ভেদ করিয়া বেশ স্পষ্ট বাহির হইল না, কিন্তু বুঝা গেল মতের অনৈক্য নাই

গোবিন্দ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ ওস্তাদি হাত বটে !

ময়রা। যদি কষ্টই করলেন ঠাকুরমশাই, তাহলে মিহিদানাটাও অমনি পরখ করে দিন।

দীনু। মিহিদানা ? কই আনো দিকি বাপু।

ময়রা—এই যে আনি।

এই বলিয়া সে চক্ষের পলকে একথালা মিহিদানা আনিয়া হাজির করিল, এবং ব্রাহ্মণদিগের পাত্রে উজাড় করিয়া দিল। মিহিদানা শেষ হইয়া আসিতে বিলম্ব হইল না

দীনু। (হাত বাড়াইয়া মেয়ের প্রতি) ওরে ও খেঁদি, ধর্ দিকি মা, এই দুটো মিহিদানা।

খেঁদি। আমি আর খেতে পারবোনা বাবা।

দীনু। পারবি পারবি। এক চোঁক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে দিকি, মুখ মেরে গেছে বই ত না। না পারিস্ আঁচলে একটা গেরো দিয়ে রাখ্, কাল সকালে উঠে খাস্।

এই বলিয়া মেয়ের হাতে গুঁজিয়া দিল

দীনু। (ময়রার প্রতি) হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে। যেন অমৃত। তা বেশ হয়েছে, মিষ্টি বুঝি দু'রকম করলে বাবাজী ?

ময়রা। আজ্ঞে, না, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন—

দীনু। অ্যাঁ, ক্ষীরমোহন ? কই, সে তো বার করলেনা বাপু ?

(বিস্মিত রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া) হাঁ খেয়েছিলাম বটে রাধানগরের বোসেদের বাড়ী, আজও যেন মুখে লেগে রয়েছে। বল্‌লে বিশ্বাস করবে না বাবাজী, ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড্ড ভালবাসি।

রমেশ। (হাসিয়া) আজ্ঞে না, অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। ওরে ষষ্ঠি, ভেতরে বোধ করি আচায্যিমশাই আছেন, যা ত কিছু ক্ষীরমোহন তাঁকে আন্‌তে বলে আয় দিকি।

ষষ্ঠিচরণের প্রস্থান

গোবিন্দ। (উদ্বিগ্নকণ্ঠে) অ্যাঁ? মিষ্টি কি সব বাইরে পড়ে নাকি? না না, এতো ভাল না।

ধর্ম্মদাস। চাবি? চাবি? ভাঁড়ারের চাবি কার কাছে?

গোবিন্দ। বলি, ভৈরো আচায্যির হাতে নয় ত?

ষষ্ঠিচরণের প্রবেশ

ষষ্ঠি। এখন আর ভাঁড়ার ঘর খোলা হবে না বাবু, ক্ষীরমোহন বার হবে না।

রমেশ। আঃ বল্‌গে যা আমি আন্‌তে বল্‌চি।

গোবিন্দ। দেখ্‌লে ধর্ম্মদাসদা, আচায্যির আক্কেল? এ যে দেখি মায়ের চেয়ে মাসির বেশি দরদ। সেই জন্যেই আমি বলি—

ষষ্ঠি। আচায্যিমশায়ের দোষ কি? ও-বাড়ী থেকে গিন্নি-মা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করে ফেলেচেন। এ তাঁরই হুকুম।

ধর্ম্মদাস ও গোবিন্দ। কে? বেণীবাবুর মা? ও-বাড়ীর বড়-গিন্নি ঠাকরুণ?

রমেশ। জ্যাঠাইমা—এসেছেন না কি?

ষষ্ঠি। হাঁ বাবু। তিনি এসেই ছোট বড় দুটো ভাঁড়ারই তালা বন্ধ করে ফেলেচেন। চাবি তাঁরই আঁচলে।

গোবিন্দ। দেখ্‌লে ধর্ম্মদাসদা ব্যাপারখানা? বলি মৎলবটা বুঝলে ত?

দীনু। এ মৎলব বোঝা আর শক্ত কি ভায়া! তালা বন্ধ ক'রে চাবি নিজের কাছে রেখেছেন তার মানে ভাঁড়ার আর কারো না হাতে পড়ে। তিনি সমস্তই ত জানেন।

গোবিন্দ। বোঝনা সোঝনা তুমি কথা কও কেন বল ত? তুমি এসব ব্যাপারের কি জানো যে হঠাৎ মানে করতে এসেচ?

দীনু। আরে, এতে, বোঝা-বুঝিটা আছে কোন্‌খানে? শুন্‌চো না গিন্নি-মা স্বয়ং এসে তালা বন্ধ করেছেন? এতে কথা কইবে আবার কে?

গোবিন্দ। ঘরে যাওনা ভট্‌চায। যে জন্যে ছুটে এলে, গুষ্টিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধলে,—আর কেন? ক্ষীরমোহন পরশু খেয়ো, আজ বাড়ী যাও আমাদের ঢের কাজ।

রমেশ। আপনার হ'ল কি গাঙুলীমশাই? যাকে-তাকে এমন খামোকা অপমান করচেন কেন?

ধমক খাইয়া গোবিন্দ লজ্জিত হইল। পরে শুষ্ক হাস্য করিয়া

গোবিন্দ। অপমান আবার কাকে করলাম বাবাজী? ভাল, ওকেই জিজ্ঞেসা করে দেখ না ঠিক সত্যি কথাটী বলেচি কি না? ও ডালে-ডালে বেড়ায় যদি, আমি পাতায়-পাতায় ঘুরি যে। দেখলে ধর্ম্মদাসদা, দীনে বামনার আস্পর্দ্ধা? আচ্ছা—

রমেশ। আচ্ছা কি?

দীনু। (রমেশের প্রতি) না বাবা, গোবিন্দ সত্য কথাই বলেছেন। আমি বড় গরীব সে এদিকের সবাই জানে! ওঁদের মত আমার জমি-জমা চাষ-বাস কিছুই নেই, একরকম চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে-শিক্ষে করেই আমাদের দিন চলে।—ভাল জিনিস ছেলেপিলেদের কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা ত ভগবান দেন্ নি, তাই বড় ঘরে কাজকর্ম্ম হ'লে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিছু মনে কোরো না বাবা, তারিণীদাদা বেঁচে থাকতে আমাদের তিনি খাওয়াতে বড় ভালবাস্‌তেন।

দীনুর দু'চক্ষু জলে ভরিয়া টপ্ টপ্ করিয়া দু'ফোঁটা অশ্রু সকলের সম্মুখেই ঝরিয়া পড়িল। দীনু মলিন ও ছিন্ন উত্তরীয়-প্রান্তে তাহা মুছিয়া ফেলিল

গোবিন্দ। আহা! তারিণীদাদা শুধু তোমাকে খাওয়াতেই ভালবাস্‌তেন! শুন্‌লে ধর্ম্মদাসদা, শুন্‌লে কথা?

দীনু। আমি কি তাই বল্‌চি গোবিন্দ? আমার মত গরীব দুঃখী কেউ কখনো তারিণীদা'র কাছ থেকে খালি হাতে ফেরে নি।

রমেশ। ভট্‌চায্যিমশাই, এই দুটো দিন আমার ওপরে একটু দয়া রাখ্‌বেন। আর যদি খাঁদুর মা এ বাড়ীতে একবার পায়ের ধুলো দিতে পারেন ত ভাগ্য বলে মান্‌ব।

দীনু। আমি বড় গরীব বাবা, আমি বড় দুঃখী। আমাকে এমন ক'রে বল্‌লে যে আমি লজ্জায় মরে যাই—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবু, গিন্নি-মা একবার বাড়ীর ভেতরে ডাক্‌চেন।

রমেশ। যাই।

দীনু। বাবা, আমরা তাহলে এখন আসি।

রমেশ। আসুন। কিন্তু আমার প্রার্থনা যেন ভুলে যাবেন না।

দীনু। না বাবা, প্রার্থনা বোল্‌চ কেন এ তোমার দয়া।

ছেলেদের লইয়া দীনুর প্রস্থান

গোবিন্দ। বাবা রমেশ, আমিও এখন তাহ'লে আসি। সন্ধ্যে-আহ্নিক ঠাকুরের শিতল দেওয়া—

রমেশ। কিন্তু গাঙ্গুলীমশাই—

গোবিন্দ। কিছু বল্‌তে হবে না বাবা, এ আমার আপনার কাজ। তুমি না ডাক্‌লেও আমাকে নিজে এসে সমস্ত করতে হতো। কাল সকালেই তোমার মামীকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

ধর্ম্মদাস। তুই বড় বাজে বকিস গোবিন্দ।

গোবিন্দ। কোন ভাবনা নেই রমেশ, ভাঁড়ার-টাড়ার যা কিছু—

ধর্ম্মদাস। ভাঁড়ারের জন্যে তোর এত মাথা ব্যথা কেন বল্ ত?

গোবিন্দ। এ আমাদের নিজের কাজ বাবা। আমি আর ধর্ম্মদাসদা —আমরা দুভাই তোমার ডাকার অপেক্ষা রাখি নি,—আপনারাই এসে উপস্থিত হয়েছি। হয়েছি কি না?

ধর্ম্মদাস। বলি শোন রমেশ, আমরা বেণী ঘোষাল নই, আমাদের জন্মের ঠিক্ আছে।

রমেশ। আঃ—কি বল্চেন আপনারা?

জ্যাঠাইমা অন্তরাল হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া

জ্যাঠাইমা। ওরা অম্‌নিই বলে রমেশ! শিক্ষা আর সঙ্গদোষে জানেও না যে কি ওরা বল্‌লে।

গোবিন্দ ও ধর্ম্মদাসের দ্রুতপদে প্রস্থান

রমেশ। জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা। হাঁরে আমিই। বলি চিন্‌তে পারিস্ ত?

বলিতে বলিতে তিনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু কিছুতেই চল্লিশের বেশি বলিয়া মনে হয় না। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, দুই এক গাছি কুঞ্চিত হইয়া কপোলের উপর পড়িয়াছে। একদিন যে রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি ছিল, আজিও সেই আনন্দ্য-সৌন্দর্য্য তাঁহার নিটোল পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জ্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই দেখিয়া আজও মনে হয় তাঁহার সকল অবয়ব যেন শিল্পীর সাধনার ধন

রমেশ। একদিন যে ছেলেকে তুমি মানুষ করেছিলে, আর একদিন বড় হয়ে ফিরে এসে সে-ই তোমাকে চিন্‌তে পারবে না এই কি তোমার রমেশের কাছে আশা কর জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। না, সে আশঙ্কা করিনি রমেশ! তবুও ত তোরই মুখ থেকে না শুনে পারি নে বাবা, জ্যাঠাইমাকে তোর মনে আছে।

রমেশ। মনে আছে মা, খুব বড় করেই তোমাকে মনে আছে। কিন্তু যা পারতাম নিজেই করতাম, তুমি কেন আবার এ বাড়ীতে এলে ?

জ্যাঠাইমা। তুই ত আমাকে ডেকে আনিস্‌নি বাবা, যে, তোর কাছে তার কৈফিয়ৎ দেব।

রমেশ। ডেকে আন্‌ব কি মা, মা ব'লে যে তোমার কোলেই সকলের আগে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়ী নেই বলে ত তুমি দেখা কর নি জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা। সেই অভিমানেই বুঝি নিজের বাড়ী থেকে আজ আমাকে বিদায় করতে চাস্‌ রমেশ ?

রমেশ। অভিমান ? যার মা নেই, বাপ নেই, নিজের জন্মভূমিতে যে নিরাশ্রয়, বিদেশী,—বিনাদোষে যাকে প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন বাড়ী থেকে দূর করে দেয় তার অভিমানের দাম কি জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা। আমার কাছেও তার দাম নেই রমেশ ?

রমেশ। না নেই। আজ নিজের ছেলেকেই শুধু ছেলে বলে জেনে রেখেচ। কিন্তু আর একটা মা-মরা ছেলেকে যে একদিন ঠিক তেম্‌নি কোরেই মানুষ করতে হয়েছিল সে কথা আজ ভুলে গেছ।

জ্যাঠাইমা। এম্‌নি কোরে শূল বিঁধে তুই কথা বল্‌বি রমেশ ? ঘরে-বাইরে এই শাস্তি পাব বলেই কি তোদের দুজনকে মানুষ করেছিলাম রে ?

রমেশ। ঘরে-বাইরে ! তাই ত বটে ! (হঠাৎ পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) আমাকে ক্ষমা করো জ্যাঠাইমা, আমি প্রাণের জ্বালায় তোমার এই দিক্‌টার পানে চেয়ে দেখি নি।

জ্যাঠাইমা রমেশকে তুলিয়া ডান হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিলেন

জ্যাঠাইমা। জানি বাবা।

রমেশ। কিন্তু আর তুমি এ বাড়ীতে এসো না। আমার সব সইবে, কিন্তু আমার জন্যে দুঃখ পাবে এ আমার সইবে না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। এ তোর অন্যায় রমেশ। দুঃখ সওয়াই যদি দরকার হয় ও তোরও সইবে, আমারও সইবে। ফাঁকি দিয়ে আরামের চেষ্টা করলে তার ফাঁক দিয়ে শুধু আরামই বার হয়ে যায় না বাবা, ঢের বেশি দুঃখ হুড়্‌মুড়্‌ কোরে ঢুকে পড়ে। আমাকে বারণ করবার মৎলব তুই করিস্‌ নে। তাছাড়া তোর নিষেধ শুন্‌বোই বা কেন?

রমেশ। তোমাকে ভুলে ছিলাম জ্যাঠাইমা, তাই নিষেধ করবার স্পর্দ্ধা ক'রেছি। আমার কথা তুমি শুনো না—যা তোমার ভাল মনে হবে তাই করো।

জ্যাঠাইমা। তাই ত কোরবো।

রমেশ। কোরো। কত ঝড়-বাদল, কত দুর্য্যোগ তোমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে—দূর থেকে মাঝে মাঝে আমি তার খবর পেয়েছি। কিন্তু কিছুতেই তোমাকে বদলাতে পারে নি তেম্‌নি অনির্ব্বাণ তেজের আগুন তোমার বুকের মধ্যে তেম্‌নিই দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলচে।

জ্যাঠাইমা। তুই থাম্‌, ছেলে-মুখে বুড়ো কথা বলিস্‌ নে।—তা শোন্‌। তোর বড়দার কাছে একবার গিয়েছিলি?

রমেশ অধোমুখে নীরব

জ্যাঠাইমা। বাড়ী নেই বলে দেখা করে নি বুঝি?

রমেশ তেম্‌নি নিরুত্তর

জ্যাঠাইমা। না-ই করুক, আর একবার যা। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) আমি জানি রে, সে তোদের ওপর প্রসন্ন নয়, কিন্তু তোর কাজ ত তোকে করা চাই। সে বড় ভাই—তার কাছে হেঁট হতে তোর লজ্জা নেই। তা'ছাড়া এটা মানুষের এম্‌নি দুঃসময় বাবা, যে-কোন লোকের হাতে-পায়ে ধরে মিট্‌মাট্‌ করে নেওয়াই মনুষ্যত্ব। লক্ষ্মী মাণিক আমার—যা আর একবার। এখন হয় ত সে বাড়ীতেই আছে।

রমেশ। তুমি আদেশ করলেই যাব জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। আর ত্যাখ্, রমাদের ওখানেও একবার যা।

রমেশ। গিয়েছিলাম।

জ্যাঠাইমা। গিয়েছিলি? তোকে সে চিন্‌তে পেরেছিল ত?

রমেশ। বোধ হয় পেরেছিল। নইলে অপমান করে বাড়ী থেকে দূর করে দেবে কেন?

জ্যাঠাইমা। অপমান ক'রে দূর ক'রে দিলে? রমা?

রমেশ। অপমানটা বোধ করি তার তেমন মনঃপুত হয় নি। তাই বলে দিয়েছে এবার এলে দরওয়ান দিয়ে বার করে দেবে।

জ্যাঠাইমা। রমা বলেছে? এ যে নিজের কানে শুন্‌লেও বিশ্বাস হয় না রমেশ।

রমেশ। বড়দা ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখো জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। বেণী ছিল? তবে, হবেও বা। (এক মুহূর্ত্ত পরে) কিন্তু, ঠিক বল্‌চিস রমেশ, রমা বল্‌লে বাড়ী ঢুক্‌লে দরওয়ান দিয়ে বার করে দেবো? আমাকে ভাঁড়াস নে বাবা, ঠিক করে বল্।

রমেশ। হাঁ, জ্যাঠাইমা তাই। তবে, নিজে না বলে কে তার মাসী আছে তার মুখ দিয়েই বলিয়েছে।

জ্যাঠাইমা। (নিশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ—তাই বল্! নইলে রাতও মিথ্যে দিনও মিথ্যে রমেশ, এতবড় গর্হিত কথা তার গলায় ছুরি দিলেও সে তোকে বল্‌তে পারত না। এ সেই মাসীর কথা,—তার নয়।

রমেশ। তবে কি তাদের বাড়ীতেও আমাকে যেতে হুকুম করো জ্যাঠাইমা? রমাকে কি তুমি এম্‌নি করেই জান?

জ্যাঠাইমা। জানি। কিন্তু যেতে আর বলি নে। তোর বাপের সঙ্গে তাদের চিরদিন মাম্‌লা-মকর্দ্দমা চলেছে, তাদের শত্রু বল্‌লেও মিথ্যে বলা হয় না, তবুও আমি জানি ওকথা রমা বলে নি। অমন মেয়ে বাবা, লক্ষ

কোটীর মধ্যেও সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। ও আছে বলে তবুও এই গ্রামের মধ্যে একটুখানি ধর্ম্ম বেঁচে আছে।

রমেশ। তাকে দেখে ত সে কথা মনেও হ'ল না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। হঠাৎ হয়ও না তবুও এ কথা সত্যি রমেশ। তা সে যাই হোক্, সেখানে যখন যাওয়াই হতে পারে না তখন তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। কিন্তু এতক্ষণ যাঁরা এখানে ছিলেন ও আমি আসা মাত্রই যাঁরা সরে গেলেন তাঁদের তুই বিশ্বেস করিস্ নে বাবা, তাঁদের আমি চিনি।

রমেশ। কিন্তু তাঁরাই ত এ বিপদে আমার সব চেয়ে আপনার লোক জ্যাঠাইমা। তাঁদের বিশ্বাস না করলে কাদের করবো ?

জ্যাঠাইমা। তাই ত ভাব্‌চি বাবা, এ কথার জবাব দেবই বা কি ! হাঁ রে, তোর নেমন্তন্ন ফর্দ্দ তৈরি হয়ে গেছে ?

রমেশ। না এখনো হয় নি ;

জ্যাঠাইমা। সেইটে একটু বুঝে সুঝে করিস রমেশ। এ গ্রামে, আর এই গ্রামেই বা বলি কেন, সব গ্রামেই এই। এ ওর সঙ্গে খায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না,—একটা কাজ-কর্ম্ম পড়ে গেলে মানুষের আর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায় এর চেয়ে শক্ত কাজ আর নেই।

রমেশ। কেন এ রকম হয় জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা। সে অনেক কথা বাবা। যদি থাকিস এখানে, আপনিই সব জান্‌তে পারবি। কারুর সত্যিকার দোষ-অপরাধ আছে, কারুর মিথ্যে অপবাদ আছে, তাছাড়া মামলা মোকর্দ্দমা, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া নিয়েও মস্ত দলাদলি। আমি যদি তোর এখানে দুদিন আগে আস্‌তাম রমেশ, এত উদ্যোগ-আয়োজন কিছুই করতে দিতাম না। কি যে সেদিন হবে আমি তাই শুধু ভাবচি।

এই বলিয়া তিনি নিশ্বাস মোচন করিলেন

রমেশ। তোমার দীর্ঘশ্বাসের মর্ম্ম বোঝা কঠিন জ্যাঠাইমা, কিন্তু আমার সঙ্গে ত এর কোন যোগ নেই। আমাকে বিদেশী বললেই হয়,—কারো সঙ্গে শত্রুতাও নেই, দলাদলিও নেই,—আমি কাউকে অপমান করতে পারব না; সকলকেই সসম্ভ্রমে আহ্বান ক'রে আনব।

জ্যাঠাইমা। উচিত ত তাই। কিন্তু—যাই হোক্, সকলের মত নিয়ে এ কাজটা করিস বাবা, নইলে ভারি গণ্ডগোল হবে। মা, বিপদ-তারিণী!

রমেশ। তুমি কি এখুনি চলে যাচ্ছ?

জ্যাঠাইমা। না এখ্খুনি নয়। দু' একটা কাজ পড়ে আছে সেগুলো সেরে ফেলেই যাবো। কিন্তু চাবি আমার সঙ্গে রইলো রমেশ, কাল সকালেই আমি নিজে এসে ভাঁড়ার খুলব!

প্রস্থান

ধর্ম্মদাস, গোবিন্দ ও পরাণ হালদারের প্রবেশ

গোবিন্দ। (রমেশের প্রতি) বাবা, এই পরাণ মামাকে ধরে নিয়ে এলাম। আসতে কি চায়? কিন্তু আমিও ছাড়নে-বালা নই। বলি, বেণীই জমিদার আর আমার ভাগ্নে রমেশ নয়? (উপরের দিকে মুখ তুলিয়া) তারিণীদা, স্বর্গে ব'সে সমস্তই দেখচো শুনচো, কিন্তু এই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞে কর্‌চি আমি, এই উঠোনের ওপর বেণীর যদি না এম্‌নি করে নাক্ রগ্‌ড়াতে পারি ত আমার নামই গোবিন্দ গাঙ্গুলী নয়।

ধর্ম্মদাস। আহা, তুই থাম্‌না গোবিন্দ! (কাশিতে কাশিতে) সে আমি ঠিক করে নেব।

অকস্মাৎ বেণী ঘোষাল প্রবেশ করিল

বেণী। এই যে রমেশ, একবার এলাম—বড় জরুরি কাজ—মা এসেছেন নাকি?

গোবিন্দ। আস্‌বে বই কি বাবা, একশ'বার আস্‌বে। এ ত তোমারই বাড়ী। তাই ত আমি রমেশ বাবাজীকে সকাল থেকে বল্‌চি

রমেশ, ঝগড়া-বিবাদ তারিণীদার সঙ্গেই যাক্—আর কেন? তোমরা দুভাই এক হও আমরা দেখে চোখ জুড়োই! তাছাড়া বড়-গিন্নি ঠাকরুণ যখন স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন, তখন—

বেণী। মা এসেছেন?

গোবিন্দ। শুধু আসা কেন, ভাঁড়ার-টাঁড়ার, করা-কর্ম্ম যা কিছু তিনিই ত করছেন। আর তিনি না ক'লে করবেই বা কে?

সকলেই নীরব হইয়া রহিল

গোবিন্দ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) নাঃ—গাঁয়ের মধ্যে বড়-গিন্নি ঠাকরুণের মত মানুষ কি আর আছে? না হবে? না বেণীবাবু, সাম্‌নে বল্‌লে খোষামোদ করা হবে, কিন্তু যে যাই বলুক গাঁয়ে যদি লক্ষ্মী থাকেন ত সে তোমার মা। এমন মা কি কারু হয়?

এই বলিয়া পুনশ্চ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন

বেণী। আচ্ছা—

গোবিন্দ। শুধু আচ্ছা নয়: বণীবাবু। আসতে হবে, করতে হবে, সমস্ত ভার তোমার ওপর। ভাল কথা, সবাই আপনারা তো উপস্থিত আছেন, নেমন্তন্নটা কি রকম হবে একটা ফর্দ্দ করে ফেলা হোক্। কি বল রমেশ বাবাজী? ঠিক কি না হালদার মামা? ধর্ম্মদাসদা চুপ্ করে থাক্‌লে হবে না,—কাকে বল্‌তে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে জান ত সব।

রমেশ। বড়দা, একবার পায়ের ধূলো যদি দিতে পারেন—

বেণী। মা যখন এসেছেন তখন আমার আসা না-আসা—কি বল গোবিন্দ খুড়ো?

রমেশ। আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাই নে বড়দা, যদি অসুবিধে না হয় ত একবার দেখে শুনে যাবেন।

বেণী। সে ত ঠিক। আমার মা যখন এসেছেন তখন আমার

আসা-না-আসা—কি বল হালদার মামা ? তা মাকে একটু শিগ্‌গির যেতে বোলো রমেশ, বিশেষ দরকারী কাজ, আমারও এখন দাঁড়াবার যো নেই —প্রজারা সব—

বলিতে বলিতে বেণীর দ্রুতপদে প্রস্থান

গোবিন্দ। (নেপথ্যে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া লইয়া) আরে, বেণী ঘোষাল ! তুই পাতায় পাতায় বেড়াস ত আমি তার শিরে শিরে ফিরি। আমার নাম গোবিন্দ গাঙ্গুলী ! নিজের চোখে দেখ্‌তে এসেছে মা এসেছে কি না। বুঝি না বটে ! (রমেশের প্রতি) আর দেখ্‌লে বাবা রমেশ, কেমন তোফা মিষ্টি মোলায়েম কথাগুলি শুনিয়ে দিলাম ? যেন মিছরির ছুরি ! আর বল্‌বার যো নেই যে কর্ম্মবাড়িতে গিয়ে খাতির পাইনি। লোকের কাছে যে বলে বেড়াবে রমেশ না হয় ছেলে মানুষ, কিন্তু তার মামা গোবিন্দ গাঙ্গুলী ত উপস্থিত ছিল। বৃহৎ কাজে-কর্ম্মে কর্ম্ম-কর্ত্তা হয়ে থাকা সহজ ব্যাপার নয় বাবা, এক একটা চাল্ ভাবতে মাথা ঘুরে যায় !

ধর্ম্মদাস। তুই বড় বাজে বকিস্ গোবিন্দ ! থাম্‌না ?

একদিক দিয়া সুকুমারী ও তাহার মা ক্ষান্ত প্রবেশ করিয়া বাটীর অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। পরাণ হালদার কঠিন চক্ষে তাহাদের নিরীক্ষণ করিলেন। মুহূর্ত্তে ভৃত্য ষষ্ঠিচরণ প্রবেশ করিল

পরাণ। ওরা বাড়ীর মধ্যে গেল করা ?

ষষ্ঠি। ক্ষান্ত বামুন ঠাকরুণ আর তাঁর মেয়ে।

পরাণ। যা ভেবেছি তাই। ওদের বাড়ী ঢুকতে দিলে কে ?

ষষ্ঠি। আচায্যিমশাই ডেকে এনেছেন। দুদিন ধরে সমস্ত কাজ-কর্ম্ম করছেন।

পরাণ। ওরা যদি খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ ক'রে থাকে ত কোন ব্রাহ্মণই এখানে জলগ্রহণ করতে পারবে না।

ক্ষান্ত আড়ালে দাঁড়াইয়া বোধ হয় শুনিতেছিল তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিল

ক্ষান্ত। কেন শুনি হালদার ঠাকুরপো (রমেশের প্রতি) হাঁ বাবা, তুমিও ত গাঁয়ের একজন জমিদার, বলি সমস্ত দোষই কি এই ক্ষেন্তি বাম্‌নির মেয়ের? মাথার ওপর আমাদের কেউ নেই বলে কি যতবার ইচ্ছে শাস্তি দেবে? (গোবিন্দকে দেখাইয়া) ঐ উনি মুখুজ্যে বাড়ীর গাছ পিতিষ্ঠের সময় জরিমানা বলে দশ টাকা আদায় করেন নি? গাঁয়ের ষোল-আনা মনসা পূজোর নামে তুজোড়া পাঁঠার দাম ধরে নেন নি? তবে কতবার ঐ এক কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় শুনি?

গোবিন্দ। যদি আমার নামটাই করলে ক্ষান্তমাসী, তবে সত্যি কথা বলি বাছা। খাতিরে কথা কইবার লোক গোবিন্দ গাঙুলী নয় সে দেশসুদ্ধ লোকে জানে। তোমার মেয়ের প্রায়শ্চিত্তও হয়েছে, সামাজিক দণ্ডও করেছি,—সব মানি। কিন্তু যজ্ঞিতে কাঠি দিতে ত আমরা হুকুম দিই নি? মরলে ওকে পোড়াতে আমরা কাঁধ দেব, কিন্তু—

ক্ষান্ত। মলে তোমার নিজের মেয়েকে কাঁধে করে পোড়াতে যেয়ো বাছা, আমার মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। বলি, হাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কওনা? তোমার ছোট ভাজের কাশীবাসের কথা মনে পড়ে না? হালদার ঠাকুরপোর বেয়ানের তাঁতি অপবাদ ছিল না? সে সব বড় লোকের বড় কথা বুঝি?

গোবিন্দ। তবে রে হারামজাদা মাগী—

ক্ষান্ত। (অগ্রসর হইয়া) মারবি নাকি রে? ক্ষেন্তি বাম্‌নিকে ঘাঁটালে ঠগ্‌ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে। বলি, এতেই হবে, না আরও বোল্‌বো?

ভৈরব আচার্য্য দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া

ভৈরব। এতেই হবে মাসী, আর কাজ নেই। (ভিতরের দিকে চাহিয়া) সুকুমারী, চল দিদি, এসো মাসী আমার সঙ্গে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে বস্‌বে চল।

ভৈরব ও ক্ষান্তর প্রস্থান

গোবিন্দ। দেখলে পরাণ মামা, আমাদের অপমান করে ওদের বাড়ীর ভেতরে বসাতে নিয়ে চল্‌ল। দেখলে ভৈরবের আস্পর্দ্ধা ? আচ্ছা—

পরাণ। আমাদের বিনা হুকুমে ঐ দুটো ভ্রষ্ট মাগীদের কেন বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেওয়া হল, রমেশ তার কৈফিয়ৎ দিক। নইলে কেউ আমরা এখানে জলস্পর্শ করব না।

জ্যাঠাইমা। (দ্বারের নিকট হইতে) রমেশ !

রমেশ। তুমি কি এখনো আছ জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা। আছি বই কি। গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে বল্‌ যে ক্ষান্ত ঠাকুরঝি আর সুকুমারীকে আদর করে আমি ডেকে আনিয়েছি আচার্য্যি-মশায় নয়। তাঁদের খামোকা অপমান করবার কোন দরকার ছিল না।

পরাণ। কিন্তু ওদের দূর করে না দিলে আমরা কেউ জল গ্রহণ করতে পারব না।

জ্যাঠাইমা। সে পরশুর কথা। আজ আমার কর্ম্ম-বাড়ীতে চেঁচামেচি হাঁকাহাঁকি করতে আমি নিষেধ করচি। আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ কোরব, কাউকে বাদ দিতে পারব না।

পরাণ। কিন্তু আমরা কেউ এখানে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দিতে পারব না।

জ্যাঠাইমা। আমাকে ভয় দেখাতে বারণ কর রমেশ। দেশে অনাথ আতুর কাঙালের অভাব নেই। আয়োজন আমার ব্যর্থ হবে না, বরঞ্চ সার্থক হবে।

রমেশ। (ব্যাকুলকণ্ঠে) কিন্তু সমস্ত এঁরা পণ্ড কোরে দিতে চান্‌। এর সকল দায় যে তোমার মাথায় পড়বে জ্যাঠাইমা !

জ্যাঠাইমা। এ তোর অন্যায় রমেশ। আমার বাড়ীর কাজের দায়িত্ব আমার মাথায় পড়বে না ত কি পরের মাথায় পড়বে ? এখন ওঁদের যত্নে বসে দে। ঢের কাজ পড়ে আছে নষ্ট করবার সময় নেই।

জ্যাঠাইমা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সদরদ্বার দিয়া গোবিন্দ ধর্ম্মদাস ও পরাণ হালদার ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল

রমেশ। ভেবেছিলাম বুঝি আমার কেউ নেই,—কিন্তু সবাই আছে যার তুমি আছ জ্যাঠাইমা।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যপথ

দীনু ভট্‌চায শ্রাদ্ধবাটী হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ঘরে ফিরিতেছে। সঙ্গে পটল, ক্ষাড়া, বুড়ী প্রভৃতি বালকবালিকা। সকলেরই হাতে ছোট বড় পুঁটুলি, অন্য হাতে খুরিতে করিয়া দধি ক্ষীর প্রভৃতি

খেঁদি। (সভয়ে) বাবা, ভোজো আস্‌ছে—

শুনিয়া সকলে চকিত হইয়া উঠিল। রমেশের ভৃত্য ভজুয়া প্রবেশ করিল

দীনু। এই যে ভজুয়াবাবু, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

ভজুয়া। আরে ই সব কি লিয়ে যাচ্চে ভট্‌চায মোশা—

দীনু। কিছুই নয় বাবা,—এই দুটো এঁটো কাঁটা,—পাড়ার ছোট-লোক গরীব দুঃখীর ছেলে-মেয়ে আছে ত, গেলেই সব হাত পেতে দাঁড়াবে—তাদেরই দেবার জন্যে—

ভজুয়া। আরে, কমতি কি আছে। পুরি মিঠাই কেত্‌না গরীব দুঃখী উহই বএঠ্‌কে খা রহো—

দীনু। খাচ্চে বই কি বাবা, খাচ্চে বই কি। রাজার ভাণ্ডার অভাব কি। তবে সবাই কি আসতে পারবে? তাদের জন্যেই দুটো একটা—

ভজুয়া। হাঁ, হাঁ, ঠিক্ ঠিক্। বড়ি খারাব গাঁও ভট্‌চায। কিত্‌না গুলমাল। ই উঠে তো উ বোসে, ই ভাগে তো উ খিঁচ্‌কে লাবে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

দীনু। হয় বাবা হয়, বিরদ কাজে-কর্ম্মে,—বুড়ী, পট্‌লার হাতটা

একবার বদ্‌লে নে মা,—আমাদের গোঁ ত তবু পদে আছে বাবা—হোরে, পথ পানে চেয়ে চল্‌ না। হোঁচট খেয়ে দইয়ের ভাঁড়টা ফেলে দিবি যে। যে কাণ্ড দেখে এলাম খেঁদির মামার বাড়ীতে,—বিশ ঘর বামন কায়েতের বাস নেই বাবা—দশটা দলাদলি। পটলা, হাঁ কোরে স্বগ্‌গ পানে তাকিয়ে যাচ্ছিস্‌ যে? তবে একটা কথা বল্‌তে পারি বাবা, ভিক্ষে-শিক্ষে করতে অনেক যায়গাতেই তো যাই, অনেকে অনুগ্রহও করেন, আমি দেখেচি তোমার বাবুর মত ছেলে-ছোকরাদেরই যা কিছু দয়া মায়া আছে। নেই কেবল বুড়ো ব্যাটাদের। বাগে পেলেই একজন আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ্‌ বার কোরে তবে ছাড়ে।

এই বলিয়া নিজের জিভ্‌ বাহির করিয়া দেখাইল

ভজুয়া। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

দীনু। এই গোবিন্দ গাঙুলী—এ ব্যাটার পাপের কথা মুখে আন্‌লে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। জাল করতে, মিথ্যে সাক্ষী দিতে, মিথ্যে মকদ্দমা সাজাতে ওর জুড়ি নেই—সবাই ওকে ভয় করে। বেণীবাবু হাতধরা—কাজেই কেউ একটী কথা কইতে সাহস করে না। ওই পাঁচজনের জাত মেরে বেড়াচ্চে।

ভজুয়া। সব দেশে এম্‌নি আছে ভট্‌চায, হমার গাঁয়ে ভি বহুত গুল্‌মাল্‌। আরে জিনা তো—মগর, হমার বাবুজীসে কোই সক্‌বে নহি।

দীনু। না বাবা কেউ পারবে না তা আমিও বলে দিচ্ছি। খেঁদি, একটু পা চালিয়ে চল্‌ না। তুই যে—

ভজুয়া। হমার বাবু কি মানুষ আছে,—দেওতা আছে।

দীনু। হাঁ বাবা রমেশ আমার দেব্‌তাই বটে। পটলা, আবার হাঁ কোরে দাঁড়ায়। তা ভজুয়াবাবু কোথায় যাচ্ছো?

ভজুয়া। আচার্য্যি ঠাকুরকে বাড়ী।

দীনু। তা যাও যাও, একটু তরন্ত যাও। আমরাও আসি বাবা।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মধু পালের মুদির দোকান। কেনা বেচা চলিতেছে

প্রথম খরিদ্দার। এক পয়সার তেল দিতে কি বেলা কাটিয়ে দেবে নাকি?

মধু। এই যে দিই।

২য় খরিদ্দার। এক পয়সার হলুদ দিতে কি বুড়ো হয়ে যাবে পালদা?

মধু। এই যে রে ভাই দিচ্ছি। একলা মানুষ—

৩য় খরিদ্দার। দু পয়সার মুশুর ডালের জন্যে দেখ্‌চি এবেলা আর রান্না চড়ানো হবে না।

মধু। হবে গো খুড়ো হবে, এই নাও না!

রমেশের প্রবেশ

মধু। (গলা বাড়াইয়া দেখিয়া) অ্যাঁ!—এ যে আমাদের ছোটবাবু। প্রাতঃপেন্নাম হই। (এই বলিয়া সে একটা মোড়া হাতে বাহির হইয়া আসিল) আমার সাত পুরুষের ভাগ্যি যে দোকানে আপনার পায়ের ধূলো পড়্‌লো। বসুন।

রমেশ। শ্রাদ্ধের দরুণ দশটা টাকা বাকি পড়ে আছে, তুমিও যাও না, আমারও পাঠানো হয় না। আজ ভাব্‌লেম নিজেই গিয়ে দিয়ে আসি। এই নাও।

মধু। (হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া) এ ত আমাদের বাপ দাদারাও কখনো শোনেনি বাবু, মানুষে বাড়ী বয়ে এসে টাকা দিয়ে যায়!

রমেশ। (মোড়ায় উপবেশন করিয়া) দোকান কেমন চল্‌চে মধু?

মধু। কেমন করে আর ভাল চলবে বাবু? দু আনা চার আনা এক টাকা পাঁচ সিকে করে প্রায় ষাট সত্তর টাকা বিলেত পড়ে গেছে। এই ও-বেলায় দিয়ে যাচ্চি বলে আর ছমাসেও আদায় হবার যো নেই—এ কি, বাঁড়ুয্যেমশাই যে! কবে এলেন? প্রাতঃপেন্নাম হই।

বাড়ুযোমশায়ের বাঁ হাতে একটা গাড়ু, পায়ের নখে গোড়ালিতে কাদার দাগ, কানে পৈতা জড়ানো, ডানহাতে কচুপাতায় মোড়া চারটি কুচো চিংড়ী

বাড়ুয্যে। কাল রাত্তিরে এলাম। তামাক খা দিকি মধু।

এই বলিয়া গাড়ু রাখিয়া হাতের কুচো চিংড়ী মেলিয়া ধরিলেন

বাঁড়ুয্যে। সৈরুবী জেলেনীর আক্কেল দেখ্‌লি মধু, খপ্‌ করে হাতটা আমার ধরে ফেল্‌লে হে? কালে কালে কি হ'ল বল্ দিকি রে, এই কি এক পয়সার চিংড়ী? বামুনকে ঠকিয়ে ক'কাল খাবি মাগী, উচ্ছন্ন যেতে হবে না?

মধু। হাত ধরে ফেল্‌লে আপনার?

বাঁড়ুয্যে। আড়াইটি পয়সা শুধু বাকি, তাই বলে খামকা হাটসুদ্ধ লোকের সাম্‌নে হাত ধরবে আমার? কে না দেখ্‌লে বল্। মাঠ থেকে বসে এসে গাড়ুটা মেজে, নদীতে হাত-পা ধুয়ে মনে করলাম হাটটা একবার ঘুরে যাই। মাগী এক চুব্‌ড়ি মাছ নিয়ে বসে,—স্বচ্ছন্দে বল্‌লে কি না কিচ্ছু নেই ঠাকুর, যা ছিল সব উঠে গেছে। আরে, আমার চোখে ধুলো দিতে পারিস্? ডালাটা ফস্ কোরে তুলে ফেল্‌তেই দেখি না,—অমনি খপ্‌ করে হাতটা চেপে ধরে ফেল্‌লে! তোর সাবেক আড়াইটা আর আজকের একটা—এই সাড়ে তিনটে পয়সা নিয়ে আমি গাঁ ছেড়ে পালাব? কি বলিস্ মধু?

মধু। তাও কি হয়।

বাঁড়ুয্যে। তবে তাই বল্ না। গাঁয়ে কি শাসন আছে? নইলে ষষ্ঠে

জেলের খোপা নাপ্‌তে বন্ধ ক'রে চাল কেটে তুলে দেওয়া যায় না? (হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া) বাবুটি কে মধু?

মধু। আমাদের ছোটবাবু যে! শ্রাদ্ধের দরুণ দশটি টাকা বাকি ছিল বলে বাড়ী বয়ে দিতে এসেছেন।

বাঁড়ুয্যে। অ্যাঁ, রমেশ বাবাজী? বেঁচে থাকো বাবা, হাঁ, এসে শুনলাম একটা কাজের মত কাজ করেছ বটে। এমন খাওয়া-দাওয়া এ অঞ্চলে কথনো হয়নি। কিন্তু বড় দুঃখ রইল চোখে দেখতে পেলাম না। পাঁচ শালার ধাপ্পায় পড়ে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে হাড়ীর হাল। আরে ছিঃ, সেখানে মানুষ থাকৃতে পারে!

মধু। (তামাক সাজিয়া হুঁকা তাঁহার হাতে দিল) তার পরে? একটু চাকরি-বাকৃরি হয়েছিল ত?

বাঁড়ুয্যে। হবে না? এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার? কিন্তু হলে কি হবে। যেমন ধোঁয়া, তেম্‌নি কাদা। বাইরে গাড়ী চাপা না পড়ে যদি ঘরে ফির্‌তে পারিস্ ত জান্‌বি তোর বাপের পুণ্যি। কথনো গিয়েছিলি সেখানে?

মধু। আজ্ঞে না। মেদিনীপুর সহরটা একবার দেখেচি।

বাঁড়ুয্যে। আরে দূর ব্যাটা পাঁড়াগেঁয়ে ভূত। কিসে আর কিসে! তোর রমেশবাবুকে জিজ্ঞেসা কর্ না সত্যি না মিছে। না মধু, খেতে না পাই ছেলে-পুলের হাত ধরে ভিক্ষে কোরব,—বামুনের ছেলের তাতে কিছু আর লজ্জা নেই,—কিন্তু বিদেশ যাবার নামটি যেন না কেউ আমার কাছে করে। বল্‌লে বিশ্বেস করবি নে সেথানে শুষ্‌নি কল্‌মি, চাল্‌তা, আম্‌ড়া থোড় মোচা পর্য্যন্ত কিনে খেতে হয়। পারবি খেতে?—এই একটি মাস না খেয়ে খেয়ে যেন রোগা ইঁদুরটী হয়ে গেছি।

এই বলিয়া তিনি হুঁকাটা মধুর হাতে দিয়া উঠিয়া গিয়া মধুর তেলের ভাঁড় হইতে খানিকটা তেল বাঁ হাতের তেলোয় লইয়া অর্দ্ধেকটা দুই নাক্ ও দুই কানের গর্ত্তে ঢালিয়া দিয়া বাকিটা মাথায় মাখিয়া ফেলিলেন

বাঁড়ুয্যে। বেলা হ'ল, অম্‌নি ডুবটা দিয়ে একেবারে ঘরে যাই। এক পয়সার নুন দে দিকি মধু, বিকেলবেলা দিয়ে যাব।

মধু। আবার বিকেলবেলা।

মধু অপ্রসন্ন মুখে দোকানে উঠিয়া ঠোঙায় করিয়া নুন দিল

বাঁড়ুয্যে। (নুন হাতে লইয়া) তোরা সব হলি কি মধু? এ যে গালে চড় মেরে পয়সা নিস্ দেখি। (এই বলিয়া নিজেই এক খাম্‌চা নুন ঠোঙায় দিয়া রমেশের প্রতি মৃদু হাসিয়া) ঐ ত একই পথ,—চল না বাবাজী গল্প করতে করতে যাই।

রমেশ। আমার একটু দেরি আছে।

বাঁড়ুয্যে। তবে থাক্।

এই বলিয়া গাড়ু লইয়া গমনোদ্যত হইলেন

মধু। বাঁড়ুয্যেমশাই, সেই ময়দার পয়সা পাঁচ আনা কি অম্‌নি—

বাঁড়ুয্যে। হাঁ রে মধু, তোদের কি লজ্জা সরম চোখের চাম্‌ড়া পর্য্যন্ত নেই? পাঁচ ব্যাটা বেটির মতলবে কলকাতা যাওয়া-আসা করতে পাঁচ পাঁচটা টাকা আমার গলে গেলো, আর, এই কি তোদের তাগাদা করবার সময় হ'ল? কারো সর্ব্বনাশ, আর কারো পৌষ মাস, বটে? দেখ্‌লে বাবা রমেশ, এদের ব্যাভারটা একবার দেখ্‌লে?

মধু। (লজ্জিত হইয়া) অনেক দিনের—

বাঁড়ুয্যে। হ'লই বা অনেক দিনের। এমন কোরে সবাই মিলে লাগলে ত আর গাঁয়ে বাস করা যায় না।

এই বলিয়া তিনি এক রকম রাগ করিয়াই নিজের জিনিস পত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। এবং পরক্ষণে বনমালী পাড়ুই ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া রমেশের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

রমেশ। আপনি কে?

বনমালী। আপনাদের ভৃত্য বনমালী পাড়ুই। গ্রামের মাইনার ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।

রমেশ। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি ইস্কুলের হেড মাষ্টার ?

বনমালী। আপনার ভৃত্য। দুদিন আপনাকে প্রণাম জানাতে গিয়েও দেখা হয় নি।

রমেশ। আপনার ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা কত ?

বনমালী। বিয়াল্লিশ জন। গড়ে দুজন পাস হয়। একবার নারাণ বাঁড়ুয্যের সেজছেলে জলপানি পেয়েছিল।

রমেশ। বটে ?

বনমালী। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু এ বছর চাল ছাওয়া না হলে বর্ষার জল আর বাইরে পড়বে না।

রমেশ। সমস্তই আপনাদের মাথায় পড়বে ?

বনমালী। আজ্ঞে, হাঁ। কিন্তু সে এখনো দেরি আছে। কিন্তু সম্প্রতি আমরা কেউ তিন মাসের মাইনে পাইনি। মাষ্টাররা বল্চেন ঘরের খেয়ে বনের মশা আর বেশি দিন তাড়ানো যাবে না।

রমেশ। আপনার মাইনে কত ?

বনমালী। ছাব্বিশ। পাই তেরো টাকা পোনের আনা।

রমেশ। ছাব্বিশ টাকা মাইনে, আর পান তেরো টাকা পোনের আনা এর মানে ?

বনমালী। গভর্ণমেণ্টের হুকুম কি না। তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে সব ইন্স্পেক্টারকে দেখাতে হয়। নইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়।

রমেশ। এতে ছেলেদের কাছে আপনার সম্মান হানি হয় না ?

বনমালী। না, এই দেশাচার। তা'ছাড়া ছেলেরা আমাকে বাঘের মত ভয় করে। বেতিয়ে পিঠ লাল করে দিই।

রমেশ। দেবার কথাই। আর সব মাষ্টারের মাইনে কত?

বনমালী। তেইশ টাকা।

রমেশ। তেইশ? একজনের না তিনজনের?

বনমালী। তিনজনের। ন'টাকা, আটটাকা আর ছ'টাকা। এও বেণীবাবু দিতে নারাজ। তিনি বলেন আট টাকাটা সাত টাকা হলেই হয় ভাল।

রমেশ। সে ঠিক। কর্ত্তা বুঝি তিনিই?

বনমালী। হাঁ, তিনিই সেক্রেটারি। কিন্তু কখনো একটি পয়সাও দেন না। যদু মুখুয্যে মশায়ের কন্যা রমা,—সতীলক্ষ্মী তিনি—তাঁর দয়া না থাক্‌লে ইস্কুল অনেক দিন পূর্ব্বেই বন্ধ হয়ে যেত।

রমেশ। বলেন কি? এ ত শুনিনি।

বনমালী। হাঁ, শুধু তাঁর দয়াতেই ইস্কুল চলে ছোটবাবু, আর কারো নয়। একটি ভাইও তাঁর এই ইস্কুলে পড়ে। এবছর তিনিই চাল ছাইয়ে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু কেন যে দিলেন না বলতে পারিনে। হয়ত কেউ ভাঙ্‌চি দিয়েছে।

রমেশ। তাও হয় নাকি? আচ্ছা, আজ আপনি যান, আপনাদের বেলা হয়ে যাচ্চে, কাল আপনাদের ইস্কুল আমি দেখ্‌তে যাব।

বনলালী। যে আজ্ঞে। আপনার দয়া হলে আর আমাদের ভাব্‌না কি?

এই বলিয়া সে আর একবার হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল, এবং অন্যপথ দিয়া গোপাল সরকার ও ভজুয়া দ্রুতপদে প্রবেশ করিল

রমেশ। হঠাৎ আপনি এমন ব্যস্ত হয়ে যে সরকারমশাই?

গোপাল। বেণীবাবু ত অত্যন্ত অত্যাচার সুরু করে দিলেন। প্রত্যহ এ ত সহা যায় না ছোটবাবু!

রমেশ। ব্যাপার কি?

গোপাল। কাপাসডাঙার বাইশ-বিঘের বন্দটা এখনো ভাগ হয় নি, মুখুয্যেদের সঙ্গে যৌথ আছে। এক অংশ তাঁদের, এক অংশ বেণীবাবুর আর এক অংশ আমাদের। সেদিন পাড়ের অতবড় তেঁতুল গাছটা কাটিয়ে তাঁরা দু অংশে ভাগ কোরে নিলেন, আমাদের একটা টুক্‌রো পর্য্যন্ত দিলেন না। আপনাকে জানালাম, আপনি বল্‌লেন তুচ্ছ একটু কাঠের জন্যে ত আর ঝগড়া করা যায় না!

রমেশ। বাস্তবিক, এত সামান্য জিনিসের জন্যে কি বড়দার সঙ্গে ঝগড়া করা যায় সরকারমশাই?

গোপাল। সেই জোরে আজ বেণীবাবু জোর কোরে গড়-পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে গেছেন। বোধকরি মুখুয্যে বাড়ীতে এতক্ষণ তার অংশ ভাগ হচ্চে।

রমেশ। কিন্তু ঠিক্ জানেন এতে আমাদের অংশ আছে?

গোপাল। তবে কি মিছে এ কাজ মাথার চুল-পাকালাম ছোটবাবু?

রমেশ। কিন্তু সবাই যে বলে রমা বড় ধর্ম্ম-নিষ্ঠ মেয়ে। তাঁকে একবার জিজ্ঞেসা করে পাঠালেন না কেন?

গোপাল। শুন্‌লাম তিনি নাকি হেসে বলেছেন, ছোটবাবুকে বোলো বিষয় তাঁর হাতে দিয়ে একটা মাস-হারা নিয়ে যেখানকার মানুষ সেখানে চলে যেতে। জমিদারী রক্ষে করা ভীতু লোকের কাজ নয়।

রমেশ। তবে বুঝি চুরি করাটাই সে মস্ত সাহসের কাজ বলে ঠাউরেচে? ভজুয়া, সঙ্গে তোর লাঠি আছে?

ভজুয়া। (লাঠি আস্ফালন করিয়া) হুজুর।

এই বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল

রমেশ। সমস্ত মাছ গিয়ে কেড়ে নিয়ে আয়। একা পার্‌বি ত?

ভজুয়া। (মাথা নত করিয়া) সির্ফ হুকুমকা নোকর হুজুর!

গোপাল। (অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয় পাইয়া) এ যে সত্যি সত্যিই ফৌজদারী বেধে যাবে ছোটবাবু।

রমেশ। উপায় কি?

গোপাল। হঠাৎ একটা কাজ করে ফেলা কি ভাল হবে ছোটবাবু?

রমেশ। তবে কি আপনি করতে বলেন?

গোপাল। আমি বলি,—আমি বলি,—থানায় একটা ডাইরি করে,—না হয়, ভাল কোরে একবার জিজ্ঞেসা কোরে—

রমেশ। তবে সেই ভাল সরকারমশাই। আমার মত ভীতু লোকের এর বেশি কিছু করা উচিতও নয়। ও-বাড়ীর মাইজীকে চিনিস্ ত ভজুয়া? চিনিস্! বেশ, তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেসা করে আয় গড়-পুকুরের মাছে আমার অংশ আছে কি না। যদি বলেন আছে, নিয়ে আসিস। যদি বলেন নেই, শুধু চ'লে আস্‌বি। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সরকারমশাই, সামান্য দুটো মাছের জন্যে রমা মিছে কথা বল্‌বে না।

ভজুয়ার দ্রুতপদে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বেণী ঘোষালের বাটীর অন্তঃপুরে বিশ্বেশ্বরীর গৃহ। রমা প্রবেশ করিয়া সম্মুখে দাসীকে দেখিতে পাইল

রমা। জ্যাঠাইমা কোথায় নন্দর মা?

দাসী। পূজোর ঘর থেকে এখনো বার হয় নি। ডেকে দেব দিদি?

রমা। তাঁর পূজোর ব্যাঘাত করে? না না, আমি আস্‌চি। তিনি বেরুলে তাঁকে খবর দিয়ো যে আমি এসেচি।

দাসী। আচ্ছা দিদি।

দাসী প্রস্থান করিল, এবং পরক্ষণে অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া যতীন প্রবেশ করিল

যতীন। দিদি?

রমা। (চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া) অ্যাঁ, তুই কোথা থেকে রে?

যতীন। তোমার পেছুনে পেছুনে এসেছি তুমি দেখ্‌তে পাওনি!

এই বলিয়া সে রমাকে জড়াইয়া ধরিল

রমা। কি দুষ্টু ছেলে রে তুই? বেলা হ'ল ইস্কুলে যাবিনে।

যতীন। আমাদের যে আজ ছুটি দিদি।

রমা। ছুটি কিসের রে? আজ ত সবে বুধবার।

যতীন। হ'লই বা বুধবার! বুধ, বেস্পতি, শুক্কুর, শনি, রবি—একেবারে পাঁচ দিন ছুটি।

রমা। কেন রে যতীন?

যতীন। আমাদের ইস্কুলের চাল ছাওয়া হচ্চে যে। তার পর চূণকাম হবে, কত বই আস্‌বে,—চার পাঁচটা চেয়ার টেবিল এসেছে একটা আলমারি, একটা বড় ঘড়ী এসেচে,—একদিন তুমি গিয়ে দেখে এসোনা দিদি।

রমা। বলিস কিরে?

যতীন। সত্যি দিদি। রমেশবাবু এসেছেন্ না,—তিনি সব করে দিচ্চেন। আরও কত কি তিনি করে দেবেন বলেছেন। রোজ দু'ঘণ্টা করে এসে অমোদের পড়িয়ে যান।

রমা। হাঁ রে যতীন তোকে তিনি চিনতে পারেন?

যতীন। হাঁ—

রমা। কি বলে তাঁকে তুই ডাকিস?

যতীন। ডাকি? আমরা ছোটবাবু বলি।

রমা। (ভাইটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া) ছোটবাবু কি রে? তিনি যে তোর দাদা হ'ন।

যতীন। যাঃ—

রমা। যা কি রে? বেণীবাবুকে যেমন বড়দা বলে ডাকিস, এঁকে তেমনি ছোড়দা বলে ডাকতে পারিসনে?

যতীন। আমার দাদা হন্ তিনি? সত্যি বোলচ দিদি?

রমা। সত্যি বল্‌চি রে তোর ছোড়দা হ'ন তিনি।

যতীন। বাড়ী যাবো দিদি? নরু, হারা, সন্তা,—এদের সব গিয়ে বলে আস্‌বো?

রমা ঘাড় নাড়িয়া নিষেধ করিল

যতীন। এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন দিদি?

রমা। এতদিন লেখাপড়া শিখ্‌তে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হলে তোকেও এম্‌নি কোরে বিদেশে গিয়ে থাক্‌তে হবে যতীন, আমাকে ছেড়ে পারবি ত থাকতে?

যতীন। (বার দুই-তিন অনিশ্চিত ভাবে মাথা নাড়িল) ছোড়দার সমস্ত পড়া শেষ হয়ে গেছে দিদি?

রমা। হাঁ ভাই তাঁর সব পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

যতীন। কি করে তুমি জান্‌লে?

রমা। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া) নিজের পড়া শেষ না হলে কি কেউ পরের ছেলের জন্যে এত দিতে পারে? এটুকু বুঝি তুই বুঝতে পারিস্‌নে?

যতীন। (মাথা নাড়িয়া জানাইল সে পারে) আচ্ছা, ছোড়দা কেন আমাদের বাড়ী আসেন্ না দিদি, বড়দা ত রোজ রোজ যান্।

রমা। তুই তাঁকে ডেকে আন্‌তে পারিস্‌নে?

যতীন। এখুনি যাব দিদি?

রমা। (ভয়-ব্যাকুল দুই হাতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া) ওরে, কি পাগ্‌লা ছেলে রে তুই? খবরদার যতীন, কখ্‌খনো এমন কাজ করিস নে ভাই, কখ্‌খনো করিস্ নে।

যতীন। তোমার চোখে জল এলো কেন দিদি? তুমি বারণ করলে ত আমি কখ্‌খনো কিছু করি নে।

রমা। (চোখ মুছিয়া ফেলিয়া) তা ত কর না জানি। তুমি আমার লক্ষ্মী মাণিক ছোট্ট ভাই কি না,—তাই।

যতীন। বাড়ী চলনা দিদি!

রমা। তুই এখন যা, আমি একটুখানি পরে যাবো ভাই।

যতীন প্রস্থান করিল

বিশ্বেশ্বরী প্রবেশ করিলেন

রমা। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। এ সব তোরা কি করেছিস্ মা? বেণীর চুরি-করার কাজে তুই কি কোরে সাহায্য করলি রমা?

রমা। আমি ত এ কাজ করতে তাঁকে বলিনি জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী। স্পষ্ট বলনি বটে, তবুও অপরাধ তোমার কম হয় নি রমা।

রমা। কিন্তু তখন যে আর উপায় ছিল না জ্যাঠাইমা। ভজুয়া লাঠি হাতে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে যখন দাঁড়ালো তখন মাছ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। বড়দা তাঁর ভাগ নিয়ে চলে আসছিলেন, পাড়ার পাঁচজনেও দুটো একটা নিয়ে ঘরে ফিরছিলেন।

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু আসলে মাছ আদায় করতে সে যায়নি রমা। রমেশ মাছ-মাংস ছোঁয়না, এতে তার প্রয়োজন নেই। সে শুধু তোমারই কাছে জানতে পাঠিয়েছিল কাপাসডাঙার গড়-পুকুরের তার অংশ আছে কি না। নেই, এ কথা তুই বল্লি কি কোরে মা?

রমা অধোমুখে নিরুত্তর

বিশ্বেশ্বরী। তোমার পরে যে তার কত শ্রদ্ধা, কত বিশ্বাস, সে তুমি জাননা বটে, কিন্তু আমি জানি। সেদিন তেঁতুল গাছটা কাটিয়ে তোমরা দু'ঘরে ভাগ কোরে নিলে; গোপাল সরকারের কথাতেও রমেশ কান

দিলে না, বল্‌লে, আমার ভাগ থাক্‌লে আমি পাবই। রমা কখনো আমাকে ঠকিয়ে নেবে না। কিন্তু কাল যা কোরেছ মা, তাতে—একটা কথা তোমাকে আজ বলে রাখি মা। বিষয় সম্পত্তির দাম যত বেশিই হোক এই মানুষটীর প্রাণের দাম তার অনেক বেশি। কারও কথায়, কোন বস্তুর লোভেই রমা, চারিদিকের আঘাত দিয়ে এ জিনিসটি নষ্ট কোরো না। যা হারাবে তা আর কোনদিন পূর্ণ হবে না।

রমেশ। (নেপথ্যে) জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। কে, রমেশ? আয় বাবা এই ঘরে আয়।

রমেশ প্রবেশ করিতেই রমা আনতমুখে ঈষৎ আড় হইয়া বসিল

বিশ্বেশ্বরী। হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে রে?

রমেশ। দুপুরবেলা না এলে যে তোমার কাছে একটু বসতে পাইনে জ্যাঠাইমা? তোমার কত কাজ। হাসলে যে? আচ্ছা, তোমার মনে পড়ে জ্যাঠাইমা, ঠিক এম্‌নি দুপুরবেলায় ছেলেবেলায় একদিন চোখের জলে তোমার কাছে বিদায় নিয়েছিলাম। আজও তেম্‌নি নিতে এলাম। কিন্তু এই বোধ হয় শেষ নেওয়া জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। বালাই, ষাট! ও কি কথা বাবা? আয় আমার কাছে এসে বোস্‌।

রমেশ তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া একটুখানি হাসিল, কিন্তু জবাব দিল না। বিশ্বেশ্বরী পরম স্নেহে তাহার মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন—

বিশ্বেশ্বরী। শরীরটা কি এখানে ভাল থাকচে না বাবা?

রমেশ। এ যে খোট্টার দেশের ডাল-রুটির শরীর জ্যাঠাইমা, এ কি শীঘ্র খারাপ হয়? তা নয়। তবে, এখানে আমি আর একদিনও টিকতে পারছিনে। আমার সমস্ত প্রাণ যেন কেবলই খাবি খেয়ে উঠ্‌চে।

বিশ্বেশ্বরী। শুনে বাঁচলাম বাবা, তোর শরীর খারাপ হয় নি। কিন্তু এই যে তোর জন্মস্থান, এখানে টিক্‌তে পারছিস্ না কেন বল্ দেখি?

রমেশ। সে আমি বোল্‌ব না। আমি নিশ্চয় জানি, তুমি সমস্তই জান।

বিশ্বেশ্বরী। সব না জান্‌লেও কতক জানি বটে কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তোকে আমি কোথাও যেতে দেব না রমেশ।

রমেশ। কিন্তু এখানে কেউ আমাকে চায় না জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। চায় না বলেই তোর পালান চল্‌বে না রমেশ। এই যে ডাল-রুটী খাওয়া দেহের বড়াই কর্‌ছিলি সে কি শুধু পালানর জন্যে? হাঁ রে, গোপাল সরকার বলছিল কি একটা রাস্তা মেরামতের জন্যে তুই চাঁদা তুল্‌ছিলি। তার কি হোলো?

রমেশ। আচ্ছা, এই একটা কথাই তোমাকে বলি। কোন পথটা জান? যেটা পোষ্টাফিসের সুমুখ দিয়ে বরাবর ষ্টেশনে গেছে। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে বৃষ্টিতে ভেঙ্গে এখন একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত হয়ে আছে। লোক পা পিছলে হাত-পা ভেঙ্গে পার হয় কিন্তু মেরামত করে না। গোটা কুড়ি টাকা মাত্র খরচ, কিন্তু এর জন্যে আজ আট দশ দিন ঘুরে ঘুরেও আট দশটা পয়সা পাই নি। কাল মধুর দোকানের সাম্‌নে দিয়ে রাত্রে আস্‌চি, কানে গেল কে একজন আর সকলকে বারণ করে দিয়ে বল্‌চে, তোরা কেউ একটা পয়সাও দিস্ নে। জুতো পায়ে মস্‌মসিয়ে হাঁটা, দুচাকার গাড়ীতে ঘুরে বেড়ান,—ওরই ত গরজ। কেউ কিছু না দিলে ও আপনিই সারাবে। না করে 'বাবু-বাবু' বলে একটুখানি পিঠে হাত বোলানো। ব্যস্!

বিশ্বেশ্বরী। (হাসিয়া) ওরা অমন বলে। তাই দে না বাপু সারিয়ে। তোর দাদামশায়ের ত ঢের টাকা পেয়েছিস্।

রমেশ। (রাগিয়া উঠিয়া) কিন্তু কেন দেবো? আমার ভারি দুঃখ

হচ্ছে যে না বুঝে অনেকগুলো টাকা এদের ইস্কুলের জন্যে খরচ করে ফেলেচি। এ গাঁয়ের কারও জন্যে কিছু করতে নেই। এরা এত নীচ যে এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে। ভাল করলে গরজ ঠাওরায়। এদের ক্ষমা করাও অপরাধ। ভাবে ভয়ে ছেড়ে দিলে।

শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী হাসিতে লাগিলেন

রমেশ। হাস্‌চ যে জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী। না হেসে কি করি বল্ ত বাছা ? হাঁ রে, রাগ করে তুই এই লোকগুলোকেই ছেড়ে যেতে চাস্ ? আহা, এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্ব্বল, কত অবোধ তা যদি জান্‌'তস্ রমেশ, এদের ওপর অভিমান করতে তোর আপনিই লজ্জা হোতো। (রমার প্রতি) তুমি যে সেই থেকে ঘাড় হেঁট করে বসে আছ মা,—হাঁ রমেশ, তোরা দুই ভাই-বোনে কি কথা কোস্‌নে ?

রমা। (তেমনি অধোমুখে) আমি ত বিরোধ রাখতে চাইনে জ্যাঠাইমা। রমেশদা—

রমেশ। (চমকিয়া) এ কে, রমা নাকি ? একলা এসেছেন, না সঙ্গে মাসিটিকেও এনেছেন ?

বিশ্বেশ্বরী। এ তোর কি কথা রমেশ ? তোদের ভাল কোরে চেনা-শোনা নেই বলেই—

রমেশ। রক্ষে কর জ্যাঠাইমা, এর বেশি চেনা-শোনার আশীর্ব্বাদ আর করো না। বাড়ী গিয়ে মাসিটিকে যদি পাঠিয়ে দেন ত তোমাকে আমাকে দুজনকেই চিবিয়ে খেয়ে তিনি ঘরে ফিরবেন। বাপরে পালাই—

বিশ্বেশ্বরী। যাস্ নে রমেশ, শুনে যা।

রমেশ। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া) না জ্যাঠাইমা, আমি সমস্ত শুনেচি। যারা অহঙ্কারের স্পর্দ্ধায় তোমাকে পর্য্যন্ত মাড়িয়ে চলতে চায় তাদের

হয়ে তুমি একটা কথাও বোলো না। তোমাকে অপমান করা আমার সইবে না।

দ্রুতপদে প্রস্থান

রমা। (বিশ্বেশ্বরীর মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল) তোমাকে অপমান করতে আমি মাসিকে পাঠিয়ে দিই, এ কলঙ্ক আমার কেন জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী। (রমাকে কাছে টানিয়া লইয়া) তোমাকে ও ভুল বুঝেছে মা। যা সত্যি সে ও একদিন জানবেই জানবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তারকেশ্বরের গ্রাম্য পথ। প্রভাত বেলায় এইমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। রমা নিকটস্থ কোন একটা পুষ্করিণী হইতে স্নান সারিয়া আর্দ্র-বস্ত্রে গৃহে ফিরিতেছিল, রমেশের সহিত তাহার একেবারে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। একবার সে মাথায় আঁচল টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভিজা কাপড় টানা গেল না। তখন সে তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিক্ত বসন তলে দুই বাহু বুকের উপর জড়ো করিয়া হেঁট হইয়া দাঁড়াইল

রমা। আপনি এখানে যে ?

রমেশ। (একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি কি আমাকে চেনেন ?

রমা। চিনি। আপনি কখন্ তারকেশ্বরে এলেন ?

রমেশ। এই মাত্র গাড়ী থেকে নেমেছি। আমার মামার বাড়ীর মেয়েদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা কেউ আসেন নি।

রমা। এখানে কোথায় আছেন ?

রমেশ। কোথাও না। পূর্ব্বে কখনো আসিনি, আজকের দিনটা কোন মতে কোথাও কাটাতে হবে। যাহোক একটা আশ্রয় খুঁজে নেবো।

রমা। সঙ্গে ভজুয়া আছে ত ?

রমেশ। না একাই এসেছি।

রমা। বেশ যা হোক। (এই বলিয়া রমা হাসিয়া হঠাৎ মুখ তুলিতেই আবার দুজনের চোখোচোখি হইল। সে মুখ নীচু করিয়া মনে মনে একটু দ্বিধা করিয়া শেষে বলিল) তবে আমার সঙ্গেই আসুন। (এই বলিয়া সে ঘটিটা তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল)

রমেশ। আমি যেতে পারি, কারণ এতে দোষ থাকলে আপনি কখনই ডাকতেন না। আপনাকে যে আমি চিনি নে তাও নয়। কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি নে। মনে হচ্চে কখনো স্বপ্নে দেখে থাকব। আপনার পরিচয় দিন।

রমা। আসুন। পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দেব। স্বপ্ন কবেকার দেখা মনে পড়ে?

রমেশ। না। সঙ্গে আপনার আত্মীয় কেউ নেই?

রমা। না, দাসী আছে, সে বাসায় কাজ করচে, চাকরটা গেছে বাজারে। তাছাড়া আমি ত প্রায়ই এখানে আসি,—সমস্তই চিনি।

রমেশ। কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন কেন?

রমা। নইলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ভারি কষ্ট হবে।

রমেশ। হ'লই বা। তাতে আপনার কি?

রমা। পুরুষ মানুষকে সব বুঝোন যায়, যায় না শুধু এই কথাটি। আমি রমা।

রমেশ। রমা?

রমা। হাঁ। যার সঙ্গে পরিচয় থাকাও আপনার ঘৃণার বস্তু,—সেই।

রমেশ। কিন্তু আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চ?

রমা। আমার বাসায়। সেখানে মাসি নেই, ভয় নেই, আসুন।

উভয়ের প্রস্থান। পরক্ষণে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রবেশ। নাপিত ও তাহাকে দ্রুতপদে অনুসরণ করিয়া অপর এক ব্যক্তি। মুখে প্রচুর দাড়ি-গোঁফ ও মাথায় সুদীর্ঘ কেশ। খানিকটা ক্ষুর দিয়া কামানো। এই লোকটি মানোত করিয়া ঠাকুরের কাছে চুল-দাড়ি দিতে আসিয়াছিল

যাত্রী। (ব্যস্ত ভাবে) নাপিত, নাপিত, তুমি নাপিত নাকি হে? দাও ত দাদা এইটুকু কামিয়ে। থপ্ কোরে একটা ডুব দিয়ে বাবার পূজোটুকু সেরে দিয়ে আসি। বাবার থান, নইলে দুটো পয়সার মজুরি

নয়,—এই সিকিটি নিয়ে দাও দাদা থপ্ করে। সাড়ে বারটার গাড়ী ধরতে হবে ;—ঘরে ছেলেটার আবার দুদিন জ্বর। দাও দাও, এখানেই বসে যাবো না কি ?

নাপিত। (সিকিটি হাতে লইয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া পরে ট্যাকে গুঁজিয়া বার দুই তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে! দাড়ি-চুল কে এঁটো করে দিয়েছে দেখ্‌চি ?

যাত্রী। এঁটো ? এঁটো কি রকম ? দেখ্‌চো বাবার দাড়ি চুল, এ কি আমার ? এঁটো কি রকম ?

নাপিত। (হাত দিয়া দেখাইয়া) এই ত থাব্‌লে দুইই এঁটো করে দিয়েছে!

যাত্রী। এঁটো হয়ে গেল ? এক ব্যাটা নাপ্‌তে সিকিটি হাতে নিয়ে এইটুকু ক্ষুর বুলিয়ে দিয়ে বলে কর্ত্তার সিকিটি অম্‌নি দাও। বল্লুম কর্ত্তা আবার কে ? এই ত গদ্দিতে পাঁচ সিকে জমা দিয়ে হুকুম নিয়ে আস্‌চি। বলে, দেখগে তবে আর কোথাও। সিকি ত গেছেই, রাগ করে উঠে এলুম। দাও দাদা, তোমার বাপ-মায়ের কল্যাণে।

নাপিত। আর গণ্ডাআষ্টেক পয়সা বার কর দিকি। তার চার আনা, কর্ত্তার চার আনা।

যাত্রী। আবার তার চার আনা, কর্ত্তার চার আনা ? মানুষ জনকে কি পাগল করে দেবে না কি ? দাও তবে আমার সিকি ফিরিয়ে, আমি তার কাছে গিয়েই কামাব।

নাপিত। যাবে যাওনা। আমি কি তোমাকে ধরে রেখেচি নাকি ?

যাত্রী। (রাগত ভাবে) সিকি ফিরিয়ে দাও বল্‌চি।

নাপিত। কিসের সিকি শুনি ? এতক্ষণ দর-দস্তর কর্‌লি মাগনা নাকি ?

যাত্রী। আবার তুই-তোকারি ?

নাপিত। ওঃ—গুরুঠাকুর এসেছেন! এ তারকেশ্বর থান, মনে রাখিস্! চোখ রাঙাবি ত গলা-ধাক্কা খাবি। কোন্ বাবা তোকে কামিয়ে দেয় যা না।

ছেলের হাত ধরিয়া একটি প্রৌঢ়া গোছের স্ত্রীলোক ও তাহার আঁচল ধরিয়া মন্দিরের দুইজন কর্ম্মচারীর দ্রুতপদে প্রবেশ

১ম কর্ম্মচারী। অ্যাঁ! বাবাকে ঠকানো! ঠকানোর আর যায়গা পাসনি মাগী? মোটে পাঁচ সিকে মানোত?

প্রৌঢ়া। (কাতর কণ্ঠে) না বাবা ঠকাইনি। যা মানোত করেছিলুম তাই জমা দিয়েচি।

১ম কর্ম্মচারী। কবে মানোত করেছিলি, বল্, বল্ শুনি?

প্রৌঢ়া। বছর তিনেক আগে, সেই বানের সময়। সত্যি বল্‌চি বাবা—

২য় কর্ম্মচারী। সত্যি বোল্‌চ? মিথ্যেবাদী কোথাকার। বছর তিনের মধ্যে ঘরে আর ব্যারাম স্যারাম হয় নি? আর মানোত করবার দরকার হয় নি? কথ্‌খনো না। দে মাগী বুকে হাত দে। মনে করে দ্যাখ্। ছেলে পুলে নিয়ে ঘর করিস্,—এ যে-সে দেব্‌তা নয়, স্বয়ং তারকনাথ।

প্রৌঢ়া। (অত্যন্ত ভয় পাইয়া) শাপ মন্যি দিওনা বাবা, এই আর একটি টাকা নিয়ে—

১ম কর্ম্মচারী। (হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া) একটি টাকা? অন্ততঃ আরো পাঁচটি টাকা মানোত করেছিলি। দ্যাখ্ ভেবে। বাবার কৃপায় আমরা সব জান্‌তে পারি আমাদের ঠকান যায় না।

২য় কর্ম্মচারী। দে না মা টাকা কটা ফেলে! ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করিস্, কেন আর বাবার কোপে পড়বি? তোর ব্যাটার কল্যাণে দে, দিয়ে দে ফেলে।

প্রৌঢ়া। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) টাকা যে আর নেই বাবা। কোথায় পাব টাকা ?

১ম কর্ম্মচারী। কেন ঐ ত তোর গলায় সোনার কবচ রয়েছে। ওটা পোদ্দারের দোকানে রেখে কি আর পাঁচটা টাকা পাবি নে ? সঙ্গে না হয় লোক দিচ্ছি, দোকান দেখিয়ে দেবে,—তারপরে একদিন ফিরে এসে খালাস করে নিয়ে যাবি।

একজন স্ত্রীলোককে ঘিরিয়া ৫ ৭ জন ভিখারিণীর প্রবেশ

১ম ভিখারিণী। দে মা তোর ব্যাটা-বেটির কল্যাণে—

২য় ভিখারিণী। দে মা একটি পয়সা তোর মেয়ে-জামাইয়ের কল্যাণে—

৩য় ভিখারিণী। দে মা তোর বাপ-মায়ের—

৪র্থ ভিখারিণী। দে মা তোর স্বামী-পুত্তুরের—

সকলে মহা ঠেলাঠেলি টানাটানি করিতে লাগিল

চুল-ওয়ালা যাত্রী। চাইনে দাড়ি-চুল দিতে। চাইনে মানোত শোধ করতে।

মানত-ওয়ালা প্রৌঢ়া। এ যে আমার ইষ্টি কবজ বাবা। বাঁধা দেব কি করে ?

ভিখারীতাড়িত স্ত্রীলোক। ওগো কি সর্ব্বনাশ! কে আমার আঁচল কেটে নিলে ?

ভিখারীর দল। তোর স্বামী-পুত্তুরের কল্যাণে দে একটা পয়সা। দে একটা আধলা—

১ম কর্ম্মচারী। ব্যাটা-বেটি নিয়ে ঘর করিস্ বাছা! বাবার থান!

নাপিত। কামাবে যে গো ?

যাত্রী। কামাবো ? রইল তারকনাথ মাথায়। চল্লুম ঘরে ফিরে।

প্রস্থান

ভিখারীতাড়িত স্ত্রীলোক। ঘরে ফিরব কি করে গো। কে আঁচল কেটে নিলে।

ভিখারীর দল। দে মা একটা আধ্‌লা।

বলিতে বলিতে ঠেলিয়া লইয়া গেল

মানতওয়ালা প্রৌঢ়া। দোহাই বাবা তারকনাথ, আমার ইষ্টি কবজটি আর নিয়ো না।

ছেলের হাত ধরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান

১ম কর্ম্মচারী। এক টাকার বেশি হোল না আদায়।

২য় কর্ম্মচারী। নেই মাগীর আর কিছু।

প্রস্থান

নাপিত। যাক্ চারগণ্ডা পয়সাই কোন্ মাথা খুঁড়লে মেলে?

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

তারকেশ্বরের বাসবাটী। সামান্য রকমের একটা বিছানা পাতা, তাহাতে বসিয়া রমেশ। রমা ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল

রমা। বেশ আপনি। রান্নাঘরে যেই গেছি আর একটু তরকারি আন্‌তে, অম্‌নি উঠে হাত-মুখ ধু'য়ে দিব্বি ভালমানুষটীর মত বিছানায় এসে বসেছেন! কেন উঠ্‌লেন বলুন ত?

রমেশ। ভয়ে।

রমা। ভয়ে? কার ভয়ে? আমার?

এই বলিয়া সে অদূরে উপবেশন করিল

রমেশ। সে ভয় ত ছিলই, তা ছাড়া আর একটা আছে। আজ জ্বরের মত ঠেক্‌চে।

রমা। জ্বরের মত ঠেক্‌চে ? এ কথা আগে বললেন না কেন ? স্নান করে ভাত খেতে বস্‌লেনই বা কোন বুদ্ধিতে ?

রমেশ। খুব সহজ বুদ্ধিতে। যে-আয়োজন, এবং যে-যত্ন করে খেতে দিলে তাকে না ব'লে ফেরাবোই বা কোন সুবিবেচনায় ? ভাব্‌লাম, হোক্‌গে জ্বর,—ওষুধ খেলেই সারবে। কিন্তু এ অন্ন না খেয়ে যদি ফাঁকে পড়ি, এ ফাঁক এ জীবনে আর ভরবে না।

রমা। যান্‌। এই বিদেশে সত্যিই যদি জ্বর হয়ে পড়ে, বলুন ত সে কত বড় অন্যায় ?

রমেশ। অন্যায় ত আছেই। কিন্তু যে-রাণীকে এতটুকু দেখে গেছি তার স্বহস্তের রান্না ত্যাগ করাটাই কি কম অন্যায় হোতো ?

রমা। তবু ঐ কথা। এ বিদেশে ত কোন আয়োজনই করতে পারি নি।

রমেশ। আয়োজনের কথা কে ভাব্‌চে ? ভাব্‌চি শুধু যত্নের কথাটুকু। এ আমি কোথায় পেতাম ?

রমা। (সলজ্জে) কেন, আপনার যত্ন করবার লোকের কি অভাব আছে না কি ?

রমেশ। কোথায় পাব বল ত ? ছেলেবেলায় মা মারা গেছেন, তার পরে জ্যাঠাইমার হাত থেকে গিয়ে পোড়লাম বহুদূরে মামার বাড়ীতে। মামীমা বেঁচে নেই, সমস্ত বাড়ীটাই যেন হোটেল। সেখান থেকে পড়তে গেলাম এলাহাবাদে—সেও হোটেল। তারপরে গেলাম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। সেখানে বহুকাল কাটল, কিন্তু ছেলেবেলার সেই হোটেল-বাসের দুঃখ আর ঘুচ্‌ল না। খেতে হয় খাও,—বাধা দেবারও শত্রু নেই, এগিয়ে দেবারও মিত্র নেই।

রমা নীরব

শরীর অসুস্থ, সাধ মিটিয়ে আজ খেতে পারলাম না, তবু মনে হচ্চে

যেন জীবনের এই প্রথম সুপ্রভাত, এ জীবনের সমস্ত ধারাটা যেন এই একটা বেলার মধ্যেই একেবারে বদলে গেল।

রমা। (অধোমুখে) কি সমস্ত বাড়িয়ে বল্‌ছেন বলুন ত?

রমেশ। বাড়ানোর শক্তি থাক্‌লে বাড়াতাম, কিন্তু সে সাধ্য নেই।

রমা। ভাগ্যে নেই, নইলে এর বেশি শক্তি থাক্‌লে আমাকে ছুটে পালাতে হতো। আমারও ভাগ্য ভাল যে ঘরে ফিরে গিয়ে নিন্দে করবেন না, ব'লে বেড়াবেন না যে ওদের রমা এম্‌নি যে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পেট ভরে দুটো খেতেও দেয় নি।

রমেশ। না, রাণী, নিন্দে করব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না। আজকের দিনটা আমার নিন্দে সুখ্যাতির বাইরে। বাস্তবিক, খাওয়া জিনিসটার মধ্যে যে পেট-ভরানোর অতিরিক্ত আরও কিছু আছে, আজকের পূর্ব্বে এ কথা যেন আমি জানতামই না।

রমা। আজই বুঝি প্রথম জান্‌লেন।

রমেশ। তাই ত জান্‌লাম।

রমা। কিন্তু এরও ঢের বেশি জান্‌বার আছে। সেদিনটায় আমাকে কিন্তু একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন।

রমেশ। এ কথার মানে?

রমা। সব কথার মানে যে জান্‌তেই হবে, তারই বা কি মানে আছে রমেশদা? আচ্ছা, সত্যি বলুন ত, আমাকে কি একেবারে চিন্‌তেই পারেন নি?

রমেশ। কি ক'রেই বা পারব বল ত? সেই ছেলেবেলায় দেখা। ফিরে এসে ত তোমার মুখ দেখ্‌তে পাই নি। যখনি চেষ্টা করেছি তখনি হয় ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, না হয় ত অন্যদিকে চেয়ে আছ। তাই আজ হঠাৎ মনে হয়েছিল, এ মুখ বোধ হয় কখনো স্বপ্নে দেখে থাক্‌ব। এমন স্বপ্ন ত—

রমা। আচ্ছা, আপনি রাত্রে কি খান?

রমেশ। যা জোটে তাই।

রমা। আচ্ছা, আপনি এত অগোছাল কেন বলুন ত? শুনি জিনিস-পত্র কোথায় থাকে কোথায় যায় কোন ঠিকানা নেই। কিছুর ওপরেই যেন একটা মায়া-মমতা নেই। সমস্তই যেন শূন্যে ভেসে বেড়ায়।

রমেশ। এত নিন্দে কার কাছে শুন্‌লে?

রমা। সে শুনেই বা আপনার হবে কি? ফিরে গিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করবেন কি?

রমেশ। আমি কেবল ঝগড়া করেই বেড়াই?

রমা। তাই ত করেন। এসে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ত কেবল ঝগড়া করেই বেড়াচ্চেন। মাসিই কি বাড়ীর মালিক নাকি, না, আমি তাঁকে শিখিয়ে দিই, যে, তিনি বারণ করেছেন বলেই আমাদের মুখ-দেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করেছেন? পুকুরের মাছ কি আমি চুরি করেছিলাম যে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন তার কৈফিয়ৎ চাইতে?

রমেশ। কৈফিয়ৎ ত নয়, একটা জবাব। কিন্তু সে-জবাবের ত কোনো অমর্য্যাদা হয় নি রাণী।

রমা। হয় নি। কিন্তু, হয় নি বলেই ত তার সমস্ত অমর্য্যাদার বোঝা গিয়ে চেপেছে আজ আমার মাথায়! এর ভার কি আমি জানিনে, না, এ শাস্তি আমি বুঝিনে? গ্রামে যে যা করবে আপনার বিরুদ্ধে আমিই কি হব তার দায়ী? আপনার সমস্ত বিতৃষ্ণা কি গিয়ে পড়বে শুধু আমারই ওপরে? এই ন্যায় বুঝি শিখে এসেছেন বিদেশ থেকে?

দাসীর প্রবেশ

দাসী। দিদি নটবর কি জিনিস-পত্র সব বাঁধবে? নইলে ছ'টার গাড়ী-ত ধরা যাবে না।

রমা। তার তাড়াতাড়ি কি কুমুদা।

দাসী। যে মেঘ করেছে দিদি, রাত্তিরে হয়ত ভয়ানক জল হবে।

রমা। হলই বা। মাঠে বসে ত আর তোরা নেই।

দাসী। না, তাই বল্‌চি।

দাসীর প্রস্থান

রমেশ। তোমাদের বুঝি সন্ধ্যার গাড়ীতে যাবার কথা?

রমা। হাঁ। আর আপনার?

রমেশ। আমার? আমার ত কোনমতে কালকের দিনটা এখানে থাক্‌তেই হবে।

রমা। একে শরীর ভাল নয়, তাতে বর্ষাকাল, থাক্‌বেন কোথায়?

রমেশ। যেখানে হোক্। যারা সব পূজো দিতে আসে তারা থাকে কোথায়?

রমা। তাদের যায়গা আছে। আপনি ত পূজো দেবেন না, আপনাকে থাক্‌তে দেবে কেন?

রমেশ। (হাসিয়া) তাদের গায়ে কি নাম লেখা থাকে নাকি?

রমা। (হাসিয়া) থাকে। ভক্ত-লোকেরা বাবার কৃপায় পড়তে পারে। অভক্তদের দূর ক'রে দেয়। বিছানা-টিছানা কিছুই সঙ্গে আনেননি ত?

রমেশ। না। বিছানা তাঁদের আন্‌বার কথা।

রমা। খাসা ব্যবস্থা। দেহ অসুস্থ, আকাশে জল এলো বোলে, সঙ্গে চাকর নেই, একটা বিছানা নেই, খাবার বন্দোবস্ত নেই, অথচ চিন্তার বালাইটুকু পর্য্যন্ত নেই। কারা কোথা থেকে কবে আসবেন, তার প্রতি নির্ভর। একেবারে পরমহংস অবস্থা। এমন হোল কি ক'রে?

রমেশ। যাদের কেউ কোথাও নেই, তাদের আপনিই হয়।

রমা। তাই ত দেখচি। না হয় আজ এই বাড়ীতেই থাকুন।

রমেশ। কিন্তু যাঁর বাড়ী—

রমা। তাঁর আপত্তি নেই। অপদার্থ মানুষগুলোকে তিনি দয়া করেন। থাকৃতেও দেন।

রমেশ। তোমাকে কিন্তু এই বিছানাটা রেখে যেতে হবে রমা।

রমা। তা যাব। কিন্তু ফিরিয়ে দেবেন,—হারিয়ে ফেলবেন না যেন।

রমেশ। বিছানা হারাব কি রকম ? আমাকে তুমি কি যে ভাব তার ঠিকানা নেই, কে আমার সম্বন্ধে তোমার মন একেবারে বিগড়ে দিয়েছে।

রমা। (হাসিয়া) কে আর দেবে, হয়ত মাসিই দিয়েছে। কিন্তু তিনি এখানে নেই, আপনি নির্ভয়ে বিশ্রাম করুন। আমি ততক্ষণ কাজকর্ম্ম একটু সেরে নিই।

এই বলিয়া সে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল

রমেশ। যাঁর বাড়ী তাঁর সঙ্গে একটা পরিচয় না হলে—

রমা। তাঁর সঙ্গে আপনার এই এতটুকু বয়স থেকে পরিচয় আছে। ভাবনার কারণ নেই, ছেলেবেলায় যাকে রাণী বলে ডাকৃতেন—এ তারই বাড়ী।

রমেশ। বাড়ী তোমার ? এখানে বাড়ী কিসের জন্যে ?

রমা। বোল্‌লাম ত। জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগে, প্রায় আসি,—তাই।

রমেশ। ঠাকুর-দেবতার প্রতি তোমার খুব ভক্তি, না ?

রমা। একে আর ভক্তি বলে না। তবু যতদিন বেঁচে আছি চেষ্টা করতে হবে ত ?

দাসীর প্রবেশ

দাসী। টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি সুরু হোলো দিদি, যেতে আজ কষ্ট হবে।

রমা। তবে না-ই গেলি আজ। নটবরকে বোলে দে, কাল যাওয়া হবে।

দাসী। বাঁচি তা হলে। কিন্তু যাবার কথা, বাড়ীতে যে তাঁরা ভাববেন ?

রমা। মাঝে মাঝে একটু ভাবা ভাল কুমুদা। তুই যা আমি যাচ্চি।

দাসীর প্রস্থান

রমেশ। কেবল আমার জন্যেই তোমাদের যাওয়া হল না।

রমা। আপনার জন্যে নয়, আপনার অসুখের জন্যে। মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্চে, হয়ত জ্বর হবে। এ অবস্থায় ফেলেই বা যাই কি ক'রে ?

রমেশ। আমি ত তোমার কেউ নই রমা, বরঞ্চ পথের কাঁটা। তবু এক গ্রামের লোক বলে যে যত্ন আজ তোমার কাছে পেলাম তা মুখে বল্‌বার নয়।

রমা। তা হ'লে না-ই বা বল্‌লেন। আর দু'দিন বাদে ভুলে গেলেও অভিযোগ ক'রব না।

এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

রমেশ। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি রমা, তুমি সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও—

রমা। (সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) এইবার কিন্তু সত্যিই রাগ ক'রব রমেশদা। আমি হিন্দুর বিধবা,—আমাকে দীর্ঘজীবী হ'তে বলা শুধু অভিশাপ দেওয়া। আমাদের কোন শুভাকাঙ্ক্ষীই কোনদিন এ আশীর্ব্বাদ আমাদের করে না। এখন আমি চল্‌লাম।

দ্রুতপদে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য পথ। সময় অপরাহ্ণ। তিন দিন উপর্য্যুপরি ও অবিশ্রাম বারিপাতে পুষ্করিণী খাল-বিল-নালা সমস্তই জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে। পথ অতিশয় কর্দ্দমাক্ত। ক্ষণকাল মাত্র বৃষ্টির বিরাম পড়িয়াছে। লাঠি ও ছাতি হাতে বেণী ও গোবিন্দ প্রবেশ করিল। দুর্গম পথের চিহ্ন তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যমান

গোবিন্দ। (অন্তরাল হইতেই উচ্চকণ্ঠে) বলি, কিসের এত খাতির হে! কুটুমের দল এসেছেন আবদার নিয়ে বাঁধ কাটিয়ে জল নিকেশ করে দাও, মাঠ হেজে যাবে! গেল, গেলই! ছোটলোক ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধার কথা শুনে হাসব কি কাঁদ্‌ব ভেবে পাইনে বড়বাবু!

বেণী। বল ত খুড়ো! চাষা ব্যাটাদের একশো বিঘের মাঠ হেজে যাবে জল বার করে দাও। সুমুখের বিল্‌টার যে বছর সালিয়ানা দুশো টাকার জলকর বিলি হয়। একটা মাছও কি তাহলে থাক্‌বে?

গোবিন্দ। তাও কি কখনো থাকে? ছোটলোক ব্যাটারা, দুটো টাকার মুখ কখনো একসঙ্গে দেখিস নে তোরা,—জানিস, দু-দুশো টাকার লোকসান কাকে বলে? বলি, লোক-জন সব মোতায়েন রেখেচ ত? লুকিয়ে-চুরিয়ে ব্যাটারা কোথাও কেটেকুটে দেবে না ত? বলা যায় না বড়বাবু। প্রাণের দায়ে শালারা সব পারে।

বেণী। দরওয়ান আর গোপাল নস্করকে পাঠিয়েছি পাহারা দিতে। আর খবর পাঠিয়েছি রমার পিরপুরের প্রজা আকবর লেঠেল আর তার দুই ব্যাটাকে। একশো জনের মোয়াড়া আটকাতে পারে তারা।

গোবিন্দ। ঠিক করেছ বাবা। কল্‌কেটি সেজে ফুঁ দিচ্চি, আর তোমার চাকর গিয়ে হাজির। বলি ভিজতে ভিজতে কেন রে হরি? বলে, বড়বাবু তোমাকে ডাকুচে। মিথ্যে বোলবনা বাবা, হাতের হুঁকো হাতে রইল, একবার টানবার সময় হল না। ছাতি আর ছড়িটি হাতে

নিয়ে বেরিয়ে পোড়লাম। তোমার খুড়ি বল্‌লে এ দুর্য্যোগে যাও কোথা? বল্লুম, থাম্ মাগী, আবার পেছু ডাকে! দেখছিস বড়বাবু ডাকৃতে পাঠিয়েছে না? তার আবার সুযোগ দুর্য্যোগ কি?

বেণী। জান ত খুড়ো তোমার পরামর্শ ছাড়া আমি এক-পা কোথাও চলি নে। আমার কাছে কান্নাকাটি কোরে যখন হ'ল না, তখন ব্যাটারা গেল ছোটবাবুর কাছে দরবার করতে। হোঁৎকা-গোঁয়ার, ওর কি! হয়ত বলে বসবে, হোক্‌গে লোকসান আমাদের দে তোরা বাঁধ কেটে।

গোবিন্দ। পারে, ও হারামজাদা সব পারে বড়বাবু। (গলা ছোট করিয়া) বলি রমাকে একটু খবর দিয়ে রেখেচ ত? সে ছুঁড়ীরও সব সময়ে মেজাজের ঠিক থাকে না। গরীব-দুঃখীর কান্না দেখলে হয়ত বা সায় দিয়েই বসবে।

বেণী। নাঃ—সে ভয় নেই খুড়ো, তাকে আমি সকালবেলাতেই টিপে দিয়ে রেখেচি। কাল রাত্তির থেকেই একটা কাণা-ঘুষো শুন্‌চি কি না! ঐ যে! আবার ক' বেটা এই দিকেই আসচে।

কৃষকেরা। (সমস্বরে) দোহাই বড়বাবু, গরীবদের বাঁচান। এ আবাদ পচে গেলে আমরা ছেলে-পুলে নিয়ে অনাহারে মরব।

গোবিন্দ। কেন হে সনাতন, মুরুব্বিরা ছুটে গেলেন যে ছোটবাবুর কাছে! এখন বাঁচান্ না তিনি।

সনাতন। যে গেছে সে গেছে গাঙুলীমশাই, আমরা এই পা দুটিই জানি, এই পা ধরেই পড়ে থাক্‌ব। (বেণীর পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন)

২য় কৃষক। (বেণীর পদতলে পড়িয়া) আমাদের রাখতে হয় রাখুন, মারতে হয় মারুন,—পা আমরা ছাড়ব না।

বেণী। (জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া) যা—যা—আমি দু'দুশো টাকার জলকর নষ্ট করতে পারব না। চল খুড়ো আমরা যাই, আমাদের আরও কাজ আছে।

বেণী ও গোবিন্দ যাইতে উদ্যত হইল

কৃষকেরা। বড়বাবু—গাঙুলীমশাই, তবে কি সত্যিসত্যিই আমরা মারা যাব?

গোবিন্দ। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বিকৃত করিয়া) মারা যাবি কি যাবি নে তার আমরা কি জানি?

কৃষকেরা। হা ভগবান! দুঃখীদের কি তবে সত্যিই মারবে? ওপরে বসে সব দেখচ, তবু কোন উপায় করে দেবে না?

সকলের দ্রুতবেগে প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রমার বহির্বাটী। কাল সন্ধ্যা। প্রাঙ্গণের একদিকে চণ্ডীমণ্ডপের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে এবং অন্যদিকে ছোট একটী তুলসী মঞ্চ। রমা সন্ধ্যাদীপ হাতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মঞ্চমূলে প্রদীপ রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। এমনি সময়ে তাহার আনত মাথার কাছে নিঃশব্দ পদক্ষেপে রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল

রমা। (মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ রমেশকে দেখিয়া বিস্ময়ে) এ কি, আপনি যে!

রমেশ। অত্যন্ত প্রয়োজনে আসতে হোল রমা!

রমা। (ঈষৎ হাসিয়া) বেশ আসা। কিন্তু হঠাৎ কেউ যদি দেখে ত ভাববে আমি বুঝি প্রদীপ জ্বেলে এতক্ষণ আপনাকেই নমস্কার করছিলাম। এমনি কোরে বুঝি দাঁড়ায়?

রমেশ। রমা, আমি শুধু তোমার কাছেই এসেছি।

রমা। (হাসিমুখে) সে আমি জানি। নইলে কি মাসির কাছে এসেছেন, আমি বলচি।

এই বলিয়া সে প্রদীপ হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

কি আদেশ বলুন?

রমেশ। তুমি নিশ্চয়ই সব শুনেচ। জল বার করে দেবার জন্তে তোমার মত নিতে এসেছি।

রমা। আমার মত?

রমেশ। হ্যাঁ, তোমার মত নিতেই ছুটে এসেছি রমা। আমি নিশ্চয় জানি দুঃখীদের এতবড় বিপদে তুমি কখনোই না বল্‌তে পারবে না।

রমা। জল বার কোরে দেওয়াই উচিত বটে, কিন্তু কি কোরে হবে রমেশদা, বড়দার যে মত নেই।

বেণী ও গোবিন্দর প্রবেশ

বেণী। না, আমার মত নেই। কেন থাকবে? দু'তিনশো টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে সে খবরটা রেখেছ কি? এ টাকাটা কি চাষারা দেবে?

রমেশ। চাষারা গরীব, টাকা তারা কোথায় পাবে? কথাটা একবার বুঝে দেখুন বড়দা।

বেণী। তা দেখেচি। কিন্তু নাহক এত টাকা আমরাই বা কেন লোক্‌সান করতে যাব এ কথাটাও ত বুঝে উঠতে পারিনে রমেশ। (গোবিন্দের প্রতি) খুড়ো, এম্‌নি ক'রে ভায়া আমার জমিদারী রাখবেন! ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ আমার ওখানে পড়েই মড়া-কান্না কাঁদ্‌ছিল,—আমি জানি সব। বলি, তোমার সদরে কি দরওয়ান নেই? তার পায়ের নাগরা জুতো নেই? যাও ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা করগে, জল আপনি নিকেশ হয়ে যাবে।

এই বলিয়া নিজের রসিকতায় গোবিন্দর সহিত একযোগে হিঃ হিঃ, হাঃ হাঃ— করিয়া হাসিতে লাগিল

রমেশ। কিন্তু ভেবে দেখুন বড়দা, আমাদের তিনঘরের দুশো টাকা মাত্র লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন ক'রে হোক তাদের পাঁচ সাত হাজার টাকা ক্ষতি হবেই।

বেণী। হ'ল হ'লই। তাদের পাঁচ হাজারই যাক্ আর পঞ্চাশ

হাজারই যাক্ এই গোটা সদরটা খুঁড়ে ফেল্লেও ত পাঁচটা পয়সা বার হবে না, ভায়া,যে ও-শালাদের জন্যে দু'দুশ টাকা উড়িয়ে দিতে হবে ?

রমেশ। এরা সারা বছর খাবে কি ?

বেণী। (হাসিয়া, মাথা নাড়িয়া, থুথু ফেলিয়া, অবশেষে স্থির হইয়া) খাবে ? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কোরে চল্। কর্ত্তারা এম্নি কোরেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধ টুক্রো উচ্ছিষ্ট ফেলে্ রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়ে-চেড়ে, গুছিয়ে-গাছিয়ে, খেয়ে-দেয়ে আবার ছেলেদের জন্যে রেখে যেতে হবে। ওরা খাবে কি ? ধার কর্জ্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোটলোক বলেছে কেন ?

গোবিন্দ। এ যে মুনি-ঋষিদের শাস্ত্রবাক্য বাবাজী, এ ত আর তোমার আমার কথা নয়।

রমেশ। বড়দা, আপনি যখন কিছুই করবেন না স্থির করেছেন তখন তর্ক কোরে আর লাভ নেই।

বেণী। না নেই। (রমার প্রতি) তোমার পিরপুরের আক্বর আলি আর তার ব্যাটাদের খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রমা। (গোবিন্দের প্রতি) চল খুড়ো আমরা ও-দিকটা একবার দেখে-শুনে আসিগে। সন্ধ্যাও হ'ল।

গোবিন্দ। চল বাবা, চল।

উভয়ের প্রস্থান

রমেশ। হুকুম দাও রমা, ওঁর একার অমতেই এতবড় অন্যায় হতে পারে না। আমি এখুনি গিয়ে বাঁধ কাটিয়ে দেব।

রমা। কিন্তু মাছ আটকে রাখার কি বন্দোবস্ত কর্‌বেন ?

রমেশ। অত জলে কোন বন্দোবস্ত হওয়াই সম্ভবপর নয়। এ ক্ষতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। না হ'লে গ্রাম মারা যায়।

রমা নীরব

রমেশ। তাহ’লে অনুমতি দিলে ?

রমা। না। এত টাকা আমি লোকসান করতে পারব না। তা’ছাড়া বিষয় আমার ভাইয়ের। আমি অভিভাবক মাত্র।

রমেশ। না, আমি জানি অর্দ্ধেক তোমার।

রমা। শুধু নামে। বাবা নিশ্চয় জান্‌তেন সমস্ত বিষয় যতীনই পাবে। তাই অর্দ্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।

রমেশ। (মিনতির কণ্ঠে) রমা, এ ক’টা টাকা ? এ দিকে তোমাদের অবস্থা সকলের চেয়ে ভাল। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়। আমি মিনতি জানাচ্চি এর জন্যে এত লোককে অন্নহীন কোরো না। যথার্থ বল্‌চি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

রমা। নিজের ক্ষতি করতে পারি নে বলে যদি নিষ্ঠুর হই, না হয় তাই। ভাল, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই না হয় ক্ষতি পূরণ করে দিন না।

রমেশ। রমা, মানুষ খাঁটি কি না চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই জায়গাটায় নাকি ফাঁকি চলে না, তাই এইখানেই মানুষের যথার্থ রূপ ধরা পড়ে। তোমারও আজ তাই পড়েচে। কিন্তু তোমাকে আমি কখনো এমন করে ভাবি নি। ভেবে’চি, তুমি এর চেয়ে অনেক, —অনেক ওপরে। কিন্তু তুমি তা নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল। তুমি অতি নীচ, অতি ছোটো।

রমা। কি আমি ? কি বল্‌লেন ?

রমেশ। তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেচি সে তুমি টের পেয়েছ বলেই আমার কাছে দুঃখীর মুখের গ্রাসের দাম আদায়ের দাবী করলে। কিন্তু বড়দাও মুখ ফুটে এ কথা বল্‌তে পারেন নি। পুরুষ হয়েও তাঁর মুখে যা বেধেছে, নারী হয়ে তোমার মুখে তা বাধেনি।—একটা কথা তোমাকে আজ বলে যাই রমা। আমি এর চেয়েও

ঢের বেশি ক্ষতি পূরণ করতে পারি, কিন্তু সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার ওপর জুলুম করাটাই সব চেয়ে বড়। আজ তুমি তাই ক'রে আমার কাছে টাকা আদায়ের ফন্দি করে

রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল

রমেশ। আমার দুর্ব্বলতা কোথায় সে তোমাদের অগোচর নেই বটে, কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আজ একবিন্দু রস পাবে না! কিন্তু কি আমি কোরব তাও তোমাকে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখুনি নিজে জোর ক'রে বাঁধ কাটিয়ে দেব,—তোমরা পার আট্‌কাবার চেষ্টা কর গে।

এই বলিয়া রমেশ চলিয়া যাইতেছিল, রমা ফিরিয়া ডাকিল—

রমা। শুনুন। আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকে যত অপমান করলেন আমি তার একটারও জবাব দেব না। কিন্তু এ-কাজ আপনি কিছুতেই করবার চেষ্টা করবেন না।

রমেশ। কেন?

রমা। কারণ, এত অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না। আর—

রমেশ। আর কি?

রমা। আর, আর,—হয়ত, আক্‌বর-সর্দ্দারের দল এসে পড়েছে।

রমেশ। কারা তোমার আক্‌বর সর্দ্দারের দল আমি জানি নে—জান্‌তেও চাই নে। কলহ-বিবাদের অভিরুচি আমারও নেই, কিন্তু তোমার সদ্ভাবের মূল্যও আর আমার কাছে কিছুমাত্র নেই।

দ্রুতপদে প্রস্থান

মাসির প্রবেশ

মাসি। কে অমন কোরে হাঁকা-হাঁকি করছিল রে রমা, যেন চেনা-গলা?

রমা। কেউ না।

মাসি। না বল্‌লেই শুন্‌ব? সন্ধ্যেটি দিয়ে আহ্নিক কর্‌তে বসেছি, যেন ষাঁড় চেঁচানো চেঁচাচ্চে। আহ্নিক ফেলে রেখে উঠে আস্‌তে হোল।

রমা। সে চলে গেছে। তুমি ফিরে গিয়ে আবার আহ্নিকে বোসগে।

মাসি। কুমুদা?

দাসীর প্রবেশ

কুমুদা। কেন দিদি।

রমা। একবার জ্যাঠাইমার ওখানে যাব আমার সঙ্গে চল।

মাসি। সেখানে আবার কিসের জন্যে?

রমা। দেখ মাসি, সব কথাই তোমাকে জানাতে হবে তার মানে নেই। চল্ কুমুদা।

কুমুদা। চল দিদি।

উভয়ের প্রস্থান

মাসি। বাপ্ রে! যেন মার-মুখী! তবু যদি না লোকে তারকেশ্বরের কথা শুন্‌ত! আমি তাই লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে মরি!

প্রস্থান

বেণী, গোবিন্দ, আহত আকবর ও তাহার দুই পুত্র গহর ও ওস্‌মানের প্রবেশ

আকবর। (খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিতেছে) আল্লা!

গহর। (নিজের রক্তধারা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া) বাপজান্, দরদ্ কি বেশি মালুম হচ্চে?

আকবর। আল্লা!

বেণী। কথা শোন্ আকবর। থানায় চল্। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি ত ঘোষাল বংশের ছেলে নই আমি।

রমার প্রবেশ

রমা। অ্যাঁ! এমন ধারা কে করলে তোমাদের আকবর? (এই বলিয়া সে অদূরে বসিয়া পড়িল)

আকবর। (আকাশের প্রতি হাত তুলিয়া) আল্লা!

বেণী। আল্লা! আল্লা! এখানে ব'সে আল্লা আল্লা করলে হবে কি? বল্‌চি থানায় চল। যদি না এর শোধ দশবচ্ছর ঠেল্‌তে পারি ত,—রমা, তুমি চুপ করে রইলে কেন? বল না একবার থানায় যেতে।

রমা। কে তোমাকে এমন কোরে জখম কর্‌লে আকবর?

আকবর। ছোটবাবু, দিদিঠাক্‌রাণ।

রমা। এ কি কখনো হতে পারে আকবর? ছোটবাবু একলা তোমাদের তিন বাপ ব্যাটাকে জখম কোরে দিলে? এ যে তিন শো জনে পারে না!

আকবর। তাই ত হোলো দিদিঠাক্‌রাণ! সাবাস্‌! মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে! লাঠি ধরলে বটে!

গোবিন্দ। সেই কথাই ত থানায় গিয়ে বল্‌তে বল্‌চি রে ব্যাটা! কার লাঠিতে তুই জখম্‌ হলি? ছোটবাবুর না সেই হারামজাদা ভোজোর?

আকবর। সেই বেঁটে হিন্দুস্থানিটার? লাঠির সে জানে কি? কি বলিস্‌ রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল না রে?

গহর কথা কহিল না, মাথা নাড়িয়া সায় দিল

আকবর। মোর হাতের চোট্‌ পেলে সে বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই বাপ্‌ কোরে সে বসে পড়লো দিদিঠাক্‌রাণ।

আকবর। তখন ছোটবাবু তার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ এটকে দাঁড়াল দিদিঠাক্‌রাণ, তিন বাপ-ব্যাটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বলতে লাগল। কইলেন, আকবর, বুড়োমানুষ

তুই সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কেটতেই হবে। তুইও ত রে চাষী, তোর আপন গাঁয়েও ত জমী-জমা আছে, সমঝে দেখ্ রে, সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে? মুই সেলাম কোরে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটীবার পথ ছাড়। দিদিঠাকুরাণ পাঠিয়েছে মোদের, মোরা জান কবুল দিইচি। তিনি চম্‌কে উঠে কইলেন, তোদের রমা পেঠিয়েছে আকবর, আমারে মারতে? মুই কইলাম, তবে বাঁধ এটকোনা ছোটবাবু, ঘরকে যাও। তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে কয় সুমুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ কোদাল মারচে ওদের শিরগুলো ফাঁক কোরে দিয়ে যাই।

বেণী। বেইম্যান ব্যাটারা,—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্চে!

আকবর। (তিন বাপ-ব্যাটায় প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া) খবরদার বড়বাবু! বেইমান কোয়ো না। মোরা মোছলমানের; ছ্যালে, সব সইতে পারি, ও পারিনা।—(হাত দিয়া কতকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া) আরে বেইমান কয় দিদি? ঘরের মধ্যে ব'সে বেইমান কইচো, বড়বাবু, চোখে দেখলে জান্‌তে পারতে ছোটবাবু কি!

বেণী। (মুখ বিকৃত করিয়া) ছোটবাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না? বল্‌বি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোরে মেরেছে।

আকবর। (জিভ কাটিয়া) তোবা, তোবা! দিনকে রাত করতে বল বড়বাবু?

বেণী। না হয় আর কিছু বল্‌বি। আজ রাত্তিরে গিয়ে যখম দেখিয়ে আয় না,—কাল ওয়ারেণ্ট বার কোরে একেবারে হাজতে পুরব। রমা, তুমি ভাল করে একবার বুঝিয়ে বল না? এমন সুবিধা যে আর কখনো পাওয়া যাবে না!

রমা নীরবে একবার আকবরের মুখের প্রতি চাহিল

আকবর। (মাথা নাড়িয়া) না দিদিঠাকৃরাণ, ও পারব না।

বেণী। (ধমক্ দিয়া) পারবি নে কেন শুনি?

আকবর। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দ্দার কয় না? দিদিঠাকৃরাণ, তুমি হুকুম দিলে আসামী হয়ে জ্যাল যেতে পারি, ফৈরিদি হব কোন্ কালামুয়ে?

রমা। সত্যিই পারবে না আকবর?

আকবর। না, দিদিঠাকৃরাণ, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে না পারি। ওঠ্‌রে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা নালিস করতি পারবো না!

এই বলিয়া তাহারা উঠিয়া দাঁড়াল ও চলিয়া যাইতে লাগিল

গোবিন্দ। সত্যিই যে চলে যায় বড়বাবু? কিছুই হোলো না?

বেণী। বারণ কর না রমা, এমন সুযোগ ফস্‌কালে যে আর কখনো মিল্‌বে না!

রমা অধোমুখে নির্ব্বাক হইয়া রহিল; আকবর ও তাহার দুই পুত্র লাঠিতে ভর দিয়া কোন মতে বাহির হইয়া গেল

বেণী। ও—বোঝা গেছে সমস্ত।

গোবিন্দ। হুঁ, যা শোনা গেল তা মিথ্যে নয় দেখ্‌চি।

উভয়ের দ্রুতপদে প্রস্থান

রমা। রমেশদা, এ যে তুমি পারো, এত শক্তি যে তোমার ছিল এ কথা ত আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

পঞ্চম দৃশ্য

গ্রামের একাংশ। কয়েকটা ভাঙা মন্দিরের কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। বৃক্ষলতা-গুল্মে সমস্ত স্থান সমাকীর্ণ। মনে হয় এদিকে কদাচিৎ কখনো কেহ আসে মাত্র

বেণী ও গোবিন্দর প্রবেশ

গোবিন্দ। (সচকিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া) কে জানে কোন শালা আবার কোথা দিয়ে শুন্‌বে। যে জাল বিস্তার ক'রে দড়িটি ধরে বসে আছি বাবা, একটুখানি টান্ দিয়েছি অম্‌নি ঝুপ্ করে পড়েচে।

বেণী। কাজ হাঁসিল ত ?

গোবিন্দ। নইলে কি আর তোমাকে এই বনের মধ্যে না হোক্ ডেকে এনেচি বাবা ? তুই শালা ভৈরব আচায্যি—তোর নেই এক কড়ার মুরোদ, তুই যাস্ আমাদের বিপক্ষে ? তুই যাস্ পরকে আগলাতে ? এখন বাস্তু-ভিটেটা বাঁচা ! কি ক'রে মেয়ের বিয়ে দিস্ তা একবার দেখি !

গোবিন্দ। (দুই হাতের দশ আঙুল তুলিয়া ধরিয়া) একটি হাজার ! কিন্তু শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজ্‌বে না বাবা,—আধাআধি !

বেণী। (অত্যন্ত খুসী হইয়া) আধা-আধি কেন খুড়ো, দশআনা-ছ'আনা।

গোবিন্দ। ভ্যালা মোর বাপ্‌রে ! শুধু এই নয় বাবা। সুমুখে পূজো। যদু মুখুয্যের কন্যা এবার মা'কে কি ক'রে আনেন তা দেখ্‌তে হবে। আস্‌চে ফাল্গুনে ঘটা ক'রে ভাইয়ের পৈতেটি কি ক'রে দেন তাও একবার নেড়ে চেড়ে পাঁচজনকে দেখাব,—তবে আমার নাম গোবিন্দ গাঙুলী !

বেণী। তারকেশ্বরের কাণ্ডটা তা হ'লে সত্যি বল ?

গোবিন্দ। সত্যি নয় ? শালা নটবর কি কিছু বল্‌তে চায় ?

বক্‌সিস্ কোব্‌লে, পিঠে হাত বুলিয়ে কিছুতেই কিছু হয় না। ব্যাটা আর ভাঙে না। তখন ফস্ ক'রে পায়ের ধূলো মাথায় দিয়ে ব'ল্‌লাম, বাবা, রমার চাকরই হও আর যাই হও,—শুদ্দুর ছাড়া আর কিছু নও, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর কর, বামুনের পায়ের ধুলো মাথায় ক'রে যদি মিথ্যে বল, তে-রাত্তির পোয়াবে না সর্পাঘাত হবে।

গোবিন্দ। ব্যাটা যেন কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। সাহস দিয়ে ব'ল্‌লাম, নটবর, চাক্‌রি গেলে আবার ঢের হয়ে, কিন্তু প্রাণ গেলে আর হবে না। তখন ফড়্ ফড়্ ক'রে আগাগোড়া ব্যাপারটা বলে ফেল্‌লে। ঠাকরুণের ছ'টার গাড়ীতে আর বাড়ী আসা হ'লো না। বাবু রাত্তিরে বাসায় রইলেন, খাওয়া-দাওয়া, হাসি-গল্প—যাক্ পরচর্চ্চায় কাজ নেই,—ঘটনাটা সত্যি।

বেণী। দেখলে না খুড়ো কিছুতে আকবরকে থানায় যেতে দিলে না!

গোবিন্দ। দেবে কি ক'রে? দেওয়া কি যায় বাবা? যায় না।

বেণী। হুঁ। অন্ধকার হয়ে আস্‌চে, যাওয়া যাক্ চল।

গোবিন্দ। চল। (হঠাৎ বেণীর হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া) কিন্তু বাবা, ভাইপোটা যে অর্দ্ধেক বিষয় টেনে নেবে তা চলবে না বলে রাখ্‌চি। সামলাতে হবে।

বেণী। নির্ভয়ে থাকো খুড়ো, আমি বেঁচে থাক্‌তে তা হবে না।

গোবিন্দ। হাটের অংশটা এবার ছেড়ে দিতে রমা পথ পাবে না তাও তোমাকে বলে রাখ্‌লাম বড়বাবু। কিন্তু চেপে। ব্যাপারটা হঠাৎ চাউর ক'রে ফেলো না।

বেণী। (ঈষৎ হাসিয়া) দেখা যাক্।

উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

রমেশের বাটীর অন্তঃপুর। তাহার শয়ন কক্ষে বসিয়া রমেশ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিতেছিল; অকস্মাৎ নেপথ্যে কাহার ক্রন্দনের শব্দ শুনা গেল, এবং পরক্ষণে ভৈরব আচার্য্য গোপাল সরকারের গলা জড়াইয়া মড়া-কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিল। রমেশ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

ভৈরব। (সরোদনে) বাবু, আমি ধনে প্রাণে মারা গেছি।

রমেশ। ব্যাপার কি সরকারমশাই ?

গোপাল সরকার। কাজ সেরে শুতে যাচ্ছিলেম বাবু, হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে আচায্যিমশাই গলা জড়িয়ে ধরেছে। গলাও ছাড়ে না, কান্নাও থামায় না।

রমেশ। কি হ'লো আচায্যিমশাই ?

ভৈরব। বাবু গো, আমি একেবারে গেছি। ছেলেপুলের হাত ধরে এবার গাছতলায় শুতে হবে।

রমেশ। গাছতলায় কেন ? ঘর কি হ'ল ?

ভৈরব। আর নেই,—নিলেম করে নিয়েছে।

রমেশ। এই ত সকালেও ছিল। এরই মধ্যে কে নিলেম ক'রে নিলে ?

ভৈরব। কে এক সনৎ মুখুয্যে বাবু, গোবিন্দ গাঙুলীর খুড়শ্বশুর।

ক্রন্দন

গোপাল। আরে, আমার গলা ছাড়ুন না। বাবুকে সমস্ত বুঝিয়ে বলুন,—কে নিলে, কেন নিলে, খামোকা আমাকে জড়িয়ে ধরে থাক্‌লে কি হবে ? ছাড়ুন।

ভৈরব। (গলা ছাড়িয়া) এক হাজার সাতাশ টাকা পাঁচ আনা ছ' পাই,—বাবু গো, ধনে প্রাণে গেলাম।

গোপাল। টাকা কর্জ্জ নিয়েছিলেন?

ভৈরব। না, একপয়সা না সরকারমশাই। দেনা মিথ্যে, খত মিথ্যে—কবে নালিস হ'লো, কবে শমন হ'লো, কবে ডিক্রি হয়ে বাড়ী ঘর-দোর নিলাম হয়ে গেল—কিছুই জানি নে বাবু। কাল কানাঘুষো খবর পেয়ে সদরে গিয়ে টের পেলাম—ছেলেপুলে নিয়ে আমাকে গাছতলায় শুতে হবে। এক হাজার সাতাশ টাকা পাঁচ আনা ছ' পাই—

রমেশ। এমন ভয়ানক কথা ত কখনো শুনিনি সরকারমশাই?

গোপাল। পাড়াগাঁয়ে এমন অনেক হয় বাবু। যারা গরীব, বড়লোকের কোপে পড়ে তারা সত্যিই ধনে-প্রাণে মারা যায়। এ সমস্তই বেণীবাবু আর গাঙুলীমশায়ের কাজ। আচায্যিমশাই বরাবর আমাদের দিকে আছেন বলেই তাঁর এই বিপদ।

ভৈরব হাঁ বাবু তাই। তাই আমার এই বিপদ।

রমেশ। কিন্তু এর উপায় সরকারমশাই?

গোপাল। অনেক টাকার ব্যাপার। এর ঋণ মিথ্যে, দলিল মিথ্যে, সাক্ষী মিথ্যে,—কে হয়ত ওঁর নাম লিখে শমন নিয়েছে, কে হয়ত আদালতে গিয়ে কবুল জবাব দিয়েছে, সদরে গিয়ে সমস্ত তদন্ত না ক'রে ত কিছুই বলবার যো নেই।

রমেশ। তাই আপনি যান। সমস্ত খবর নিয়ে যত টাকা লাগে এর প্রতিকার করুন। এমন করুন যেন এতবড় অত্যাচার করতে আর কেউ না সাহস করে।

ভৈরব। (অকস্মাৎ রমেশের পা জড়াইয়া ধরিয়া) বাবু গো, আপনি চিরজীবী হোন্। ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করে আপনি রাজা হোন্। ভগবান আপনাকে যেন—

রমেশ। (পা ছাড়াইয়া লইয়া) আপনি বাড়ী যান্ আচায্যিমশাই, যা করা উচিত আমি ক'রব।

ভৈরব। ভগবান যেন আপনাকে—

রমেশ। রাত অনেক হল আচাৰ্য্যিমশাই, আজ আমি বড় শ্রান্ত।

ভৈরব। ভগবান যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন, ভগবান যেন আপনাকে রাজা করেন—

ইত্যাদি বলিতে বলিতে ভৈরবের প্রস্থান

রমেশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) সরকারমশাই, এই আমাদের গর্ব্বের ধন! এই আমাদের শুদ্ধশান্ত ন্যায়নিষ্ঠ বাঙ্‌লার পল্লীসমাজ!

গোপাল। হাঁ, এই। সবাই জানবে এ কাজ বেণীবাবুর, সবাই গোপনে জল্পনা করে বেড়াবে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ এ অত্যাচারের প্রতিবাদ করবে না। সেবার গাঙুলীমশাই বিধবা বড়ভাজকে মেরে বাড়ী থেকে বার করে দিলে, কিন্তু বেণীবাবু সহায় বলে সবাই চুপ করে রইলো। সে কেঁদে সকলকে জানালে, সকলেই বল্‌লে, আমরা কি কোরব। ভগবানকে জানাও তিনিই এর বিচার করবেন।

রমেশ। তার পরে?

গোপাল। তার পরে সেই গাঙুলীমশাই-ই সকলের জাত মেরে বেড়াচ্চেন। মৃত পল্লীসমাজ কথাটি বল্‌বার সাহস রাখে না। অথচ, আমিই ছেলেবেলায় দেখেছি বাবু, এমন ধারা ছিল না। বিধবা বড়ভাজের গায়ে হাত দিয়ে কেউ সহজে নিস্তার পেত না। তখন সমাজ দণ্ড দিত, এবং সে দণ্ড অপরাধীকে মাথা পেতে নিতে হোতো।

রমেশ। তবে কি পল্লীসমাজ ব'লে কিছুই আর নেই।

গোপাল। যা আছে সে ত এসে পর্য্যন্ত স্বচক্ষেই দেখ্‌চেন। যা আর্ত্তকে রক্ষে করে না, দুঃখীকে পথেই ঠেলে দেয়, তাকেই সমাজ বলে কল্পনা করার মহাপাপ আমাদের নিয়ত রসাতলের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্চে।

রমেশ। (আশ্চর্য্য হইয়া) সরকারমশাই, এ সকল কথা আপনি জানলেন কার কাছে ?

গোপাল। আমার স্বর্গীয় মনিবের কাছে। এইমাত্র যে ভৈরবকে উদ্ধার করতে চাইলেন, এ শক্তি আপনি পেলেন কোথায় ? এ তাঁরই দয়া। এম্নি কোরে বিপন্নকে উদ্ধার করতে তাঁকে যে আমি বহুবার দেখেচি ছোটবাবু।

রমেশ। (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া) বাবা—

গোপাল। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল বাবু, আপনি একটু শোন্।

রমেশ। হাঁ শুই। আপনি বাড়ী যান সরকারমশাই।

গোপাল সরকার প্রস্থান করিলেন। রমেশ শয়নের আয়োজন করিতেছিল সহসা দ্বারের কাছে কি একটা দেখিতে পাইয়া চম্‌কিয়া প্রশ্ন করিল—

রমেশ। কে ? কে দাঁড়িয়ে ?

যতীন দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া

যতীন। ছোড়্‌দা, আমি।

রমেশ। (কাছে গিয়া) যতীন ? এত রাত্রে ? আমায় ডাকচ ?

যতীন। হাঁ, আপনাকে।

রমেশ। আমাকে ছোড়্‌দা বল্‌তে তোমাকে কে বলে দিলে ?

যতীন। দিদি।

রমেশ। রমা ? তিনি কি তোমাকে কিছু বল্‌তে পাঠিয়েচেন ?

যতীন। না। দিদি বললেন, আমাকে সঙ্গে কোরে তোর ছোড়্‌দার বাড়ীতে নিয়ে চল্। ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই বলিয়া সে দরজার বাহিরে চাহিল

রমেশ। (ব্যস্ত হইয়া সরিয়া আসিয়া) আজ আমার এ কি

সৌভাগ্য। কিন্তু আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে এত রাত্রে নিজে এলে কেন? এস ঘরে এস।

রমা অত্যন্ত দ্বিধাভরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বারের অনতিদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। যতীন দিদির কাছে আসিয়া বসিতে যাইতেছিল কিন্তু রমেশ তাহাকে একটী আরাম কেদারায় আনিয়া শোয়াইয়া দিল

রমা। রাত আর নেই,—ভোর হয়ে এসেছে, (অধোমুখে) শুধু একটি জিনিস আপনার কাছে ভিক্ষে চেয়ে নেবো বলে আপনার বাড়ীতে এসেচি। দেবেন বলুন ?

রমেশ। আমার কাছে ভিক্ষে চাইতে ? আশ্চর্য্য ! কি চাই বল ?

রমা। (মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল অপলক চক্ষে রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল) আগে কথা দিন।

রমেশ। (মাথা নাড়িয়া) তা পারি নে। তোমাকে কোন প্রশ্ন না কোরেই কথা দেবার শক্তি যে তুমি নিজের হাতেই ভেঙে দিয়েছ রমা।

রমা। আমি ভেঙে দিয়েছি ?

রমেশ। তুমিই। তুমি ছাড়া এ শক্তি সংসারে আর কারু ছিল না। রমা, আজ তোমাকে একটা সত্য কথা বোলব।—ইচ্ছে হয় বিশ্বাস কোরো, ইচ্ছে না হয় কোরনা। কিন্তু জিনিসটা যদি না ম'রে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতো, হয়ত এ কথা তোমাকে কোন দিন শোনাতে পারতাম না। কিন্তু, আজ নাকি আর কোন পক্ষেই লেশমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, তাই আজ জানাচ্ছি সেদিন পর্য্যন্তও তোমাকে অদেয় আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু কেন জানো ?

রমা। (মাথা নাড়িয়া জানাইল) না।

রমেশ। কিন্তু শুনে রাগ কোরো না। লজ্জাও পেয়ো না। মনে কোরো এ কোন পুরাকালের একটা গল্প শুনচ মাত্র। তোমাকে

ভালবাসতাম রমা। মনে হয়, তেমন ভালবাসা বোধহয় কেউ কখনো বাসেনি। ছেলেবেলায় মার মুখে শুনেছিলাম আমাদের বিয়ে হবে। তার পরে, যেদিন সমস্ত ভেঙে গেল, সেদিন,—কত বছর কেটে গেল, তবুও মনে হয় সেদিন বুঝি কালকের কথা।

রমা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া পলকের জন্য শিহরিয়া
আবার স্তব্ধ অধোমুখে নিশ্চল হইয়া রহিল

তুমি ভাব্‌চ তোমাকে এসব কাহিনী শোনানো অন্যায়। আমার মনেও এ সন্দেহ ছিল বোলেই সেদিন তারকেশ্বরে যখন একটী দিনের সমাদরে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদ্‌লে দিয়ে গেল, সেদিনও চুপ করেই ছিলাম। চুপ করেই ছিলাম, কিন্তু সে নীরবতার ব্যথা মাপবার মানদণ্ড হয়ত শুধু অন্তর্যামীর হাতেই আছে।

রমা। (কিছুতেই যেন আর সহিতে পারিল না) যা তাঁর হাতে আছে তা তাঁর হাতেই থাক্ না রমেশদা।

রমেশ। তাই ত আছে রমা।

রমা। তবে—তবে, আজকেই বা বাড়ীতে পেয়ে আমাকে অপমান করছেন কেন?

রমেশ। অপমান? কিছুমাত্র না। এর মধ্যে মান-অপমানের কথাই নেই। এ যাদের কাহিনী শুন্‌চো সে রমাও তুমি কোন দিন ছিলে না, সে রমেশও আর আমি নেই।

রমা। রমেশদা, আপনার নিজের কথাই বলুন। রমার কথা আমি আপনার চেয়ে বেশি জানি।

রমেশ। যাই হোক্ শোন। কেন জানি নে, সেদিন আমার অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুসী কর, কিন্তু আমার অকল্যাণ তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না। বোধ করি ভেবেছিলাম

সেই যে ছেলেবেলায় একদিন ভালবেসেছিলে, সেই যে হাতে কোরে চোখ মুছিয়ে দিয়েছিলে, হয়ত তা আজও একেবারে ভুলতে পারনি। তাই মনে করেছিলাম কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে তোমারি ছাওয়ায় বসে সমস্ত জীবনের কাজগুলো আমার ধীরে ধীরে কোরে যাব। কিন্তু সে রাত্রে আকবরের নিজের মুখে যখন শুনতে পেলাম তুমি নিজে—ও কি? বাইরে এত গোলমাল কিসের?

দ্রুতবেগে গোপাল সরকারের প্রবেশ

গোপাল। ছোটবাবু? (অকস্মাৎ রমাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিল)

রমেশ। কি হয়েছে সরকারমশাই?

গোপাল। পুলিশের লোক ভজুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে।

রমেশ। ভজুয়াকে? কেন?

গোপাল। সেদিন রাধাপুরের ডাকাতিতে সে নাকি ছিল।

রমেশ। আচ্ছা আমি যাচ্চি। আপনি বাইরে যান্।

গোপাল সরকার প্রস্থান করিল

রমেশ। যতীন ঘুমিয়ে পড়েছে, সে থাক্। কিন্তু তুমি আর একমুহূর্ত্ত থেকো না রমা, খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে যাও। পুলিস খানাতল্লাশি করতে ছাড়বে না।

রমা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীতকণ্ঠে) তোমার নিজের ত কোন ভয় নেই?

রমেশ। বলতে পারি নে রমা। কতদূর কি দাঁড়িয়েছে সে ত এখনো জানি নে।

রমা। তোমাকেও ত গ্রেপ্তার করতে পারে?

রমেশ। তা পারে।

রমা। পীড়ন করতেও ত পারে?

রমেশ। অসম্ভব নয়।——

রমা। (সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া) আমি যাব না রমেশদা।

রমেশ। (সভয়ে) যাবে না কি রকম?

রমা। তোমাকে অপমান করবে, তোমাকে পীড়ন করবে—আমি কিছুতেই যাব না রমেশদা।

রমেশ। (ব্যাকুল কণ্ঠে) ছি ছি, এখানে থাকতে নেই। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে রাণী?

এই বলিয়া দুই হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিল। ওদিকে বহু লোকের পদশব্দ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিশ্বেশ্বরীর কক্ষ

জ্যাঠাইমা ও রমেশ

জ্যাঠাইমা। হাঁরে রমেশ, তুই নাকি তোর পীরপুরের নতুন ইস্কুল নিয়েই মেতে রয়েচিস্, আমাদের ইস্কুলে আর পড়াতে যাস্ নে?

রমেশ। না। যেখানে পরিশ্রম শুধু পণ্ডশ্রম, যেখানে কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, সেখানে খেটে মরায় কোন লাভ নেই। শুধু মাঝে থেকে নিজেরই শত্রু বেড়ে ওঠে। বরঞ্চ, যাদের মঙ্গলের চেষ্টায় দেশের সত্যকার মঙ্গল হবে, সেই সব মুসলমান, আর হিন্দুর ছোট জাতেদের মধ্যেই পরিশ্রম করব।

জ্যাঠাইমা। এ কথা ত নতুন নয় রমেশ। পৃথিবীতে ভাল করবার ভার যে-কেউ নিজের ওপরে নিয়েছে চিরদিনই তার শত্রু সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। সেই ভয়ে যারা পেছিয়ে দাঁড়ায়, তুইও যদি তাদেরি দলে গিয়ে মিশিস্ তা হলে ত চল্‌বে না বাবা। এ গুরুভার ভগবান তোকেই বইতে দিয়েছেন, তোকেই বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু হাঁরে, তুই নাকি ওদের হাতে জল খাস্?

রমেশ। (হাসিয়া) এই দেখ, এরই মধ্যে তোমার কানে উঠেচে। কিন্তু আমি ত তোমাদের জাত-ভেদ মানি নে জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। মানিস্ নে কি রে? এ কি মিছে কথা, না, জাত-ভেদ নেই যে তুই মানিস্ নে?

রমেশ। আছে তা মানি, কিন্তু ভাল বলে মানি নে। এর থেকে কত মনোমালিন্য, কত হানাহানি—মানুষকে ছোট কোরে অপমান করবার ফল কি তুমি দেখতে পাও না জ্যাঠাইমা? সে দিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয় নি বলে তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করতে চায় নি এ কথা কি তুমি জান না?

জ্যাঠাইমা। জানি বাবা, সব জানি। কিন্তু এর আসল কারণ জাত-ভেদ নয়। যা সব চেয়ে বড় কারণ তা এই যে যাকে যথার্থ ধর্ম্ম বলে, একদিন যা এখানে ছিল, আজ তা পল্লীগ্রাম থেকে একেবারে লোপ পেয়েছে। আছে শুধু কতকগুলো অর্থহীন আচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।

রমেশ। এর কি কোন প্রতীকার নেই জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। আছে বই কি বাবা। প্রতীকার আছে শুধু জ্ঞানে। যে পথে তুই পা দিয়েছিস্, শুধু সেই পথে। তাই ত তোকে বার বার বলি বাবা, তুই যেন তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ কোরে কিছুতে যাস্ নে। তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হতে পেরেছে, তারা যদি তোরই মত গ্রামে ফিরে আস্‌ত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কোরে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এত বড় দুর্গতি হোত না। তারা কখনো গোবিন্দকে মাথায় নিয়ে তোরে দূরে সরাত না।

রমেশ। দূরে যেতে ত আর আমার দুঃখ নেই জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। কিন্তু এই দুঃখই যে সবচেয়ে বড় দুঃখ রমেশ। কিন্তু আজ যদি কাজের মাঝখানেই সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাস্ বাবা, তোর জন্মভূমি তোকে ক্ষমা করবে না।

রমেশ। জন্মভূমি ত শুধু একা আমার নয় জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। তোর একার বই কি বাবা, শুধু তোরই মা! দেখ্‌তে পাস্ নে মা মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোন দিন কিছুই দাবি করেন না।

তাই এত লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পৌছয়নি, কিন্তু তুই আসামাত্রই শুন্‌তে পেয়েছিস্।

রমেশ। (ক্ষণকাল নতমুখে নীরবে থাকিয়া) একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেসা কোরব জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। কি কথা রমেশ?

রমেশ। আমি ত তোমাদের জাত-ভেদ মানি নে, কিন্তু তুমি ত মান?

জ্যাঠাইমা। তুই মানিস্ নে বলে আমি মান্‌ব না রে?

রমেশ। কিন্তু আমি ত সকলের ছোঁয়া খাই,—আমার হাতে ত তুমি খেতে পারবে না জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। পারব না কিরে? তুই আমার বাবা—তাই কি ছোট-খাটো? মস্ত বড় বাবা। মেয়ে হয়ে এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা কি আমি মুখে আন্‌তে পারি রে?

রমেশ। (তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া) এই আশীর্ব্বাদ আমাকে তুমি কর জ্যাঠাইমা, তোমাকে যেন আমি চিন্‌তে পারি।

জ্যাঠাইমা। (তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া) হয়েছে, হয়েছে। কিন্তু আমার যে এখনো আহ্নিক সারা হয় নি বাবা, একটুখানি বস্‌বি?

রমেশ। না জ্যাঠাইমা, আমার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

জ্যাঠাইমা। তা'হলে যখনি সময় পাবি আসিস্ রমেশ।

রমেশ ও জ্যাঠাইমার প্রস্থান

একদিক্ দিয়া রমা ও অপর দিক দিয়া দাসীর প্রবেশ

রমা। জ্যাঠাইমা কোথায় রাধা?

দাসী। এই মাত্র পূজো করতে গেলেন। দেরি হবে না দিদি, একটু বোস না?

বেণী প্রবেশ করিল, এবং তাহাকেই দেখিয়াই দাসী সরিয়া গেল

বেণী। তোমাকে আস্‌তে দেখেই এলাম রমা। অনেক কথা আছে। মা বুঝি পূজো করতে গেলেন?

রমা। তাই ত রাধা বল্‌লে।

বেণী। অনেক চাল্ ভেবে কাজ করতে হয় দিদি, নইলে শত্রুকে জব্দ করা যায় না। সেদিন মনিবের হুকুমে যে ভজুয়া লাঠি-হাতে বাড়ী চড়াও হয়ে মাছ আদায় করতে এসেছিল সে কথা তুমি যদি না থানায় লিখিয়ে দিতে, আজ কি ব্যাটাকে এমন হাজতে পোরা যেত? অম্‌নি ঐ সঙ্গে রমেশের নামটাও যদি দুকথা বাড়িয়ে গুছয়ে লিখিয়ে দিতিস্ বোন! আমার কথাটায় তখন তোরা ত কেউ কান দিলি নে।—না না না, তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে না। আর তাই যদি হয়, তাতেই বা কি। জমিদারী রাখ্‌তে গেলে কিছুতে হট্‌লে চলে না।—কিন্তু রমেশও কষ্ট দিতে আমাদের ছাড়বেনা দাদামশায়ের লাখো টাকা মেরেছে,— পীরপুরে খুলেছে ইস্কুল। এম্‌নিই ত মুসলমান প্রজারা জমিদার বলে মানতে চায় না, তার উপর লেখাপড়া শিখ্‌লে জমিদারী রাখা না রাখা আমাদের সমান হবে, তা এখন থেকে বলে রাখ্‌চি।

রমা। আচ্ছা বড়দা, বিষয়-সম্পত্তি যদি নষ্ট হয়েই যায় তাতে রমেশদার নিজের ক্ষতিও ত কম নয়?

বেণী। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া) হুঁ। কি জান রমা, এতে নিজের ক্ষতি ভাববার বিষয়ই নয়। আমরা দুজনে জব্দ হইলেই ও খুসী। দেখচ না, এসে পর্য্যন্ত কি রকম টাকা ছড়াচ্চে? ছোটলোকদের মধ্যে 'ছোটবাবু' 'ছোটবাবু' একটা সাড়া পড়ে গেছে। যেন ওই একটা মানুষ আর আমরা দু'ঘর কিছুই নয়। কিন্তু বেশিদিন এ চল্‌বে না। এই যে তাকে পুলিশের নজরে তুমি খাড়া কোরে দিয়েছ বোন্, এতেই তাকে শেষ হতে হবে।

রমা। আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম রমেশদা জান্‌তে পেরেছেন?

বেণী। ঠিক জানি নে। কিন্তু জান্‌তে পারবেই। ভজুয়ার মাম্‌লায় সব কথাই উঠবে কিনা?

রমা। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) আচ্ছা বড়দা, আজকাল ওঁর নামই বুঝি সকলের মুখে মুখে?

বেণী। হুঁ। তা একরকম বটে। কিন্তু আমিও অল্পে ছাড়ব না রমা। সে লেখাপড়া শিখিয়ে সমস্ত প্রজা বিগ্‌ড়ে তুল্‌বে আর জমিদার হয়ে আমি মুখবুজে সইব তা যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে। এই ব্যাটা ভৈরব আচায্যি ভজুয়ার হয়ে সাক্ষী দিয়ে কি কোরে মেয়ের বিয়ে দেয়, তা একবার দেখতে হবে।

রমা। বল কি বড়দা?

বেণী। তা একবার নেড়ে-চেড়ে দেখ্‌তে হবে না? আমার বিপক্ষে আদালতে দাঁড়িয়ে কি কোরে ছেলে-পুলে নিয়ে গাঁয়ে বাস করে তারখবর নিতে হবে না?—আর আচায্যি তো চুনো-পুঁটী; রুই-কাত্‌লাও আছে। দেখি গোবিন্দ খুড়ো কি বলে। দেশে ডাকাতি ত লেগেই আছে, এবার চাকরকে যদি জেলে পুরতে পারি ত মনিবকে পুরতেও বেশি বেগ পেতে হবে না।

রমা। (অতি বিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া) বল কি বড়দা, রমেশদাকে দেবে তুমি জেলে?

বেণী। কেন, সে কি পীর প্যাগম্বর? বাগে পেলে তাকে ছাড়তে হবে নাকি? তুই বলিস্‌ কি?

রমা। (মৃদুকণ্ঠে) রমেশদা যদি জেলেই যান, সে কি আমাদেরই কলঙ্ক নয়?

বেণী। কেন? কেন শুনি?

রমা। আমাদেরই আত্মীয়, আমরা না বাঁচালে লোকে ত আমাদেরই ছি ছি করবে।

বেণী। যে যেমন কাজ করবে সে তার তেমন ফল ভুগবে। আমাদের কি ?

রমা। রমেশদা ত সত্যিই আর চুরি-ডাকাতি কোরে বেড়ান না। বরঞ্চ, পরের ভালর জন্যেই নিজের সর্ব্বস্ব দিচ্চেন সে কথা ত কারো কাছে চাপা নেই। তাও পরে আমাদেরও ত গাঁয়ে মুখ দেখাতে হবে।

বেণী। তোর হ'ল কি বল্ ত বোন্ ?

রমা। গাঁয়ের লোক ভয়ে মুখের সাম্‌নে কিছু না বলুক আড়ালে বল্‌বেই। তুমি বল্‌বে আড়ালে রাজার মাকেও ডাইনি বলে। কিন্তু ভগবান ত আছেন ? নিরপরাধীকে মিছে কোরে শাস্তি দেওয়ালে তিনি ত রেহাই দেবেন না।

বেণী। হা রে কপাল! সে ছোঁড়া বুঝি ঠাকুর-দেবতা কিছু মানে ? শিবের মন্দিরটা ভেঙে প'ড়চে—মেরামত করবার জন্যে তার কাছে লোক পাঠাতে সে হাঁকিয়ে দিয়ে বলেছে, যারা তোমাদের পাঠিয়েছে তাদের বল গে বাজে খরচ করবার টাকা নেই আমার। শোন কথা! এটা হ'লো বাজে খরচ, আর কাজের খরচ হচ্চে ছোটলোকদের ইস্কুল করে দেওয়া! তাছাড়া বামুনের ছেলে সন্ধ্যা-আহ্নিক কিছুই করে না, শুনি মোছলমানের হাতে পর্য্যন্ত জল খায়! দুপাতা ইংরাজী পোড়ে আর কি তার জাত-জন্ম আছে দিদি, কিছুই নেই। শাস্তি তার গেছে কোথা ? সমস্তই তোলা আছে, তা একদিন সবাই দেখবে।

রমা নীরব

বেণী। এখন যাই, সময় মত আর একবার দেখা করব। বাইরে বোধ করি এতক্ষণে গোবিন্দ খুড়ো এসে বসে আছে।

রমা। আমিও এখন যাই বড়দা।

উভয়ের প্রস্থান

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। রাধা, রাধা!

দাসীর প্রবেশ

রাধা। কেন ছোটবাবু?

রমেশ। জ্যাঠাইমা কি পূজো র ঘর থেকে বেরিয়েছেন? তখন একটা কথা তাঁকে বলতে ভুলেছিলাম।

রাধা। এখনো বেরোন নি। ডেকে দেব?

রমেশ। না না, থাক্। বিকেলে আসবো তাঁকে বলো।

রাধা। আচ্ছা।

দাসীর প্রস্থান

দ্রুতপদে গোপাল সরকারের প্রবেশ

রমেশ। আপনি এখানে যে?

গোপাল। অপেক্ষা করবার সময় নেই ছোটবাবু, আপনাকে চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াচ্চি। শুনেচেন ভৈরব আচায্যির কাণ্ড? শুনেচেন, কি সর্ব্বনাশ আমাদের সে করেছে?

রমেশ। কই না?

গোপাল। কর্ত্তা স্বর্গীয় হলেন, শোকে দুঃখে ভাবলাম আর না, এবারে শান্ত হব। কিন্তু হোতে দিলেনা। আপনি কিন্তু আমাকে বাধা দিতে পারবেন না ছোটবাবু, আচায্যিকে আমি শাস্তি দেবো, দেবো, দেবো! এর প্রতিশোধ নেবো, নেবো, নেবো! আমি আজই যাচ্চি সদরে।

রমেশ। ব্যাপার কি সরকারমশাই? আপনার মত শান্তমানুষে এতখানি উতলা হয়ে উঠেচে, কি করলেন আচায্যিমশাই?

গোপাল। কি করলেন? নেমকহারাম, শয়তান! তখনি মনে হয়েছিল যাক্ ওর ভিটে মাটি বিক্রী হয়ে আমরা এতে মাথা

দেব না। কিন্তু তখনি ভয় হোলো কর্ত্তা হয়ত স্বর্গে থেকে দুঃখ পাবেন। জানি ত তাঁর স্বভাব। তাই আপনাকে নিষেধ করতে পারলাম না।

রমেশ। তবুও যে কিছুই বুঝলাম না সরকারমশাই ?

গোপাল। সেদিন আপনার আদেশ মত সদরে গিয়ে ওর ডিক্রীর টাকাটা জমা দিয়ে মকদ্দমার সমস্ত ব্যবস্থা স্থির কোরে এলাম, আর আজ এই মাত্র খবর পেলাম পরশু ভৈরব আচায্যি নিজে গিয়ে দরখাস্ত কোরে মাম্‌লা তুলে নিয়েছে। দেনা স্বীকার করেছে।

রমেশ। তার মানে ?

গোপাল। তার মানে জমা দেওয়া অতগুলো টাকা আমাদের গেল। আমাদের মাথায় কাঁটাল ভেঙে তিন জনে এখন বখ্‌রা করে খাবে। গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বড়বাবু, আর ও নিজে। শোনেন নি সকাল থেকে আচায্যি বাড়ীতে রসুন-চৌকির সানাইয়ের বাদ্যি ? ঘটা কোরে হবে দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন,—ওই টাকায় দেশশুদ্ধ বামুনের দল ফলার কোরে বাঁচবে। অথচ আপনার স্থান নেই,—স্থান হয়েছে গোবিন্দ গাঙ্গুলীদের। আপনাকে করেছে তারা 'একঘরে'।

রমেশ। ভৈরব আচায্যি ? পারলে করতে সে ?

গোপাল। পারলে বৈ কি। পাড়াগাঁয়ের লোকে পারে না যে কি তাই শুধু আমার জান্‌তে বাকি। আমি চোল্‌লাম।

রমেশ। যান্‌। আমি শুধু ভাবি এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে ?

গোপাল। আমার সাক্ষী আছে, আদালত খোলা আছে, আমি তাকে সহজে ছাড়ব না ছোটবাবু। প্রস্থান

রমেশ। জানিনে আইনে কি বলে। জানিনে কৃতঘ্নতার দণ্ড আদালতে হয় কি না। কিন্তু থাক্‌ সে। আমি নিলাম আজ নিজের হাতে এই ভার! কেবল সহ্য করে যাওয়াই জগতে পরম ধর্ম্ম নয়। প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভৈরব আচার্য্যের বহির্বাটী। দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে দ্বারে মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হইয়াছে। আম্রপল্লবের মালা গাঁথিয়া সম্মুখে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে রসনচৌকি বাদ্যকরের দল উপবিষ্ট। সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া গোবিন্দ গাঙুলী, বেণী ঘোষাল প্রভৃতি ভদ্রলোক। কেহ হাসিতেছে, কেহ ধূমপান করিতেছে। একজন বৈষ্ণব ও তাহার বৈষ্ণবী কীর্ত্তন গাহিতেছিল, এবং তাহাই সকলে পরমানন্দে শ্রবণ করিতেছে। গান শেষ হইলে দীনু ভট্টাচার্য্য হুঁকা রাখিয়া বাহিরে যাইতেছিল, এমনি সময়ে রমেশ আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিলেই বুঝা যায় সে অতিশয় উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে উপস্থিত সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল

গান

শ্রীমতী করিছে বেশ।
ভুলাতে নাগর
শ্যাম নটবর
নানা ছাঁদে বাঁধে কেশ।
(আহা) শ্রীমতী করিছে বেশ।
হেরিয়া মুকুরে
চাঁচর চিকুরে
বিনায়ে বিনায়ে বিনোদ গোখুরে
রাধা বাঁধিল কবরী কত
কেহ হ'ল নাক মনোমত (হায়রে)
ফণি-গঞ্জিত বেণী বিনোদিনী
দুলাইয়া দিক শেষ
(আহা) শ্রীমতী করিছে বেশ।
বেণী গেল ছুটী
লজ্ঘিয়া কটি
পরশি মেখলা নিতম্বে লুটি
চুম্বিয়া পাদদেশ !

উজ্জ্বল দু'টি নয়ন প্রান্তে কজ্জল নিল টানি
ফুলধনু জিনি ভ্রূযুগ মাঝে দীপ সম টিপ খানি !
ভরিয়া দু'করে স্বর্ণ বিন্দু
মার্জ্জিল ধনী বদন ইন্দু
নন্দিতে শ্যামসুন্দর হৃদি—বন্দিতে কমলেশ।

রমেশ। আচায্যি মশাই কই ?

দীনু। (কাছে আসিয়া) চল, বাবা চল, বাড়ী ফিরে চল। তুমি যে উপকার আচায্যির করেছো সে ওর বাবা কোরত না। কিন্তু উপায় নেই। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সকলকেই ঘর করতে হয়, তোমাকে নেমত্যন্ন করতে গেলে,—বুঝলেনা বাবা,—ভৈরবকে নেহাৎ দোষ দেওয়াও যায়না। তোমরা সব আজকালকার সহরের ছেলে,জাত-টাত ত তেমন মানোনা—তা'তেই বুঝলেনা বাবা,—দুদিন পরে ওর ছোট মেয়েটা বছর বারোর হ'লো ত,—পার করতেও ত হবে,—আমাদের সমাজের ব্যাপার বুঝলেনা বাবা—

রমেশ। আজ্ঞে হাঁ বুঝেচি। তিনি কই!

দীনু। আছে আছে বাড়ীতেই আছে। কিন্তু বামুনকেই বা দোষ দিই কি কোরে ? (সকলের দিকে চাহিয়া) আমাদের বুড়ো মানুষের পরকালের ভয়ও ত একটা—

রমেশ। সে ত ঠিক কথা। কিন্তু ভৈরব কোথায় ?

ভৈরবের প্রবেশ

ভৈরব। (সবিনয়ে বেণীবাবুর উদ্দেশে) দেখুন বড়বাবু, আপনার পাছে কষ্ট হয়—

অকস্মাৎ সম্মুখে রমেশকে দেখিয়া সে বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেল

রমেশ। (দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহার একটা হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া) কেন এমন করলেন ? আজ আমি—

ভৈরব। বড়বাবু—গোবিন্দ গাঙ্গুলীমশাই—দেখুন না একবার—

রমেশ। (ভৈরবকে সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়া) বড়বাবু, গোবিন্দ—আজ আমি সবাইকে দেখাবো ! বলুন কেন এ কাজ করলেন ?

বেণী প্রভৃতি সকলের দ্রুতবেগে পলায়ন

ভৈরব। (কাঁদিয়া উঠিয়া) লক্ষ্মীরে, পুলিসে খবর দেরে ! মেরে ফেল্‌লে রে—

রমেশ। চুপ্‌। বলুন, কিসের জন্যে এ কাজ কর্‌লেন !

ভৈরব। মেরে ফেল্‌লে রে ! বাবারে !

রমেশ। মেরেই ফেল্‌বো। আজ তোমাকে খুন ক'রে তবে বাড়ী যাবো।

এই বলিয়া সে পুনঃ পুনঃ ঝাঁকুনি দিতে লাগিল। লক্ষ্মী আসিয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বহু লোক সমবেত হইয়া চারিদিক হইতে উঁকি ঝুকি মারিতে লাগিল

দ্রুতবেগে রমার প্রবেশ

রমা। (রমেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া) হয়েছে,—এবার ছেড়ে দাও।

রমেশ। কেন শুনি ?

রমা। এই লোকটার গায়ে তুমি হাত দেবে ?

রমেশ। একে আমি কিছুতেই ছাড়বোনা।

রমা। (জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া দিয়া) এত লোকের মাঝখানে তোমার লজ্জা করেনা, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাই রমেশদা। বাড়ী যাও।

রমেশ। (মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া) আচ্ছা। আমি চল্‌লাম।

রমেশ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতে বেণী, গোবিন্দ, প্রভৃতি সকলে ভিড় করিয়া আসিয়া পড়িল। ভৈরব বসিয়া পড়িয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল

গোবিন্দ। বাড়ী চড়াও হয়ে যে আধমরা করে গেল, এর কি করবে এখন সেই পরামর্শ করো।

বেণী। আমিও ত তাই বলি।

রমা। কিন্তু এ পক্ষের দোষও ত কম নয় বড়দা? তা'ছাড়া হয়েছেই বা কি যে এই নিয়ে হৈ চৈ করতে হবে।

বেণী। বল কি রমা, এ কি সোজা ব্যাপার হোলো? আমরা সবাই না থাকৃলে ত সে খুন কোরে যেতো।

রমা। করলে ত আমরা আট্‌কাতে পারতামনা বড়দা।

লক্ষ্মী। তুমি ত ওর হয়ে বলবেই রমাদিদি। তোমার বাপকে কেউ ঘরে ঢুকে মেরে ফেলে গেলে কি কর্‌তে বল ত?

রমা। আমার বাপ ও তোমার বাপে অনেক তফাৎ লক্ষ্মী, তুমি সে তুলনা কোরোনা। কিন্তু আমি কারও হয়েই কথা বলিনি, ভালোর জন্যেই বলেচি।

লক্ষ্মী। বটে! ওর হয়ে কোঁদল করতে তোমার লজ্জা করেনা? বড়লোকের মেয়ে বোলে কেউ ভয়ে কথা বলেনা,—নইলে কে না শুনেচে? তুমি ব'লে তাই মুখ দেখাও, আর কেউ হলে গলায় দড়ি দিতো।

বেণী। (লক্ষ্মীকে তাড়া দিয়া) তুই থাম্‌না লক্ষ্মী—কাজ কি ওসব কথায়?

লক্ষ্মী। কাজ নেই? যার জন্যে বাবাকে এত দুঃখ পেতে হোলো তার হয়েই উনি কোঁদল করবেন? বাবা যদি আজ মারা যেতেন?

রমা। (লক্ষ্মীর প্রতি) লক্ষ্মী, ওর মত লোকের হাতে মরতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। আজ মারা পড়লে তোমার বাবা স্বর্গে যেতে পারতো।

লক্ষ্মী। তাইতেই বুঝি তুমি মরেছো রমাদিদি?

রমা। (ক্ষণকাল নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল) কিন্তু কথাটা কি তুমিই বল ত বড়দা।

বেণী। কি কোরে জান্‌বো বোন্‌। লোকে কত কথা বলে—তাতে কান দিলে ত চলে না।

রমা। লোকে কি বলে?

বেণী। বল্‌লেই বা রমা। লোকের কথাতে ত গায়ে ফোস্কা পড়ে না। বলুক না!

রমা। তোমার গায়ে হয়ত কিছুতেই ফোস্কা পড়ে না, কিন্তু সকলের গায়ে ত গণ্ডারের চাম্‌ড়া নেই? কিন্তু লোককে এ কথা বলাচ্চে কে? তুমি!

বেণী। আমি?

রমা। তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। পৃথিবীতে কোন দুষ্কর্ম্মই ত তোমার বাকি নেই,—জাল, জোচ্চুরি, চুরি, ঘরে আগুন দেওয়া সবই হয়ে গেছে, এটাই বা বাকি থাকে কেন? মেয়ে মানুষের এত বড় সর্ব্বনাশ যে আর নেই সে বোঝ্‌বার তোমার শক্তি নেই। কিন্তু জিজ্ঞেসা করি কিসের জন্য এ শত্রুতা তুমি ক'রে বেড়াচ্চো? এ কলঙ্ক রটিয়ে তোমার লাভ কি?

বেণী। আমার লাভ কি হবে? লোকে যদি তোমাকে রাত্রে রমেশের বাড়ী থেকে বার হতে দেখে,—আমি কোরব কি?

রমা। এত লোকের সামনে আর সব কথা আমি বল্‌তে চাই নে, কিন্তু তুমি মনে কোরো না, বড়দা, তোমার মনের ভাব আমি টের পাই নি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেনো,—আমি রমা। যদি মরি, তোমাকেও জ্যান্ত রেখে যাবো না।

দ্রুতবেগে প্রস্থান

গোবিন্দ। অ্যাঁ? এ হোলো কি বড়বাবু? তোমাকেও চোখ রাঙিয়ে যায়,—মেয়েমানুষ হ'য়ে? আমি বেঁচে থেকে এও চোখে দেখ্‌তে হবে?

বেণী। (নিজের ললাট স্পর্শ করিয়া) কারও দোষ নয় খুড়ো, দোষ এর। কালিকাল,—এরই নাম কাল-মাহাত্ম্য। ভালো ছাড়া কখনো কারো মন্দ করি নে, মন্দ করার কথা ভাব্‌তে পারি নে। জগতে আমার এমন হবে না ত হবে কার? বিদ্যাসাগরের কি হয়েছিল? গল্প শুনেচো ত!

গোবিন্দ। তা আর শুনিনি?

বেণী। তবে তাই। দোষ দেবো আর কাকে? (ভৈরবকে দেখাইয়া) এঁকে রক্ষে করতে না যেতাম ত কোন কথাই হোতো না। কিন্তু সে ত আর আমি প্রাণ থাক্‌তে পারি নে!

তৃতীয় দৃশ্য

বনাকীর্ণ নির্জ্জন গ্রাম্য পথ

রমেশ দ্রুতপদে প্রবেশ করিল। রমা অন্তরাল হইতে ডাকিল—রমেশদা? এবং পরক্ষণেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল

রমেশ। রমা? এতদূরে এই নির্জ্জন পথে তুমি?

রমা। আমি জানি পীরপুরের স্কুলের কাজ সেরে এই পথে তুমি নিত্য যাও।

রমেশ। তা যাই। কিন্তু তুমি কেন?

রমা। শুনেছিলাম এখানে আর তোমার শরীর ভাল থাক্‌চে না। এখন কেমন আছো?

রমেশ। ভালো নয়। মনে হয় রোজ রাত্রেই যেন জ্বর হয়।

রমা। তা'হলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে ভাল হয়।

রমেশ। (হাসিয়া) ভাল ত হয় জানি, কিন্তু যাই কি কোরে?

রমা। হাস্‌লেন যে বড় ? আপনি বলবেন আপনার অনেক কাজ, কিন্তু এমন কাজ কি আছে যা নিজের শরীরের চেয়েও বড় ?

রমেশ। নিজের শরীরটা যে ছোট জিনিস তা আমি বলি নে। কিন্তু এমন কাজ মানুষের আছে যা এই দেহটার চেয়েও বড়। কিন্তু সে ত তুমি বুঝ্‌বে না রমা।

রমা। আমি বুঝ্‌তেও চাই নে। কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতেই হবে। সরকারমশায়কে বলে দিয়ে যান আমি তাঁর কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌বো।

রমেশ। তুমি দেখ্‌বে আমার কাজ-কর্ম্ম ?

রমা। কেন, পারবো না ?

রমেশ। পারবে। হয়ত, আমার নিজের চেয়েও ভাল পারবে, কিন্তু পেরে কাজ নেই। আমি তোমাকে বিশ্বাস কোরবো কি কোরে ?

রমা। রমেশদা, ইতরে বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু তুমি পারবে। তুমি না পারলে সংসারে বিশ্বাস করার কথাটা উঠে যাবে। আমাকে এই ভারটুকু তোমার দিয়ে যাও।

রমেশ। (ক্ষণকাল নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া) আচ্ছা, ভেবে দেখি।

রমা। কিন্তু ভাব্‌বার ত সময় নেই। আজই তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে। না গেলে—

রমেশ। (পুনশ্চ তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া) তোমার কথার ভাবে মনে হয় না গেলে আমার বিপদের সম্ভাবনা। ভালো, যাই-ই যদি তাতে তোমার লাভ কি ? আমাকে বিপদে ফেল্‌তে তুমি নিজেও ত কম চেষ্টা করো নি যে, আজ আর একটা বিপদে সতর্ক করতে এসেছো। সে সব কাণ্ড এত পুরোনো হয়নি যে তোমার মনে নেই। বরঞ্চ খুলে

বলো আমি চলে গেলে তোমার নিজের কি সুবিধে হয়,—হয়ত, তোমার জন্যে আমি রাজি হতেও পারি।

রমা। (এই কঠিন আঘাতে রমার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে সে সাম্‌লাইয়া লইল) আচ্ছা, খুলেই বল্‌চি। তুমি গেলে আমার ভাল কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

রমেশ। এই? মাত্র এইটুকু? কিন্তু সাক্ষী না দিলে?

রমা। না দিলে আমার মহামায়ার পূজোয় কেউ আসবেনা, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবেনা, আমার বার-ব্রত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম,—না রমেশদা, তুমি যাও তোমাকে আমি মিনতি করচি। থেকে, সব দিক দিয়ে আমাকে নষ্ট কোরোনা। তুমি যাও—যাও এদেশ থেকে।

রমেশ। (একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া) বেশ, আমি যাবো। আমার আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই যাবো— কন্তু নিজের কাছে নিজেকে কি জবাব দেব?

রমা। জবাব নেই। আর কেউ হলে জবাবের অভাব ছিলনা, কিন্তু এক অতিক্ষুদ্র নারীর অখণ্ড-স্বার্থপরতার উত্তর তুমি কোথায় খুঁজে পাবে রমেশদা? তোমাকে নিরুত্তরে যেতে হবে।

রমেশ। বেশ, তাই হবে। কিন্তু আজ আমার সাধ্য নেই।

রমা। সত্যিই সাধ্য নেই?

রমেশ। না। তোমার সঙ্গে কে আছে তাকে ডাকো।

রমা। সঙ্গে আমার কেউ নেই। আমি একাই এসেচি।

রমেশ। একা এসেছো? সে কি কথা রাণি,—একলা এলে কোন্ সাহসে?

রমা। সাহস এই ছিল যে, আমি নিশ্চয় জানতাম এই পথে তোমার দেখা পাবো। তারপরে আর আমার ভয় কিসের?

রমেশ। ভালো করোনি রমা, অন্ততঃ তোমার দাসীকেও আনা

উচিত ছিল। এই নিস্তব্ধ জনহীন পথে আমাকেও ত তোমার ভয় করা কর্ত্তব্য।

রমা। তোমাকে? ভয় কোরব আমি তোমাকে?

রমেশ। নয় কেন?

রমা। (মাথা নাড়িয়া) না, কোন মতেই না। আর যা খুসী উপদেশ দাও রমেশদা, সে আমি শুন্‌বো। কিন্তু তোমাকে ভয় করবার ভয় আমাকে দেখিয়োনা।

রমেশ। আমাকে তোমার এতই অবহেলা?

রমা। হাঁ, এতই অবহেলা। বলছিলে, দাসীকে সঙ্গে না-এনে ভালো করিনি। কিন্তু কিসের জন্যে শুনি? ভেবেচো তোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দাসীর শরণাপন্ন হবো? রমার চেয়ে তোমার কাছে সে-ই হবে বড়?

রমেশ নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

মনে নেই সকালের কথা? সেখানে লোকের অভাব ছিল না। তবু সেই মূর্ত্তি দেখে সবাই যখন পালিয়ে গেল, তখন কে রক্ষে করেছিল ভৈরব আচায্যিকে? সে রমা। দাসী-চাকরের তখন প্রয়োজন হয়নি, এখনও হবেনা। বরঞ্চ, আজ থেকে তুমিই রমাকে ভয় কোরো। আর এই কথাটাই বলবার জন্যে আজ এসেছিলাম।

রমেশ। তাহলে নিরর্থক এসেছো রমা। ভেবেছিলাম তোমার নিজের কল্যাণের জন্যই আমাকে চলে যেতে বলচো। কিন্তু তা যখন নয়, তখন আমাকে সতর্ক করবার প্রয়োজন দেখতে পাইনে।

রমা। সমস্ত প্রয়োজনই কি সংসারের চোখে দেখা যায় রমেশদা!

রমেশ। যায়না তা আমি স্বীকার করিনে। চোল্‌লাম। প্রস্থান

রমা। (অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া) যে অন্ধ তাকে আমি দেখাবো কি দিয়ে!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রমার পূজার দালানের একাংশ। দুর্গা প্রতিমা স্পষ্ট দেখা যায় না বটে, কিন্তু পূজার যাবতীয় আয়োজন বিদ্যমান। সময় অপরাহ্ণ-প্রায়। এ বেলার মত পূজার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেছে। একধারে রমা স্থির হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার বাটীর সরকার প্রবেশ করিয়া কহিল

সরকার। মা, বেলা যায়, কিন্তু শুদ্দুররা তো কেউ এলোনা। একবার ঘুরে দেখে আসবো কি?

রমা। কেউ এলোনা?

সরকার। কই না।

হুঁকা হাতে করিয়া বেণী ঘোষালের প্রবেশ

বেণী। ইস্। এত খাবার-দাবার নষ্ট কোরে দিতে বসেছে দেশের ছোট-লোকের দল! এত বড় আস্পর্দ্ধা! কিন্তু ব্যাটাদের শেখাবো, শেখাবো, শেখাবো! চাল কেটে যদি না তুলে দিই তো আমি—

রমা তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। কিছু বলিল না

বেণী—না না, এ হাসির কথা নয় রমা, বড় সর্ব্বনেশে কথা! একবার যখন জান্‌বো এর মূলে কে, তখন এই এমনি কোরে ছিঁড়ে ফেল্‌ব। —আরে হারামজাদা ব্যাটারা এ বুঝিসনে যে যার জোরে তোরা জোর করিস, সে রমেশ বাবু যে নিজে জেলের ঘানি টেনে মরচেন! তোদের মারতে কতটুকু সময় লাগে?—ভৈরব আচায্যিকে ছুরি মারতে ঢুকেছিল,—হাতে এতোবড় ভোজালি স্পষ্ট প্রমাণ করে দিলাম। কই, কোন শালা আট্‌কাতে পারলে না? আরে মনে করি যদি তো রাতকে

দিন, দিনকে রাত করে দিতে পারি যে! আচ্ছা—আরো খানিকটা দেখি, তার পরে—শাস্তরে বলেছে যথা ধর্ম্ম তথা জয়ঃ। শুদ্দুর হয়ে বামুনবাড়ীর ধর্ম্ম-কর্ম্মের ওপর আড়ি? আচ্ছা—

প্রস্থান

ধীরে ধীরে বিশ্বেশ্বরীর প্রবেশ

বিশ্বেশ্বরী। রমা?

রমা। কেন মা?

বিশ্বেশ্বরী। চুপ্‌টি কোরে বসে আছিস মা, কে বল্‌বে মানুষ। ঠিক যেন কে মাটির মূর্ত্তি গড়ে রেখেচে। (ধীরে ধীরে তাহার পাশে বসিয়া) সে হাসি নেই, সে উল্লাস নেই,—যেন কোথায় কোন্ বহুদূরে চলে গেছিস্।

রমা। (ঈষৎ হাসিয়া) বাড়ীর ভেতর এতক্ষণ কি করছিলে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। তোমার যজ্ঞি-বাড়ীতে তো কাজ কম নেই মা। অন্ন-ব্যঞ্জনের যেন পাহাড় জমিয়ে তুলেছ।

রমা। এবারে কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল। বোধ করি একজন চাষাও আমার বাড়ীতে মায়ের প্রসাদ পেতে আস্‌বে না। কিন্তু অন্যান্য বারের কথা জানো ত জ্যাঠাইমা, এই সপ্তমীর দিনে প্রজাদের ভিড় ঠেলে বাড়ীতে ঢুকতে পারা যেত না।

বিশ্বেশ্বরী। এখনো বলা যায় না রমা। হয়ত সন্ধ্যের পরে সবাই আসবে।

রমা। না, আসবে না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। সবাই ওই কথাই বল্‌চে। বেণী, গোবিন্দঠাকুরপো রাগে দাপাদাপি করে বেড়াচ্চে, ভেতরে তোর মাসির গালাগালির জ্বালায় কান পাতবার যো নেই, কেবল তোর মুখেই নালিস নেই। সে রাগ

নেই, অভিমান নেই,—তোর চোখের পানে চাইলে মনে হয় যেন ওর নিচে কান্নার সমুদ্র চাপা আছে। কেমন কোরে এমন বদলে গেলি মা ?

রমা। রাগ কোরব কাদের ওপর জ্যাঠাইমা ? প্রজাদের ওপরে ? গরীব বলে কি তাদের সম্ভ্রম বোধ নেই ? তারা আমার মত পাপিষ্ঠার অন্ন গ্রহণ করবে কেন ?

বিশ্বেশ্বরী। তোমাকে পাপিষ্ঠা বলে কার সাধ্য মা ?

রমা। বল্‌লেও তো অন্যায় হয় না। তারা জানে আমরা তাদের ভালবাসিনে, আমরা তাদের আপনার জন নই। আমরা তো আদর কোরে আহ্বান করিনে মা, আমরা জোর কোরে হুকুম করি দুটো খেয়ে যাবার জন্যে। তাই তাদের না আসায় আমরা রাগে ক্ষেপে উঠি। —কিন্তু আদর যে কি সে স্বাদ তারা পেয়েছে, ভালবাসা যে কি সে তারা রমেশদার কাছে জেনেছে। তাদের সেই বন্ধুকেই আমরা যখন মিথ্যে মামলায় মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে জেলে পুরে এলাম, এ দুঃখ তারা ভুল্‌বে কি কোরে জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু তুমি তো মিথ্যে সাক্ষী দাও নি মা ?

রমা। দিই নি আমি ? তাদের বড় আশা ছিল, আর যেই কেন না মিথ্যে বলুক, আমি বল্‌তে পারব না। কিন্তু বল্‌তে ত পারলাম। মুখে ত বাধল না ! আচায্যি মশায়ের কতবড় অপরাধ, কতবড় কৃতঘ্নতা যে রমেশদাকে আত্মবিস্মৃত করেছিল, সে ত আমি জানি। আমি ত ত জানি তাঁর হাতে একটা তৃণ পর্য্যন্ত ছিল না, তবু আদালতে দাঁড়িয়ে স্মরণ করতেই পারলাম না, হাতে তাঁর ছুরি ছোরা ছিল কি না !

বিশ্বেশ্বরী। রমা—

রমা। জ্যাঠাইমা, তুমি বল্‌ছিলে মিথ্যে তো আমি বলিনি। এখানকার আদালতে হলফ কোরে মিথ্যে হয়ত আমি বলিনি, কিন্তু যে-

আদালতে হলফ করার বিধি নেই, সেখানে আমি কি জবাব দেবো? উঃ—ভগবান! সত্য-গোপনের যে এত বড় বোঝা এ আমাকে তুমি আগে জান্‌তে দাওনি কেন?

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু আমি তোমাকে বল্‌চি মা, শাস্তি তার হয়েছে সত্যি, কিন্তু অকল্যাণ তার কখনো হবে না।

রমা। হবে কি কোরে জ্যাঠাইমা, আজ সমস্ত অকল্যাণের ভার এসে পড়েছে যে আমার মাথার ওপর!

বিশ্বেশ্বরী। একলা তোমার মাথায় পড়েনি মা, আমরা সবাই মিলে তাকে ভাগ কোরে নিয়েছি। অসত্যাচারী সমাজের যে-কাপুরুষের দল মিথ্যে দুর্নামের ভয় দেখিয়ে তোমাকে ছোট করেছে, এ পাপের ভারে তাদের মাথা আজ পথের ধূলোয়। বেণীর মা আমি, আমার মাথা মাটিতে লুটোচ্চে রমা, কখনো আর তুল্‌তে পারব না।

রমা। অমন কথা তুমি বোল না জ্যাঠাইমা। কিন্তু আমি কি করে-ছিলাম জানো? জনশূন্য অন্ধকার পথে একলা দেখা কোরে সেধে-ছিলাম, রমেশদা, তুমি যাও,—যাও এখান থেকে। বিশ্বাস করলেন না, বল্‌লেন, আমি চলে গেলে তোমার লাভ কি? আমার লাভ? হঠাৎ ব্যথার ভারে যেন পাগল হয়ে গেলাম। বোল্‌লাম, লাভ কিছুই নেই,—কিন্তু না গেলে আমার অনেক ক্ষতি। আমার মহামায়ার পূজোয় কেউ আস্‌বে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবে না,—তুমি দেশে থেকে আমাকে সকল দিক দিয়ে নষ্ট কোরো না। কিন্তু এত বড় মিথ্যে আমি কোথায় পেলাম জ্যাঠাইমা? রাগ কোরে বল্‌লেন, এই? এই মাত্র? না, এর জন্যে আমার কাজ ছেড়ে আমি কোন মতেই যাব না। অভিমানে ভাবলাম, তবে হোক্ একটা শিক্ষা। বিশ্বাস ছিল, সামান্য কিছু একটা জরিমানা হবে! কিন্তু সে শাস্তি যে এম্‌নি কোরে আসবে,—তাঁর রোগ শীর্ণ মুখের পানে চেয়েও বিচারকের দয়া হবে না,—তাঁকে

জেলে দেবে এ কথা আমার অতি বড় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনি জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। সে জানি মা।

রমা। শুন্‌লাম, আদালতে তিনি কেবল আমার পানেই চেয়ে ছিলেন। তাঁর গোপাল সরকার চাইলেন আপিল করতে, তিনি বললেন, না। সারা জীবন যদি জেলের মধ্যে বাস করতে হয় সেও ঢের ভাল, কিন্তু আপিল করে খালাস পেতে চাইনে। এ শাস্তি আমার কত বড় বল ত জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু তার মিয়াদের কালও পূর্ণ হয়ে এলো। মুক্তি পেতে আর বেশি দিন নেই।

রমা। তাঁর মুক্তি হবে, কিন্তু তাঁর সেই নিবিড় ঘৃণা থেকে ইহজীবনে আমার ত মুক্তি নেই মা।

বৃদ্ধ সনাতন হাজরাকে লইয়া বেণীর প্রবেশ

বেণী। এই আমাদের তিনপুরুষের প্রজা। সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, ডাকতে তবে বাড়ী ঢুকলেন! হাঁরে সনাতন, এত অহঙ্কার কবে থেকে হোল রে? বলি, তোদের ঘাড়ে কি আর একটা কোরে মাথা গজিয়েছে রে?

সনাতন। দুটো ক'রে মাথা আর কার থাকে বড়বাবু? আপনাদেরই থাকে না ত আমাদের মত গরীবের!

বেণী। কি বল্‌লি রে হারামজাদা।

সনাতন। দুটো মাথা কারো থাকে না, বড়বাবু, সেই কথাই বলেচি, —আর কিছু নয়।

গোবিন্দ গাঙ্গুলীর প্রবেশ

গোবিন্দ। তোদের বুকের পাটা শুধু দেখচি আমরা! মায়ের প্রসাদ পেতেও কেউ তোরা এলিনে, বলি, কেন বল্‌ ত রে?

সনাতন। (হাসিয়া) আর বুকের পাটা। যা করবার সে ত আমার করেছেন। সে যাক্। কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন, আর যাই বলুন, কোন্ কৈবর্ত্তই আর বামুন-বাড়ীতে পাত পাতবে না। এত পাপ যে মা বসুমাতা কেমন ক'রে সইচেন, তাই আমরা কেবল বলাবলি করি। (নিশ্বাস ফেলিয়া রমার প্রতি চাহিয়া) একটু সাবধানে থেকো দিদিঠাকরুণ, পীরপুরের ছোঁড়ার দলটা একেবারে ক্ষেপে রয়েচে। এর মধ্যেই দুতিনবার তারা বড়বাবুর বাড়ীর চারপাশে ঘুরে গেছে—সাম্‌নে পায়নি তাই রক্ষে। (বেণীর প্রতি)একটু সাম্‌লে-সুমলে থাকবেন বড়বাবু, রাতবিরেতে আর বার হবেন না।

বেণী কি একটা বলিতে গেল কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

রমা। (স্নেহার্দ্র কণ্ঠে) সনাতন, ছোটবাবুর জন্যেই বুঝি তোমাদের সব রাগ এত?

সনাতন। মিথ্যে বোলে আর নরকে যাব না দিদিঠাকরুণ, তাই বটে। তবে, পীরপুরের লোকগুলোর রাগটাই সব চেয়ে বেশি। তারা ছোটবাবুকে দেবতা মনে করে।

রমা। (আনন্দোজ্জ্বল মুখে) তাই না কি সনাতন?

বেণী। (সনাতনের হাত চাপিয়া ধরিয়া) তোকে একবার দারোগার কাছে গিয়ে বল্‌তে হবে সনাতন। তুই যা চাইবি তাই দেব! তোর সেই সাবেক দুবিঘে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস ত তাই পাবি। ঠাকুরঘরে বসে দিব্বি করচি সনাতন, বামুনের কথাটা রাখ।

সনাতন। সে দিন কাল আর নেই বড়বাবু,—সে দিন কাল আর নেই। ছোটবাবু সব উল্টে দিয়ে গেছেন।

গোবিন্দ। বামুনের কথা তা'হলে রাখবিনে বল্?

সনাতন। (মাথা নাড়িয়া) না। বল্‌লে তুমি রাগ করবে গাঙুলি-মশাই, কিন্তু সেদিন পীরপুরের নূতন ইস্কুলঘরে ছোটবাবু বলেছিলেন, গলায় গাছকতক সূতো ঝোলানো থাক্‌লেই বামুন হয় না! আমি ত আর

আজকের নই ঠাকুর, সব জানি। যা কোরে তোমরা বেড়াও সে কি বামুনের কাজ? তোমাকেই জিজ্ঞাসা কর্‌চি দিদি ঠাকরুণ, তুমিই বল দিকি?

রমা নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিল

সনাতন। (মনের আক্রোশ মিটাইয়া বলিতে লাগিল) বিশেষ কোরে ছোঁড়াদের দল। এই দুটো গাঁয়ের যত ছোক্‌রা সন্ধ্যের পরে সবাই গিয়ে জোটে মোড়লের বাড়ীতে। তারা ত স্পষ্ট বলে বেড়াচ্চে জমিদার ত ছোট-বাবু। আর সব চোর ডাকাত। তাছাড়া খাজ্‌না দিয়ে বাস কোরব, ভয় কারুকে কোরব না। আর বামুনের মত থাকে ত বামুন, নইলে, আমরাও যা' তারাও তাই।

বেণী। (আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া) সনাতন, আমার ওপরেই কেন এত রাগ বল্‌তে পারিস্?

সনাতন। তা' আর পারিনে বড়বাবু? আপনিই যে সকল নষ্টের গোড়া তা' কারও জান্‌তে বাকি নেই।

বেণী চুপ করিয়া রহিল, ভয়ে বুকের ভিতর তাহার ঢিপ ঢিপ করিতেছিল

বিশ্বেশ্বরী। গাঙুলি ঠাকুরপো, ছোটলোকের মুখে এত আস্পর্দ্ধার কথা শুনেও যে বড় চুপ করে আছ?

বেণী বক্রচক্ষে মায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়াও নীরব হইয়া রহিল

গোবিন্দ। হাঁ সনাতন, বিপিন মোড়লের বাড়ীতেই তাহলে আড্ডা বল্? সেখানে কি করে তারা বল্‌তে পারিস্?

সনাতন। কি করে তা' জানিনে। কিন্তু ভাল চাও ত কু-মৎলব কোরো না ঠাকুর। তারা ছোট-বড় সবাই ভাই সম্পর্ক পাতিয়েছে। এক মন, এক-প্রাণ। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে সব রাগে বারুদ হয়ে

আছে, তার মধ্যে গিয়ে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বাল্‌তে যেয়ো না গাঙুলি মশাই। এই তোমাদের সাবধান করে দিয়ে গেলাম।

প্রস্থান

সনাতন প্রস্থান করিলে সকলেই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া

বেণী। ব্যাপার শুনলে রমা?

রমা মুচকিয়া হাসিল, কথা কহিল না। হাসি দেখিয়া বেণীর গা জ্বলিয়া গেল

বেণী। শালা ভৈরবের জন্যেই এত কাণ্ড। আর তুমি না যাবে সেখানে, না তাকে ছাড়িয়ে দেবে তো এসব কিছুই হয় না খেতো শালা মার,—তোমার কি!

রমা পুনরায় একটু হাসিল, জবাব দিল না

বেণী। তুমি ত হাস্‌বেই রমা। মেয়ে মানুষ, বাড়ীর বার হতে ত হয় না,—কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে বল ত? সত্যি সত্যিই যদি একদিন মাথা ফাটিয়ে দেয়? মেয়ে মানুষদের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই এই দশা হয়।

রমা বিস্মিত মুখে শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

বেণী। গোবিন্দ খুড়ো, চুপ করে বসে থাকলে কি হবে? আমার দারোয়ান আর চাকর দুজনকে একবার ডেকে পাঠাও না? গোটা দুই আলো যেন সঙ্গে কোরে আনে।

গোবিন্দ। এস না, বাইরে গিয়ে ডাক্‌তে পাঠাই। আর ভয়টা কিসের? না হয়, আমি নিজে গিয়ে তোমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

জগন্নাথ ও নরোত্তমের প্রবেশ। জগন্নাথের হাতে একগাছা মোটা লাঠি।

নরোত্তম। এই পথ, এইখান দিয়েই যাবে। জগা, এখনো বল্ সাহস হবে ত?

জগন্নাথ। সাহস হবে না কি রে! শাস্তি নিতে রাজী হয়েই তো শাস্তি দিতে দাঁড়িয়েচি। অনেক দুঃখু দিয়েছে। মা দুর্গা! শুধু এই কোরে আজ যেন একটা কাজের মত কাজ করে যেতে পারি। যেন হাত না কাঁপে।

নরোত্তম। হাত কাঁপ্‌বে কি রে?

জগন্নাথ। তা পারে। বাপ্‌-পিতামোর কাল থেকে মার খাওয়াটাই অভ্যাস হয়ে আছে কি না! তাই শেষ পর্য্যন্ত হাত যদি না ওঠে ত জান্‌বি হাতের দোষ, আমার নয়।

নরোত্তম। তবে লাঠি গাছটা আমার হাতে দিয়ে তুই সরে' দাঁড়া। দেখি আমি কি করতে পারি।

জগন্নাথ। অমন কথা তুই বলিস্‌নে নরু। তোর ছেলে-পুলে আছে, কিন্তু আমার নেই। এই আমার সময়। ছোটবাবু ফিরে এলে আর হবে না, তিনি হাত চেপে ধরবেন। তাই তাঁর জেল থেকে বেরোবার আগেই তার শোধ নিয়ে আমি জেলে গিয়ে ঢুক্‌ব। তুই ঘরে যা।

নরোত্তম। ঘরে যাব না,—কাছেই থাক্‌ব জগা।

নরোত্তমের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া গোবিন্দ, বেণী ও দারোয়ানের প্রবেশ। হাতে তাহার লণ্ঠন

বেণী। (চমকিয়া) দাঁড়িয়ে কেরে?

জগন্নাথ। আমি জগন্নাথ।

গোবিন্দ। পথে দাঁড়িয়ে লোক ভাঙান হচ্চে,—কেউ না খেতে যায়। না রে হারামজাদা?

জগন্নাথ। গাল দিয়ো না বল্‌চি গাঙুলী মশাই।

বেণী। গাল দেবে না হারামজাদা—শালা! কাল চাল কেটে ভিটেয় সরষে বুনে দেব জানিস্‌?

জগন্নাথ। অনেকের দিয়েছ জানি, কিন্তু আর না দিতে পার আমি তার ব্যবস্থা কোরে যাব।

বেণী। কি ব্যবস্থা করবি রে হারামজাদা? শুনি?

এই বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া গেল।

জগন্নাথ। এই যে ব্যবস্থা!

এই বলিয়া সে বেণীর মাথায় সজোরে লাঠির আঘাত করিল

বেণী। (বসিয়া পড়িল) বাবা রে! গেছি রে বাবা!

গোবিন্দ ও দারোয়ান চীৎকার করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল

বেণী। তোর পায়ে পড়ি বাবা, জগন্নাথ, ব্রহ্মহত্যা করিস্‌নে। দোহাই বাবা, তোকে দশবিঘে জমি দেব।

জগন্নাথ। জমি তোমার চাইনে,—সে তোমারি থাক্‌। ব্রহ্মহত্যাও কোরব না।

বেণী। আজ থেকে তোর সঙ্গে বাপ-ব্যাটা সম্পর্ক জগন্নাথ—যা চাইবি তুই—

জগন্নাথ। কিছুই চাইব না। কিন্তু বাপ্‌-ব্যাটা সম্পর্ক তোমার সঙ্গে? ছি! আর সাবধান করে দিচ্চি বড়বাবু, এই মারই তোমার শেষ মার নয়। বাবু বোলে, বামুন বোলে যতই সয়েছি, ততই অত্যাচার বেড়ে গেছে। আর আমরা সইব না। দেখি তোমরা সিধে হও কি না!

প্রস্থান

বেণী। বাবা রে, মরে গেছি রে! সব শালা পালাল রে!

গোবিন্দ ও দারোয়ানের প্রবেশ

গোবিন্দ। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) পালাবো কেন বাবা পালাইনি। ছুটে লোক ডাকতে গিয়েছিলাম। জগা শালা কি রকম গুণ্ডা জান ত? শালাকে ডাকাতির চার্জ্জে পাঁচ বচ্ছর ঠেলে দেব—তবে আমার নাম গোবিন্দ গাঙ্গুলী!

দরোয়ান। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) হাঁথ মে একঠো হাথিয়ার রহতা!

বেণী। দূর হ শালা সুমুখ থেকে। মেরে তক্তা বানিয়ে দিলে—(মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া) বাবা গো! কি রক্ত পড়চে গো,—আর আমি বাঁচব না।

বেণী শুইয়া পড়িল

গোবিন্দ। (ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া) বাঁচ্‌বে বাঁচ্‌বে। আমি নিজে তোমাকে কল্‌কাতার হাঁসপাতালে নিয়ে যাব (দরোয়ানের প্রতি) ধর্‌না শালা ছাতুখোর। শালা ভয়ে শিয়ালের মত ছুটে পালাল।

দরোয়ান। কেয়া রে বাবুজি, বিন্ হাথিয়ার—

উভয়ে বেণীকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল

তৃতীয় দৃশ্য

রমার শয়নকক্ষ। পীড়িত রমা শয্যায় শায়িত। সম্মুখে প্রাতঃসূর্য্যালোক খোলা জনালার ভিতর দিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বেশ্বরী প্রবেশ করিলেন

বিশ্বেশ্বরী। (অশ্রুভরা কণ্ঠে) আজ কেমন আছিস্ মা, রমা ?

রমা। (একটুখানি হাসিয়া) ভাল আছি জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। রাত্রে জ্বরটা কি ছেড়েছিল ?

রমা। না। কিন্তু বোধহয় শীগগির একদিন ছেড়ে যাবে।

বিশ্বেশ্বরী। কাশিটা ?

রমা। কাশিটা বোধ করি তেম্‌নি আছে।

বিশ্বেশ্বরী। তবু বলিস ভাল আছিস্ মা !

রমা নিঃশব্দে হাসিল, বিশ্বেশ্বরী তাহার শিয়রে গিয়া বসিলেন, এবং মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন

বিশ্বেশ্বরী। তোর হাসি দেখ্‌লে মনে হয় মা, যেন গাছ থেকে ছেঁড়া ফুল দেব্‌তার পায়ের কাছে হাস্‌চে ! রমা ?

রমা। কেন জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী। আমি ত তোর মায়ের মত রমা—

রমা। মত কেন জ্যাঠাইমা, তুমিই ত আমার মা।

বিশ্বেশ্বরী। (হেঁট হইয়া রমার ললাটে চুম্বন করিলেন) তবে সত্যি ক'রে বল্ দেখি মা, তোর কি হয়েছে ?

রমা। অসুখ করেছে জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। (রমার রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া কহিলেন) সে ত এই দুটো চাম্‌ড়ার চোখেই দেখ্‌তে পাই মা। যা এতে ধরা যায় না তেমন যদি কিছু থাকে মায়ের কাছে লুকোস্‌নে রমা। লুকোলে তো অসুখ সারবে না মা।

রমা। (কিছুক্ষণ জানালার বাহিরে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া) বড়দা কেমন আছেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। মাথার ঘা সারতে দেরি হবে বটে, কিন্তু হাঁসপাতাল থেকে পাঁচ ছয় দিনেই বাড়ী আসতে পারবে।—দুঃখ কোরনা মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে। ভাব্‌চো, মা হয়ে সন্তানের এত-বড় দুর্ঘটনায় এ কথা বল্‌চি কি কোরে? কিন্তু তোমাকে সত্যি বল্‌চি রমা, এতে আমি ব্যথা বেশি পেয়েছি কি আনন্দ বেশি পেয়েছি বল্‌তে পারিনে। অধর্ম্মকে যারা ভয় করে না, লজ্জা যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেম্‌নি বেশি থাকে মা, সংসার ছার-খার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয় রমা, এই চাষার ছেলে বেণীর যে মঙ্গল করে দিয়ে গেল পৃথিবীতে কোন আত্মীয় বন্ধুই তার সে ভাল করতে পারত না। কয়লাকে ধুয়ে তার রং বদ্‌লান যায় না মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।

রমা। কিন্তু এমন ধারা ত আগে ছিল না জ্যাঠাইমা। কে দেশের চাষাদের এ রকম কোরে দিলে?

জ্যাঠাইমা। সে কি তুই নিজেই বুঝিস্‌ নি মা, কে এদের বুক এমন কোরে ভরে দিয়ে গেছে। ওরা ভাব্‌লে তাকে যেমন কোরে হৌক্‌ জেলে বন্ধ করলেই আপদ চুকল। কিন্তু এ কথা তারা ভাব্‌লে না যে আগুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না। জোর করে নেবালেও সে আশে-পাশের জিনিস তাতিয়ে দিয়ে যায়।

রমা। কিন্তু এই কি ভাল জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। ভাল বই কি মা। একদিকে প্রবলের অত্যাচার করবার অখণ্ড স্পর্দ্ধা, অন্য দিকে নিরুপায়ের সহ্য করবার তেমনি অবিচ্ছিন্ন ভীরুতা,—এ দুইই যদি সে খর্ব্ব করে থাকে মা, বেণীর কথা মনে করে আমি কোন দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলব না। বরঞ্চ এই প্রার্থনাই কোরব, সে আমার ফিরে এসে দীর্ঘজীবী হয়ে যেন এম্‌নি কোরেই কাজ করতে পারে।

রমা, একসন্তান যে কি সে শুধু মায়েই জানে। বেণীকে যখন তারা রক্ত-মাখা অবস্থায় পাল্কিতে করে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল, তখন যে আমার কি হ'য়েছিল তোমাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও কারুকে আমি অভিশাপ দিতে পারি নি। এ কথা ত ভুলতে পারি নি মা, যে ধর্ম্মের শাসন মায়ের মুখ চেয়ে থাকে না।

রমা। তোমার সঙ্গে তর্ক করছি নে জ্যাঠাইমা, কিন্তু এই যদি সত্য হয়, তবে রমেশদা কোন পাপে এ দুঃখ ভোগ কর্‌চেন? আমরা যা কোরে তাঁকে জেলে দিয়েছি এ কথা ত কারও অগোচর নেই।

বিশ্বেশ্বরী। নেই বলেই ত বেণী আজ হাঁসপাতালে। আর তোমার—কি জানিস্ মা, কোন কাজই কোন দিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও-না-কোথাও গিয়ে কাজ করেই। কিন্তু কি কোরে করে তা' সকল সময় ধরা পড়ে না বলেই আজ পর্য্যন্ত এ সমস্যার মীমাংসা হোলো না, কেন একের পাপে অন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু করতে যে হয় রমা, তাতে ত সংশয় নেই।

রমা নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল

বিশ্বেশ্বরী। এর থেকে আমারও চোখ ফুটেচে মা, ভাল কোরব বল্‌লেই সংসারে ভাল করা যায় না। গোড়ার ছোট-বড় অনেকগুলো সিঁড়ি উত্তীর্ণ হবার ধৈর্য্য থাকা চাই। একদিন রমেশ হতাশ হয়ে যখন চলে যেতে চেয়েছিল তখন আমিই তাকে যেতে দিই নি। তাই তার জেলের খবর শুনে মনে হয়েছিল আমিই যেন তাকে জেলে পাঠালাম। তখন ত জানি নি মা, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল ক'রতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত। সে কাজ এত কঠিন।

রমা। কেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। আগে যে দশের সঙ্গে এক হয়ে মিল্‌তে হয়, সে

কথা ত তখন মনেও ভাবি নি। প্রথম থেকেই সে তার মস্ত জোর, মস্ত প্রাণ নিয়ে এতই উঁচুতে এসে দাঁড়াল যে কেউ তার নাগালই পেলে না। কিন্তু এখন ভাবি তাকে নাবিয়ে এনে ভগবান মঙ্গল করেছেন।

রমা। ভগবান নয় জ্যাঠাইমা—আমরা। কিন্তু আমাদের অধর্ম্ম তাঁকে কেন নাবিয়ে আন্‌বে?

বিশ্বেশ্বরী। আন্‌বে বই কি মা, নইলে পাপ আর এত ভয়ঙ্কর, কেন? উপকারের প্রত্যুপকার কেউ যদি না-ই করে, এমন কি উল্‌টে অপকার করে তাতেই বা কি আসে যায় মা, মানুষের কৃতঘ্নতায় যদি না দাতাকে নাবিয়ে আনে। তুই বল্‌চিস্‌ রমা, কিন্তু তোদের গ্রাম কি আর রমেশকে ঠিক তেম্‌নিটি ফিরে পাবে? তোরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবি সে যে হাত দিয়ে দশের কল্যাণ ক'রে বেড়াত, তার সেই হাতটাই ভৈরব আচায্যি—আর একা ভৈরব কেন, তোদের সবাই মিলে মুচ্‌ড়ে ভেঙে দিয়েছে। কে জানে, হয় ত, ভালই হয়েছে। তার বলিষ্ঠ সমগ্র হাতের অপর্য্যাপ্ত দান গ্রহণ করবার শক্তি যখন লোকের ছিল না, তখন এই ভাঙা হাতটাই তাদের সত্যিকার কাজে লাগবে।

এই বলিয়া তিনি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার হাতখানি রমা নীরবে কিছুক্ষণ নাড়া চাড়া করিয়া নিজের দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল

রমা। জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। কেন মা?

রমা। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর আমার গায়ে লাগে না, মা। মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে যেদিন তাঁকে জেলে দিয়েছি, সেদিন থেকে জগতের সমস্ত ব্যথা কেবল পরিহাস হয়ে গেছে।

বিশ্বেশ্বরী। এমনিই হয় মা।

রমা। সকলে বল্‌তে লাগ্‌লেন শত্রুকে যেমন কোরে হোক্ নিপাত

করতে দোষ নেই। তাঁরা তাই করেছেন। কিন্তু, আমার ত সে কৈফিয়ৎ নেই জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী। তোমারই বা নেই কেন?

রমা। না মা, নেই।—একটা কথা আজ তোমার কাছে স্বীকার কোরব জ্যাঠাইমা। মোড়লদের বাড়ীতে ছেলেরা জড় হয়ে রমেশদার কথা মত সৎ আলোচনাই কোরত। বদ্‌মাইসের দল বলে তাদের পুলিসে ধরিয়ে দেবার একটা মৎলব চলছিল। আমি লোক পাঠিয়ে তাদের সাবধান করে দিই। কারণ, পুলিস ত এই চায়। একবার তাদের হাতে পেলে ত আর রক্ষে রাখত না।

বিশ্বেশ্বরী। (শিহরিয়া) বলিস্ কিরে? নিজের গ্রামের মধ্যে পুলিসের উৎপাত বেণী মিথ্যে কোরে ডেকে আনৃতে চেয়েছিল?

রমা। মনে হয় বড়দার এই শাস্তি তারই ফল। আমাকে মাপ করতে পারবে.জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। তার মা হয়ে এ যদি না ক্ষমা করতে পারি, কে পারবে রমা? আমি আশীর্ব্বাদ করি এর পুরস্কার ভগবান তোমাকে যেন দেন।

রমা। (হাত দিয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিল) আমার এই একটা সান্ত্বনা তিনি ফিরে এসে দেখবেন তাঁর আনন্দের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। যা তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সেই দেশের দীন-দুঃখীরা এবার ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। তাঁকে চিনেছে, তাঁকে ভালবেসেছে। এই ভালবাসার আনন্দে আমার অপরাধ কি তিনি ভুল্‌তে পারবেন না?—জ্যাঠাইমা, শুধু একটি জায়গায় আমরা দূরে যেতে পারি নি। তোমাকে আমরা দুজনেই ভালবেসেছিলাম।

বিশ্বেশ্বরী নিঃশব্দে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন

রমা। সেই জোরে একটি দাবি তোমার কাছে আজ রেখে যাব। যখন আমি আর থাক্‌ব না, তখনও যদি আমাকে তিনি ক্ষমা করতে না

পারেন, শুধু এই কথাটি আমার হয়ে তাঁকে বোলো, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জান্‌তেন, তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েছি, তার অনেক বেশি দুঃখ যে আমি নিজেও সয়েছি,—তোমার মুখের এই কথাটি হয় ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।

বিশ্বেশ্বরী। তবে, চল্ মা আমরা কোন তীর্থ স্থানে গিয়ে থাকি। যেখানে রমেশ নেই, বেণী নেই, যেখানে চোখ তুল্‌লেই ভগবানের মন্দিরের চুড়ো চোখে পড়ে, সেইখানে যাই। আমি সমস্ত বুঝতে পেরেছি রমা। যদি যাবার দিনই তোর এগিয়ে এসে থাকে, মা, তবে এ বিষ বুকের মধ্যে নিয়ে আর যাব না,—সমস্ত এইখানেই নিঃশেষ করে ফেলে রেখে যাব। কেমন, পারবি ত মা ?

রমা। (বিশ্বেশ্বরীর জানুর উপর মুখ লুকাইয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল—) আমি আর পারি নে জ্যাঠাইমা, আমাকে এখান থেকে তুমি নিয়ে চল।

চতুর্থ দৃশ্য

কারা প্রাচীরের সম্মুখের পথ

এক দিক্ দিয়া রমেশ প্রবেশ করিল ও অপর দিক্ দিয়া বেণী—তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—স্কুলের হেড মাষ্টার বনমালী ও কয়েকজন ছাত্র। পশ্চাতে বেণীর অনুগত আরও দুই চারিজন লোক

বেণী। (রমেশকে আলিঙ্গন করিয়া) রমেশ, ভাই রে, নাড়ীর টান যে এমন টান এবার তা' টের পেয়েছি। রমা যে আচায্যি হারামজাদাকে হাত কোরে এত শত্রুতা করবে, লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে, সে কথা জেনেও যে জানি নি,

ভগবান তার শাস্তি আমাকে দিয়েছেন। জেলের মধ্যে তুই বরং ছিলি ভাল ভাই, বাইরে থেকে এই ক'টামাস আমি যে তুঁষের আগুনে জ্বলে-পুড়ে গেছি।

রমেশ হতবুদ্ধির মত কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না। বনমালী ও ছেলেরা অগ্রসর হইয়া পায়ের ধূলা লইল

বেণী। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) দাদার ওপর অভিমান রাখিস্‌নে ভাই, বাড়ী চল্‌। মা কেঁদে কেঁদে দু-চক্ষু অন্ধ করবার জোগাড় করেছেন। আমরা শুধু প্রাণে বেঁচে আছি রমেশ।

রমেশ। (বেণীর মাথার ব্যাণ্ডেজটা হাত দিয়া দেখাইয়া) এ কি বড়দা মাথা ভাঙলে কি করে?

বেণী। শুনে আর কি হবে ভাই, আমি কাউকে দোষ দিইনে। এ আমার নিজেরই কর্ম্মফল,—আমারই পাপের শাস্তি।—জানিস্‌ ত রমেশ, এই আমার জন্মগত দোষ যে মনে এক, মুখে আর কিছুতে করতে পারিনে। মনের ভাব আর পাঁচ জনের মত ঢেকে রাখতে পারিনে বলে কত শাস্তিই যে ভোগ করতে হয়,—কিন্তু তবু ত আমার চৈতন্য হয় না। দোষের মধ্যে সেদিন কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলেছিলাম, রমা, আমরা তোর কি অপরাধ করেছি যে ভাইকে আমার জেলে দিলি! জেল হয়েছে শুন্‌লে মা যে একেবারে প্রাণ বিসর্জ্জন করবেন। আমরা ভায়ে ভায়ে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া করি, যা করি, তবু ত সে আমার ভাই। তুই একটি আঘাতে আমার ভাইকে মারলি,—আমার মাকে মারলি!—রমেশ, সেদিন রমার সে উগ্র মূর্ত্তি মনে হলে আজও হৃদ্‌কম্প হয়। বল্‌লে, রমেশের বাপ আমার বাপকে জেলে দিতে যায়নি? পারলে ছেড়ে দিত বুঝি?

রমেশ। হাঁ, রমার মাসির মুখেও একথা শুনেছিলাম।

বেণী। এই হোলো তার জাতক্রোধ। কিন্তু মেয়েমানুষের এত দর্প আমারও সহ্য হ'ল না। আমিও রেগে বলে ফেল্‌লাম, আচ্ছা, ফিরে আসুক

সে, তারপরে এর বিচার হবে। কিন্তু খুন করা যে তার অভ্যেস ভাই। তোমাকে খুন করতে আকবর লেঠেলকে পাঠিয়েছিল মনে নেই? কিন্তু তোমার কাছে ত চালাকি খাটেনি,—তুমিই উল্টে শিখিয়ে দিয়েছিলে! কিন্তু আমাকে খুন করা আর শক্ত কি?

রমেশ। তার পরে?

বেণী। তার পরে কি আর মনে আছে ভাই? কে কিসে ক'রে যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল, সেখানে কি হ'ল, কে দেখলে কিছুই জানিনে। এ যাত্রা যে রক্ষে পেয়েছি সে কেবল মায়ের পুণ্যে। এমন মা কি আর আছে রমেশ!

রমেশের মুখে ও মনের মধ্যে কত কি যে হইতে লাগিল তাহার নির্দ্দেশ নাই,—কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না

বেণী। গাড়ী তৈরী ভাই। আর দেরি নয়,—বাড়ী চল্। মায়ের কাছে তোরে একবার পৌঁছে দিয়ে আমি বাঁচি।

রমেশ। চলুন। জেলের মধ্যেই শুনেছিলাম রমা না কি বড় পীড়িত?

বেণী। ভগবানের দণ্ড রমেশ,—এ যে তাঁরই রাজ্য এ কি সবাই মনে রাখে? জগদীশ্বর! চল ভাই, ঘরে চল।

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

রমার কক্ষ

রমেশ প্রবেশ করিয়া রমাকে দেখিয়া চমকিয়া গেল

রমেশ। তোমার এত অসুখ করেছে তা ত আমি ভাবিনি।

রমা শয্যা হইতে কোনমতে উঠিয়া রমেশের পায়ের কাছে প্রণাম করিল

রমেশ। এখন কেমন আছ রাণি ?

রমা। আমাকে আপনি রমা বলেই ডাক্‌বেন।

রমেশ। বেশ তাই। শুনেছিলাম তুমি অসুস্থ ছিলে। এখন কেমন আছ এই খবরটাই জান্‌তে চাচ্ছিলাম। নইলে, নাম তোমার যাই হোক্, সে ধরে ডাক্‌বার আমার ইচ্ছেও নেই, আবশ্যকও নেই।

রমা। এখন আমি ভাল আছি। আমি ডেকে পাঠিয়েছি বলে আপনি হয়ত খুব আশ্চর্য্য হয়েছেন, কিন্তু—

রমেশ। না, হইনি। তোমার কোন কাজে আশ্চর্য্য হবার দিন আমার কেটে গেছে। কিন্তু ডেকে পাঠিয়েছ কেন শুনি ?

রমা। (ক্ষণকাল অধোমুখে নিরুত্তর হইয়া থাকিয়া) রমেশদা, আজ দুটি কাজের জন্যে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেচি। কত যে অপরাধ করেছি সে ত জানি, তবুও আমি নিশ্চয় জানতাম তুমি আস্‌বেই। আর আমার এই শেষ অনুরোধ দুটিও অস্বীকার করবে না।

বলিতে বলিতে অশ্রুভারে গলা তাহার ভাঙিয়া আসিল

রমেশ। কি তোমার অনুরোধ ?

রমা। (চকিতের ন্যায় মুখ তুলিয়াই পুনরায় আনত করিল) পীরপুরের যে বিষয়টা বড়দা তোমার সাহায্যে দখল করতে চাচ্ছেন সেটা আমার নিজের। বাবা বিশেষ ক'রে আমাকেই সেটা দিয়ে গেছেন। তার পোনর

আনা আমার, এক আনা তোমাদের। সেইটেই তোমাকে আমি দিয়ে যেতে চাই।

রমেশ। তোমার ভয় নেই, বড়দা যাই কেন না আমাকে বলুন, আমি চুরি করতে পূর্ব্বেও কখনো কাউকে সাহায্য করিনি, এখনো কোরব না। আর যদি দান করতেই চাও, তার জন্মে অন্য লোক আছে। আমি দান গ্রহণ করিনে।

রমা। আমি জানি রমেশদা, তুমি চুরি করতে সাহায্য করবে না। আর নিলেও যে তুমি নিজের জন্মে নেবে না সেও আমি জানি! কিন্তু তা ত নয়। দোষ করলে শাস্তি হয়। আমি যত অপরাধ করেছি, এটা তারই দণ্ড বলে কেন গ্রহণ কর না?

রমেশ। তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ?

রমা। আমার যতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম—

রমেশ। দিয়ে গেলাম মানে?

রমা। (রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া) একদিন কোন মানেই তোমার কাছে গোপন থাকবে না রমেশদা,—তাই, আমার যতীনকে আমি তোমাকেই দিয়ে যাব। তাকে তোমার মত করেই মানুষ কোরো। বড় হয়ে সে যেন তোমারি মত স্বার্থত্যাগ করতে পারে। (আঁচলে চোখ মুছিয়া) এ আমার চোখে দেখে যাবার সময় হবে না। কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, যতীনের দেহে তার পূর্ব্বপুরুষদের রক্ত আছে। ত্যাগের যে শক্তি তাঁদের অস্থি-মজ্জায় মিশে ছিল—শেখালে হয়ত সেও একদিন তোমারি মত মাথা উঁচু কোরে দাঁড়াবে।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল

রমা। চুপ কোরে থাক্‌লে ত আজ তোমাকে ছাড়ব না রমেশদা।

রমেশ। দেখ, এ সকলের মধ্যে আর আমাকে টেনো না। আমি

অনেক দুঃখের পরে একটুখানি আলোর শিখা জ্বাল্‌তে পেরেচি, তাই কেবলই ভয় হয়, পাছে একটুতেই তা নিবে যায়।

রমা। তোমার ভয় নেই রমেশদা, এ আলো আর নিববে না। জ্যাঠাইমা বল্‌ছিলেন, তুমি দূর থেকে এসে বড় উঁচুতে বসে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধা পেয়েছ। তখন পরের মত তুমি গ্রাম্য-সমাজের অতীত ছিলে, এখন হয়েছ তাদেরই একজন। তখন তোমার দেওয়া ছিল বিদেশীর দান, আজ হয়েছে তা' আত্মীয়ের স্নেহের উপহার। দুঃখ পেয়ে দুঃখ সয়ে সে তুমি আর নেই। তাই এ আলো আর ম্লান হবে না ;—এখন প্রতিদিনই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

রমেশ। ঠিক জান রমা, আমার এই দীপের শিখাটুকু আর নিববে না ?

রমা। ঠিক জানি। যিনি সব জানেন, এ সেই জ্যাঠাইমার কথা। এ কাজ তোমারি। আমার যতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কোরে আজ আশীর্ব্বাদ কর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি যেতে পারি।

রমেশ। কিন্তু যাবার কথাই বা তুমি কেন ভাবচ রমা,—আমি বল্‌চি তুমি আবার ভাল হয়ে যাবে।

রমা। ভাল হবার কথা ত ভাবচিনে রমেশদা, শুধু ভাবচি আমার যাবার কথা। কিন্তু আরও একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে। আমার কথা নিয়ে বড়দার সঙ্গে তুমি কোনদিন বিবাদ কোরো না।

রমেশ। এ কথার মানে ?

রমা। মানে যদি কখনো শুন্‌তে পাও, সেদিন কেবল এই কথাটি মনে কোরো, আমি কেমন কোরে নিঃশব্দে সহ্য ক'রে চলে গেছি—একটি কথারও প্রতিবাদ করিনি। একদিন যখন অসহ্য মনে হয়েছিল, সেদিন জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন,—মা, মিথ্যেকে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে জাগিয়ে তুল্‌লেই তার পরমায়ু বেড়ে ওঠে। নিজের অসহিষ্ণুতায় তার আয়ু বাড়িয়ে

তোলার মত পাপ অল্পই আছে। তাঁর এই উপদেশটি স্মরণ রেখে সকল দুঃখ-দুর্ভাগ্যই আমি কাটিয়ে উঠেচি। এটি তুমিও কখনো ভুলোনা রমেশদা।

রমেশ নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল

রমা। আজ আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারচ না ভেবে দুঃখ পেয়ো না রমেশদা। আমি ঠিক জানি আজ যা কঠিন হচ্ছে, একদিন তাই সোজা হয়ে যাবে। সেদিন আমার সকল অপরাধ তুমি সহজেই ক্ষমা কোরবে জেনে মনের মধ্যে আর আমার ক্লেশ নাই।—কাল সকালেই আমি যাচ্চি।

রমেশ। কাল সকালেই? কোথায় যাবে কাল?

রমা। জ্যাঠাইমা যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেইখানেই যাব।

রমেশ। কিন্তু তিনি ত আর আসবেন না শুন্‌চি।

রমা। আমিও না। আমিও তোমার পায়ে আজ জন্মের মতই বিদায় নিলাম।

এই বলিয়া রমা মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল

রমেশ। আচ্ছা যাও। কিন্তু অকস্মাৎ কেন বিদায় নিলে তাও কি জান্‌তে পারব না?

রমা মৌন হইয়া রহিল

রমেশ। কেন যে তোমার সমস্ত কথাই লুকিয়ে রেখে চলে গেলে সে তুমিই জান। কিন্তু আমিও কায়মনে প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করতে না পারায় যে আমার কি ব্যথা সে শুধু আমার অন্তর্যামীই জানেন।

(এই সময়ে বিশ্বেশ্বরী প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—রমা?)

রমেশ। জ্যাঠাইমা! কি অপরাধে আমাদের এত শীঘ্র ত্যাগ ক'রে চল্‌লে?

বিশ্বেশ্বরী। অপরাধ? অপরাধের কথা বল্‌তে গেলে ত শেষ হবে না বাবা। তাতে কাজ নেই। কিন্তু আমার নিজের কথাটা তুই জেনে রাখ্‌। এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে। সে হলে ত কোনমতেই মুক্তি পাব না রমেশ। ইহকালটা ত জ্বলে-জ্বলেই গেল, পাছে পরকালটাও এম্‌নি জ্বলে-পুড়ে মরি, আমি সেই ভয়েই পালাচ্চি রমেশ।

রমেশ। জ্যাঠাইমা, ছেলের অপরাধ যে তোমার বুকে এমন কোরে বেজেছিল সে ত কোনদিন জান্‌তে দাও নি? কিন্তু সমস্ত ছেড়ে রমা কেন বিদায় নিতে চায়? তাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

রমা। আমি আস্‌চি জ্যাঠাইমা।

প্রস্থান

বিশ্বেশ্বরী। জিজ্ঞেসা করছিলি রমা কেন বিদায় নিতে চায়? কোথায় তাকে আমি নিয়ে যেতে চাই? সংসারে আর তার স্থান হোল না রমেশ, তাই তাকে এবার ভগবানের পায়ের নিচে নিয়ে যাব। সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কি না জানি নে, কিন্তু যদি বাঁচে, বাকি জীবনটা এই অতি-কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে বোলব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা মহাপ্রাণ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, আর কেনই বা বিনা দোষে দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন। এ কি তাঁরই অভিপ্রায়, না, এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা। ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নেই।

বলিতে বলিতে তাঁহার গলা ভাঙিয়া পড়িল। রমেশ নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু তোর ওপর আমার এই আদেশ রমেশ, তাকে যেন তুই ভুল বুঝিস নে। যাবার সময় আমি কারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ

করে যেতে চাই নে, শুধু এই কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনো অবিশ্বাস করিস্‌নে যে তার বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী তোর আর নেই।

রমেশ। কিন্তু জ্যাঠাইমা—

বিশ্বেশ্বরী। এর মধ্যে কোন 'কিন্তু' নেই রমেশ। তুই যা শুনেছিস্‌ সব মিথ্যে, যা জেনেছিস সব ভুল। কিন্তু এ অভিযোগের এইখানেই যেন সমাপ্তি হয়। তোর কল্যাণের কাজ যেন বন্যার মত সমস্ত দ্বেষ হিংসা ভাসিয়ে নিয়ে বয়ে যেতে পারে তোর ওপর এই তার শেষ প্রার্থনা। এই জন্যেই সে মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করেছে। প্রাণ দিতে বসেছে রমেশ, তবু কথা কয় নি।

রমেশ। তাকে বোলো জ্যাঠাইমা—

বিশ্বেশ্বরী। পারিস্‌ ত নিজেই তাকে বলিস্‌ রমেশ, আমার আর সময় নেই।

প্রস্থান

যতীনকে সঙ্গে লইয়া রমা প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে দূরে বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদ

রমেশ। (সবিস্ময়ে) এ কি! এত রাত্রে এ বেশ কেন?

রমা। যাত্রা করে বেরিয়ে এলাম রমেশদা, রাত আর নেই। যাবার আগে দুটি কাজ বাকি ছিল। এক তোমার শেষ পায়ের ধুলো নেওয়া, আর যতীনকে তোমার হাতে তুলে দেওয়া!

রমেশ। এ ভার আমাকেই দিয়ে যাবে রমা?

রমা। রমা ত নয়, রাণী। তার সব চেয়ে আদরের ধন এই ছোট ভাইটি। তাকে তুমি ছাড়া আর কে নিতে পারে রমেশদা?

রমেশ। কিন্তু এর কত বড় দায়িত্ব;—এ অনুরোধ রমা—

রমা। এখনো রমা—? কিন্তু এ ত অনুরোধ নয়, এ তার দাবি।

এই দাবি নিয়েই সে সংসারে একদিন এসেছিল, এই দাবি নিয়েই সে সংসার থেকে যাবে। এ দাবির ত অন্ত নেই রমেশদা,—একে তুমি ফাঁকি দেবে কি কোরে? এই নাও।

এই বলিয়া সে যতীনকে তাহার হাতে দিয়া পায়ের
নীচে গড় হইয়া প্রণাম করিল

যবনিকা পতন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

এই দাবি নিয়েই সে সংসারে একদিন এসেছিল, এই দাবি নিয়েই সে সংসার থেকে যাবে। এ দাবির ত অন্ত নেই রমেশদা,—একে তুমি ফাঁকি দেবে কি কোরে? এই নাও।

এই বলিয়া সে যতীনকে তাহার হাতে দিয়া পায়ের
নীচে গড় হইয়া প্রণাম করিল

যবনিকা পতন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬